উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 4 December 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 195 APD

২০২৩-এ প্রাণ গিয়েছে ১৮২টি বাঘের

সাতের পাতায়

ক্রিকেট ছাড়লে তবে বিয়ে, শর্ত মিতালিকে

বারোর পাতায়

উচ্চপ্রাথমিকের কাউন্সেলিং

ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে উচ্চপ্রাথমিকের ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হতে পারে। ১৪-১৬ ডিসেম্বর ওই চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হতে পারে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রায় পাঁচ হাজার চাকরিপ্রার্থীর তালিকা তৈরি হয়েছে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

আলু ধর্মঘট উঠছে

ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন কৃষি বিপণনমন্ত্রী। এমন আশ্বাস পেয়ে আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিকরা বৈঠক করে আলু ধর্মঘট তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাজারে আবার আলু যাবে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বিরোধের সুর চড়ছে

আরও এক মাস জেলবন্দি সন্ন্যাসী

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা ও কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : শুধু ভারত নয়, গোটা পৃথিবীর মঙ্গলবার নজর ছিল চট্টগ্রামে। বাংলাদেশের ওই বন্দর শহরে ধৃত সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন নিয়ে শুনানি নির্ধারিত ছিল। প্রত্যাশা ছিল, তাঁর আর্জি মঞ্জুর হবে। বাস্তবে তাঁর হয়ে আদালতে সওয়াল করার জন্য কোনও আইনজীবীই উপস্থিত ছিলেন না।

দুই আইনজীবীর একজন ইতিমধ্যে দুষ্কৃতীদের মার খেয়ে হাসপাতালে আইসিইউয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন। মঙ্গলবার অন্যজনের দেখাই মিলল না আদালতে। ফলে জামিনের আর্জি নিয়ে শুনানি তো হলই না, চিন্ময় কৃষ্ণদাসকে ফের আদালতে তোলার সময় ধার্য হল আরও এক মাস পর। চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা আদালতের বিচারক তাঁকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন।

নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় আইনজীবীরা সন্ন্যাসীর পক্ষে সওয়াল করতে সাহস পাচ্ছেন না বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ এর আগের শুনানিতে ৫০ জনেরও বেশি আইনজীবী তাঁর হয়ে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নানা মামলা দায়ের হয়েছে। রবীন্দ্র ঘোষ নামে এক আইনজীবী ঢাকা থেকে মঙ্গলবার আড়াইশো কিলোমিটার পেরিয়ে চট্টগ্রামে গেলেও একদল লোক তাঁকে আদালতের বাইরে আটকে দেয় বলে অভিযোগ।

চিন্ময়ের প্রধান আইনজীবী রমেন রায়ের বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি তাঁকে মারধর করা হয় আগেই। তিনি আইসিইউয়ে ভর্তি। সন্ন্যাসীর ওকালতনামায় সই করা আরেক আইনজীবীর খোঁজ মিলছে না। হুমকির জেরে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। সন্ন্যাসীর হয়ে না দাঁড়াতে স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশন আইনজীবীদের হুমকি দিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আগের শুনানির দিন আদালত চত্বরে এক আইনজীবী খুন হওয়ায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পরিস্থিতি ঘোরালো বুঝে ইসকনের কলকাতার মুখপাত্র রাধারমণ দাস মঙ্গলবার বলেন, 'বাংলাদেশের ইসকন ভক্তদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন কপালে তিলক কেটে, হাতে তুলসীর মালা নিয়ে বাইরে না বেরোন।' তাঁর কথায়, 'ইসকনের সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের আমরা পরিচয় গোপন রাখতে বলেছি। বাড়িতে বা মন্দিরে ধর্মীয় আচার পালন করতে বলা হয়েছে।'

যদিও হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব সফিকুল আলম। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করার মিথ্যা প্রচারকে ভারতীয় মিডিয়া 'শিল্পে' পরিণত করেছে। আলমের কথায়, 'এখানে হিন্দুরা পুরোপুরি সুরক্ষিত।

এরপর দশের পাতায়

কংগ্রেসের বিক্ষোভে পোড়ানো হচ্ছে মুহাম্মদ ইউনূসের কুশপুতুল। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভয়ের পরিবেশ

- আইনজীবীদের হুমকি, মারধর, বাড়িতে ভাঙচুর
- আদালতের বাইরে আইনজীবীকে আটক
- আইনজীবীদের বিরুদ্ধে নানা মামলা
- সওয়াল না করতে বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্দেশ
- ভয়ে তিলক কাটতে, গেরুয়া না পরতে পরামর্শ

ফালাকাটায় জল দিতে ৫১ কোটি

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : ফালাকাটায় বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিতে এবার শুরু হচ্ছে আম্রুত-২ প্রকল্পের কাজ। পুর এলাকার কোনও বাসিন্দাই যাতে পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা থেকে বঞ্চিত না থাকেন, তারজন্যই এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। এর জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই বিশাল অঙ্কের টাকায় গোটা শহরের বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামী জানুয়ারি মাস থেকেই ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হবে বলে আশাবাদী কাউন্সিলাররা। পুরসভার এমন উদ্যোগে স্বাভাবিকভাবেই খুশি নাগরিকরা।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পুর এলাকার ঘরে ঘরে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করতে ২৬ কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। আমাদের আশা, জানুয়ারি মাসেই কাজ শুরু হবে।'

পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায় বলেন, 'পুরসভা হওয়ার পর এই প্রথম আমাদের শহরে পানীয় জলের কাজ শুরু হচ্ছে।' আম্রুত-২ প্রকল্পের কাজ ৪টি পর্যায়ে করা হবে। কাউন্সিলাররা চাইছেন, যে এলাকায় একেবারেই পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায় না, সেখানে কাজ আগে শুরু করতে। প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়ে গেলেই শহরের কয়েক হাজার মানুষ পরিস্রুত জল পাবেন।

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পে পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই কাজ করা হবে। এর জন্যই ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম ধাপের কাজ শুরু করতে ২৬ কোটি টাকার টেন্ডার ডাকা হয়েছে। এই টাকায় ৪টি ওভারহেড ট্যাংক বানানো হবে। পাশাপাশি ৮টি পাম্পহাউস বানানো হবে। প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কোথাও কোথাও রাস্তা ভাঙা পড়বে। সেটা সংস্কার করা হবে। রাস্তার দু'পাশেই পাইপলাইন পাতার কাজ করা হবে। পুরসভা কর্তৃপক্ষ চাইছে শহরবাসীর জন্য নতুন বছরের উপহার হিসেবে জানুয়ারিতেই এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে।

যে চারটি জোনে ভাগ করে পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ শুরু হবে, তাতে উত্তর-পশ্চিম এলাকাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ধরা হচ্ছে। পুরসভার ৩, ৪, ৫, এবং ৬ নম্বর ওয়ার্ডে পরিস্রুত জলের ব্যাপক সমস্যা আছে। বিশেষ করে দিলীপদোকান, বাগানবাড়ি, হরিনাথপুর, দুই মাইল, পশ্চিম ফালাকাটা, কলেজপাড়ার একটি অংশ সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জল পান না। কয়েকটি এলাকায় পাইপলাইন থাকলেও তাতে জল মেলে না। যা নিয়ে বাসিন্দাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ আছে। তাই পুরসভা চাইছে ৪টি জোনের মধ্যে এই এলাকাতেই যাতে প্রথম প্রকল্পের কাজ শুরু করা যায়।

ফালাকাটা পুরসভার মোট ১৮টি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা প্রায় ৬৮ হাজার। পরিবার আছে প্রায় ১৩,৫০২টি। যখন ফালাকাটা পুরসভা গঠিত হয়নি, তখনই এই বিপুল সংখ্যক পরিবারে পানীয় জল পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। জলস্বপ্ন প্রকল্পে প্রায় ১২ হাজার বাড়িতে জলসংযোগ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু ফালাকাটায় মাত্র ৬ হাজারের মতো বাড়ি জল পেয়েছে। অভিযোগ, খাতায়-কলমে বহু বাড়ি জলের সংযোগ পেয়েছে বলে দাবি করা হলেও বাস্তবটা অন্যরকম। কয়েক হাজার বাড়িতে পরিস্রুত জলই পৌঁছায়নি। ফালাকাটার বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন, জলস্বপ্ন প্রকল্পে ১৭ কোটি টাকার উপরে বরাদ্দ হলেও এত টাকার কাজই হয়নি। বরং ৭ থেকে ৮ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। বাকিটা নাকি দুর্নীতি। যেহেতু সেসব কাজ পুরসভা গঠনের আগে হয়েছিল, পুরসভাও তার দায় নিতে আর চাইছে না।

আম্রুত-২ প্রকল্পের কাজ শুরু

কল থাকলেও জল মেলে না ফালাকাটার একাংশে।

বোতল ও প্যাকেটের জল, খাদ্যে বড় বিপদ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : রাস্তার পাশের হোটেলে খাওয়া অনেকের পছন্দ নয়। বরং রেডিমেড ফুডের দোকান থেকে প্যাকেট করা খাবারে ঝোঁক বেশি। তেমনই বাইরে গেলে অনেকে বোতলবন্দি জল কিংবা মিনারেল ওয়াটার ছাড়া অন্যকিছু ছুঁয়েও দেখেন না। কেন? সাধারণ ধারণা হল, প্যাকেট বা বোতলবন্দি মানেই ভিতরের জিনিসটা স্বাস্থ্যকর। সুস্বাদু, মুখরোচকের লোভে প্যাকেটজাত খাবারের আকর্ষণ থাকে।

এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করছেন পুষ্টিবিদরা। বরং তাঁরা সতর্ক করছেন এই বলে যে, 'স্বাস্থ্যকর' তকমার বহু প্যাকেটবন্দি খাবার আসলে বেশ অস্বাস্থ্যকর। বোতলবন্দি নানা ব্র্যান্ডের জল ও মিনারেল ওয়াটার নিয়ে তো পুরো বেসুর এখন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষের (এফএসএসএআই)। এই ধরনের জলকে 'অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ খাবারে'র (হাইরিস্ক ফুড) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় ওই সংস্থাটি।

শুধু জল নয়, এফএসএসএআইয়ের ওই তালিকা চমকে দেওয়ার মতো। জলের পাশাপাশি ওই তালিকায় আছে প্যাকেটজাত দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছমাংস, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, শুঁটকি ও তারামাছ। ডিম ও ডিমজাত পণ্য, বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্যকে নিরাপদ তালিকায় রাখছেন না পুষ্টিবিদরা। এমনকি রসিয়ে, নিশ্চিন্তে প্যাকেটজাত ভারতীয় মিষ্টি খাবেন, সেটাও নিরাপদ নয় বলে সতর্ক করছেন তাঁরা।

এফএসএসএআই-এর মতে, যে সব খাদ্যপণ্যের নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিট প্রয়োজন, সেগুলিকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাবারে'র পর্যায়ে ফেলা যায়। এখন থেকে ওইসব পণ্যের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ওই পদক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সংস্থাটি।

গত অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেটবন্দি জল উৎপাদনে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা করেছিল।

এরপর এফএসএসএআই যে নতুন নিয়ম চালু করে, ওই পণ্যগুলির লাইসেন্স পাওয়ার জন্য নির্মাণ এবং প্রক্রিয়াকরণে বাধ্যতামূলক পরিদর্শন ছিল।

কোন খাবারে বিপদ

- দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য
- মাংস এবং মাংসজাত পণ্য
- মাছ এবং মাছজাত পণ্য
- বিশেষ করে শামুক, কাঁকড়া ও চিংড়ি
- ডিম ও ডিমজাত পণ্য
- ভারতীয় মিষ্টি

পরিকল্পিত গণহত্যা, তোপ হাসিনার

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ফের প্রকাশ্যে শেখ হাসিনার বয়ান। যদিও ভার্চুয়াল ভাষণে। নিজের দেশের সরকারের প্রধানকে বিদ্ধ করলেন গণহত্যার মূল চক্রী বলে। শুধুমাত্র মুহাম্মদ ইউনূসের সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে তিনি দেশ ছেড়েছিলেন বলে জানালেন মঙ্গলবার। নিউ ইয়র্কে আওয়ামি লিগের কর্মী-সমর্থকদের সভায় ভার্চুয়াল ভাষণ দেন বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী।

গণহত্যা এড়াতে বাংলাদেশ ছেড়েছিলেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। হাসিনা বলেন, 'যদি আমি ক্ষমতায় থাকতাম, তাহলে গণহত্যা হত। মুহাম্মদ ইউনূসই ছাত্র সংগঠনগুলির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গণহত্যাগুলি পরিচালনা করেছেন।' তাঁর অভিযোগ, 'আজ শিক্ষকদের হত্যা করা হচ্ছে, পুলিশকে আক্রমণ করা হচ্ছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা টার্গেট হচ্ছেন।'

মুজিব-কন্যা প্রশ্ন তোলেন, 'কেন এখন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে?' তাঁর অভিযোগ, বাংলাদেশে চলতি অরাজকতা ও সংখ্যালঘুদের ওপর হিংসার সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। মুহাম্মদ ইউনূস অশান্তি এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দিয়েছেন। গণহত্যা এড়াতে তিনি দেশ ছাড়লেও তা আটকানো গেল না বলে আক্ষেপ করে তিনি বলেন, 'এর কারণ ইউনূস।'

বাংলাদেশি হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর বাড়তে থাকা হিংসার নিন্দা করে আওয়ামি লিগ নেত্রী বলেন, ব্যাপারটা গভীর উদ্বেগের। হাসিনা এখন ভারতের আশ্রয়ে আছেন। ফলে সেই আশ্রয় থেকেই তিনি ভার্চুয়াল ভাষণ দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের, তাঁদের ধর্মস্থান এবং ধর্মীয় সংগঠন ইসকনের ওপর হামলারও নিন্দা করেন হাসিনা।

ইউনূস সরকারকে কোণঠাসা করতে তিনি টেনে আনেন তাঁর বরাবরের বিপক্ষ বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের মন্তব্য। তারেক সম্প্রতি লন্ডন থেকে বলেছেন, 'যদি মৃত্যু চলতেই থাকে, তা হলে সরকার টিকবে না।' গত মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মুজিব-কন্যা। মঙ্গলবার কার্যত ট্রাম্পের সুরে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'কেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছে? কেন আক্রান্ত হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান?'

এরপর দশের পাতায়

বাংলাদেশের ঢাকায় কূটনৈতিক এলাকা পাহারা দিচ্ছে র‍্যাব।

সংস্করণের সেরা চার

অভিভাবকত্বের জটে দুই শিশুর ভবিষ্যৎ — তিনের পাতায়

গজরাজের ভয়ে আলুর আবাদ বন্ধ — চারের পাতায়

আলিপুরদুয়ারে বাঁধে বরাদ্দ দশ লক্ষ — নয়ের পাতায়

বিরাটের হাঁটুর স্ট্যাপে জল্পনা — এগারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

পুরকর্মীদের হাতেই রাশ জাল নথির

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : এসএসবি কর্মীর জন্মের জাল শংসাপত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসল আলিপুরদুয়ার পুরসভা কর্তৃপক্ষ। কীভাবে এবং কোন পথে পুরসভা থেকে বছরের পর বছর জন্ম ও মৃত্যুর জাল শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে, সেবিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। পাশাপাশি জাল শংসাপত্র তৈরির পেছনে আসল মাথার খোঁজখবরও শুরু হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, একাজে পুরসভার কর্মীদের একাংশ জড়িত রয়েছে। নাহলে কোনওভাবেই পুরসভার স্ট্যাম্প দেওয়া নথি বাইরের লোকের হাতে যাওয়ার কথা নয়। বলছে ওয়াকিবহাল মহল। পুরকর্মীদের মধ্যে একটা চক্র কাজ করছে। তারাই মোটা টাকার বিনিময়ে জন্ম ও মৃত্যুর জাল শংসাপত্র পৌঁছে দিচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে। খুব খুঁটিয়ে দেখলেও কিন্তু সেসব নথি আসল, নাকি নকল, সেটা বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, পুরসভা যে কাগজ ব্যবহার করে, এক্ষেত্রেও সেটাই থাকছে। পুরসভার স্ট্যাম্পও থাকছে। তবে হুবহু আসলের মতো করে তৈরি সেই জাল শংসাপত্রের ফাঁক থাকছে একটা জায়গাতেই। পুরসভা সিলমোহর দেওয়া সেই জাল শংসাপত্রগুলো সম্পর্কে কোনও তথ্য পুরসভার রেজিস্টারে থাকছে না। তাই একমাত্র পুরসভার রেজিস্টার খতিয়ে দেখলেই আসল-নকল বোঝা সম্ভব। রেজিস্টারে এন্ট্রি না থাকা সেইসব নকল শংসাপত্র বিভিন্ন দপ্তরে দাখিল করা হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সরকারি চাকরির পরীক্ষা থেকে শুরু করে পেনশন তোলা সহ আরও অন্যান্য কাজেও সেই শংসাপত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। পুরসভা এক শ্রেণির কর্মীর দৌলতে বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনও সহজেই ভারতের নাগরিকত্ব পেয়ে যাচ্ছেন।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ করও বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, 'এসএসবি কর্মীর ওই জাল শংসাপত্রের বিষয়টি সামনে আসতেই আমি থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে। এটা বড় ধরনের অন্যায়। এই সমস্ত অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না।' তবে যেহেতু রেজিস্টারে নাম নেই, তাই কেউ বলতে পারছে না এমন কত সার্টিফিকেট আগে বিলি করা হয়েছে কতজনকে। চেয়ারম্যান বলছেন, কীভাবে এই নকল শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে তারও খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়ে আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলা হবে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এসএসবিতে কর্মরত সুমন সাহা আলিপুরদুয়ার পুরসভা থেকে ২০০৬ সালে ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে তাঁর জন্মের শংসাপত্র তোলেন। সেই শংসাপত্রের সিরিয়াল নম্বর ২৫৬০২৬ এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লেখা রয়েছে ৪৯৪০। অথচ দেখা যাচ্ছে পুরসভার রেজিস্টারে সুমন সাহার নাম উধাও।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রঞ্জন দাস নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ, 'সুমন সাহা বাংলাদেশ থেকে আগত। তিনি নকল নথিপত্র দাখিল করে সেনাবাহিনীতে কাজে যোগ দিয়েছেন।' তিনি আরটিআই করে এই জাল নথির ব্যাপারে নিশ্চিত হন। রঞ্জন বলেন, 'পুরসভার উচিত এই বিষয়ে সচেতন হওয়া। বাংলাদেশ থেকে আগত ওই ব্যক্তি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে দেশের সেনাবাহিনীর মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কাজ করছেন।'

ফারাক

- পুরসভা যে কাগজ ব্যবহার করে, জাল নথিতেও সেটাই থাকছে
- জাল নথিতে পুরসভার স্ট্যাম্পও থাকছে
- সেই জাল শংসাপত্র সম্পর্কে কোনও তথ্য পুরসভার রেজিস্টারে থাকছে না
- একমাত্র পুরসভার রেজিস্টার দেখলেই আসল-নকল বোঝা সম্ভব

আবাস সমীক্ষায় নেতাদের দাপট জারি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : রাজ্যজুড়ে বর্তমানে হট টপিক আবাস যোজনা। উপনির্বাচন মেটার পর এখন জেলার সব ব্লকে জোরকদমে চলছে আবাসের সমীক্ষা। মৌজা ধরে ধরে ৩ সদস্যের একটি দল সেই সমীক্ষা করছে। আবার সুপার সমীক্ষাও করছেন জেলা ও ব্লক প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা। সুপার সমীক্ষাতে কোনও দলের নেতা ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারলেও সাধারণ সমীক্ষা প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠছে স্থানীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে। আর এই কাজে ঘাসফুল বা পদ্মফুল, কোনও দলের নেতাই কারও থেকে কম যান না।

অনেকসময় তো সমীক্ষা করতে যাওয়া কর্মীদের সঙ্গে নেতারাই চলে যাচ্ছেন 'স্পটে'। কী করতে হবে, না হবে, সেসব বলে দিচ্ছেন। শাসকদলের দিকে আঙুল তুলে ইতিমধ্যেই এনিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগও জানিয়েছে বিজেপি। ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল।

কামাখ্যাগুড়ি-১, কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে সমীক্ষকদের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও যাচ্ছেন। অন্যদিকে, ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত, মথুরা, চকোয়াখেতি, তপসিখাতা, রাজাভাতখাওয়া, মেন্দাবাড়ি, সাতালি, মহাকালগুড়ি-২, শামুকতলা, শালকুমার, ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও ছবিটা একই রকম।

জেলা বিজেপির সম্পাদক সুনীল মাহাতোর কথায়, 'সমীক্ষার কোনও নিয়ম মানা হচ্ছে না। আবাস যোজনার ঘর পেতে গেলে যে বিষয়গুলো দেখতে হয় সেটা দেখা হচ্ছে না। যাদের পাকা বাড়ি, বাইক, গাড়ি রয়েছে তাদের নাম তালিকায় থাকলেও কাটা হচ্ছে না। সবকিছু তৃণমূল নেতারাই নিয়ন্ত্রণ করছে।' জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস জানিয়েছেন, প্রয়োজন হলে এব্যাপারে লিখিত অভিযোগও করা হবে।

তবে তৃণমূল অভিযোগ মানছে না। জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদারের কথায়, 'দলের নেতা-কর্মীদের আগেই বলা হয়েছে, এটা সরকারের কাজ। দলের ভাবমূর্তি যেন না নষ্ট করা হয়।'

তবে গেরুয়া শিবিরও কম যায় না। পাতলাখাওয়ায় বিজেপির স্থানীয় নেতা সমীক্ষক দলের সঙ্গে এলাকায় যাচ্ছেন বলে অভিযোগ।

নেতারা কী করছেন? সমীক্ষকদের বলে দিচ্ছেন, কোন বাড়িতে আগে ঢুকতে হবে। নথিতে কী লিখতে হবে। তবে যদি কোনও সমীক্ষকের তথ্যে ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে তার দায় সেই সরকারি কর্মীকেই নিতে হবে, জানিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়ের কথায়, 'সমীক্ষায় কোনও জনপ্রতিনিধি বা কোনও নেতা থাকতে পারবেন না। কারও কথা শুনে সমীক্ষায় ভুল করলে তার দায় ওই কর্মীরই।'

পররপারে আবাস যোজনার সুপার সমীক্ষা করছেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। মঙ্গলবার।

প্রতিবন্ধী দিবসের ভাবনায় থিম সং প্রকাশ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : নানা উৎসব, অনুষ্ঠানের জন্য গান লেখা-গাওয়া এখন রীতি। সেই গান থিম সং হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এতদিন বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এমন কোনও থিম সং নজরে পড়েনি। সেই ভাবনাতেই লেখা হয় গান। দেওয়া হয় সুর। মঙ্গলবার সেই গান প্রকাশিত হল।

'এই পৃথিবীর দেশে বিদেশে, আছি মোরা যত ছোট কচিকাঁচা প্রাণ, আগামী দিনে যেন আমরা সবাই গড়তে পারি, এক জাতি সুমহান।' মঙ্গলবার বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে এই গান প্রকাশ্যে এল। এটি আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন বীরপাড়ার সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা-শিক্ষকদের যৌথ প্রয়াস।

বিদ্যালয় সূত্রে খবর, এক বছর আগে গানটি নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন স্কুলের গানের শিক্ষক বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গানটির লেখা ও সুর তাঁরই। সহযোগিতা করেন প্রাক্তন ছাত্র অভিজিৎ সাহা। সুর সংযোজন ও কিবোর্ড বাজিয়েছে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সঞ্জীবন বরা ও পারদুম থাপা। বেল বাজিয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির শুভঙ্কর দাস আর তৃতীয় শ্রেণির দেবাশিস খাড়িয়া। চার মিনিট ৩৪ সেকেন্ডের গানটি লেখা শুরু হয়েছিল বছর খানেক আগে। তারপর চলে সুরারোপ ও সংযোজনের কাজ। বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা গান সহ নানা বিষয়ে পারদর্শী। তারা বহু অনুষ্ঠানে বহুল প্রশংসিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। অনুষ্ঠানে এক জীবনবিমা সংস্থা থেকে পড়ুয়াদের নিরাপত্তায় প্রদেয় চারটি সিসিটিভি ক্যামেরা সহ গোটা ইউনিটি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়। তিনি দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিজয় মোক্তান বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসের পাশাপাশি ভোটদানে সমানাধিকার বিষয়ে কথা বলেন। ওই গান প্রকাশের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

গান গাইছেন দৃষ্টিহীন পড়ুয়ারা। -সংবাদচিত্র

দুই বাদক দেবাশিস খাড়িয়া ও পারদুম থাপা জানায়, তারা নানা রকম গান গায়। এই প্রথম বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয় থেকে গান লিখে সুর দিয়ে গাওয়া হল। সঞ্জীবন জানায়, গানটিতে সুর দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। গানটির লেখক তথা সংগীতশিল্পী বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আজ তাঁর মাত্রাহীন আনন্দের দিন। গত এক বছর ধরে এজন্য তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। আজ তা সার্থক হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ সুবল রায় জানান, স্কুল থেকে এই দিনটির জন্য থিম সং প্রকাশিত হওয়ায় তিনি খুবই আনন্দিত। জেলা জনশিক্ষা প্রসার আধিকারিক গৌতম মালির কথায়, 'এই বিদ্যালয়ের বাচ্চারা বিশেষভাবে সক্ষম। দৃষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতাকে পিছনে ফেলে থিম সং প্রকাশে সফল। এজন্য তাদের অভিনন্দন প্রাপ্য।'

আজ টিভিতে

বসু পরিবার – অগ্নিপরীক্ষা পর্ব সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭ সান বাংলা

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অঞ্জলি, দুপুর ২.২০ মস্তান দাদা, বিকেল ৪.৫৫ অন্যায় অত্যাচার, সন্ধ্যা ৭.৫৫ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.২৫ প্রাণের স্বামী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.৩৫ পাওয়ার, সন্ধ্যা ৭.৪৫ অন্যায় অবিচার, রাত ১০.৫৫ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি – দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.০০ মান মর্যাদা, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধ্যা ৭.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.০০ নকাব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমপূজারী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহাশ্বেতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

দুই পৃথিবী বিকেল ৪ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

কৃশ দুপুর ১.৩৯ **অ্যান্ড পিকচার্স**

লাইটস আউট রাত ৯ **সোনি পিক্স**

ফুড ফ্যাক্টরি দুপুর ১.৫৬ **ডিসকভারি**

মেডিকেল পড়ুয়ার সাফল্য

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : এনআরএস মেডিকেল কলেজে অপথালমোলজির ছাত্র নীলাব্জ দাস গোল্ড মেডেলিস্ট। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলের প্রাক্তন পড়ুয়ার এই সাফল্যে খুশি স্কুলের শিক্ষক এবং পাড়াপড়শিরা। জলপাইগুড়িবাসীকে আরও ভালো ডাক্তারি পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর নীলাব্জ।

নীলাব্জ ২০১৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। নীলাব্জর মা জলপাইগুড়ি কদমতলা প্রাথমিক বিভাগের সহ শিক্ষিকা। বাবা তনয়কান্তি দাস মুন্নাজ হ্যাপি হোমের প্রধান শিক্ষক। বাবা-মা দুজনেই ছেলের সাফল্যে গর্ববোধ করছেন। তাঁদের বিশ্বাস, নীলাব্জ ভবিষ্যতে জলপাইগুড়িতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন।

কৃতী নীলাব্জ দাস।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুভাষ কর্মকার বলেন, 'নীলাব্জ আগামীতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। শিক্ষার মানচিত্রে জলপাইগুড়ি বরাবর প্রথম সারিতে ছিল। এবার নীলাব্জ সেই মুকুটে আরেকটা পালকের মতো।' আরেক শিক্ষাবিদ আনন্দগোপাল ঘোষও একই কথা বললেন।

এআইসিটিই'র বুট ক্যাম্প

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন (এআইসিটিই) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেলের উদ্যোগে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশন ডিজাইন ও আন্ত্রাপ্রেনরশিপ বুট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশনের ডঃ ইরফানা রশিদ।

অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের স্কুলে আন্ত্রাপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম চালু করতে সাহায্য করা হবে বলে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির তরফে ইনা বোস জানিয়েছেন।

শীতে চা উৎপাদনের সময়সীমা বাড়ছে না : বাণিজ্যমন্ত্রী

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের কাছে দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে আর্থিক প্যাকেজের আর্জি জানিয়েছে চা বণিকসভা ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন (আইটিএ)। গত শনিবার গুয়াহাটিতে মন্ত্রীর সঙ্গে অসম সহ এরাজ্যের চা বণিকসভার প্রতিনিধিদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে চা রপ্তানির জন্য ড্রাই পোর্ট বা ইন্টারন্যাশনাল কনটেনার ডিপো (আইসিডি) ব্যবহারের খরচ বেড়ে যাওয়ার সমস্যার কথা তুলে ধরার পাশাপাশি টি বোর্ডের পক্ষ থেকে দেওয়া ইনসেনটিভ বৃদ্ধির আর্জি জানানো হয়। ওই বৈঠকে পীযূষ ফের গুঁড়ো চা ১০০ শতাংশই নিলামের মাধ্যমে বিক্রির নীতি চালু থাকবে বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি শীতের মরশুমে চা উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার তারিখ, হিসেবে তিনি ৩০ নভেম্বরের পক্ষেই সওয়াল করেছেন। যদিও ওই দিনক্ষণ বাড়ানোর ব্যাপারে এবার বিস্তর দাবি ছিল চা মহলের একাংশের।

এছাড়া আইটিএ'র পক্ষ থেকে পুরোনো গাছ উপড়ে ফেলে নতুন চারা রোপণ, ফ্যাক্টরির আধুনিকীকরণের মতো নানা খাতে টি বোর্ডের কাছে বাগানগুলির ভরতুকি বাবদ দীর্ঘদিন ধরে যে টাকা পাওনা রয়েছে তা দিয়ে দেওয়ার অনুরোধও করা হয়। পাশাপাশি রপ্তানিজাত দ্রব্যের ওপর কর ছাড়ের যে প্রকল্পটি রয়েছে সেটার পুনর্মূল্যায়নের দাবির কথা উঠে আসে। বিষয়টি নিয়ে ওই বণিকসভা ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছে বলে ওই বৈঠকে মন্ত্রীকে জানানো হয়। দার্জিলিংয়ের চা শিল্পের সংকট কাটাতে সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তাদের ১৭১তম রিপোর্টে বিশেষ সরকারি আর্থিক প্যাকেজের যে সুপারিশ করা হয়েছিল সেটার দ্রুত বাস্তবায়ন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

গুয়াহাটির বৈঠকে পীযূষ শীতের মরশুমের উৎপাদন বন্ধের দিন এবার প্রায় ১৫ দিন এগিয়ে নিয়ে আসার পেছনে উদ্বৃত্ত জোগানের সমস্যা দূর করাও একটি কারণ বলে জানিয়েছেন। তিনি সেখানে চা মহলকে বলেন, 'চায়ের চাহিদার ধরন নির্দিষ্ট। এতে জোগান পাঁচ শতাংশও বেড়ে দাম ২৫ শতাংশ কমে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। এছাড়া নিম্নমানের চা বাজারে চলে আসার বিষয়টি তো রয়েইছে।' মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। তবে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'সাধারণ চায়েরও পুরোটাই নিলামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হোক। তাহলে সবক্ষেত্রেই স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।' আর শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ করার সময়সীমা নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'মনে রাখতে হবে স্থান ভেদে জলবায়ুরও তারতম্য ঘটে। উত্তরবঙ্গে ডিসেম্বরেও ভালো মানের কাঁচা পাতা রয়েছে। যা এখন কেটে ফেলে দিতে হচ্ছে। এই ক্ষতিপূরণ কে দেবে?' প্রশ্ন তাঁর।

> সদর্থক আলোচনা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু আর্জি মন্ত্রীর কাছে রাখা হয়। সেসব নিয়ে পরবর্তীতে আরও বিশদে আলোচনা হবে বলে আশ্বাস মিলেছে।
>
> **অরিজিৎ রাহা,** *সাধারণ সম্পাদক, আইটিএ*

নতুন উদ্যোগ

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : বন্ধনের নতুন উদ্যোগ সেভিংস লাইফ ইনসুরেন্স প্ল্যান 'বন্ধন লাইফ আইগ্যারান্টি বিশ্বাস' প্রদত্ত প্রিমিয়ামের আড়াই গুণ পর্যন্ত গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন দেয়। সেইসঙ্গে রয়েছে ১০ গুণ প্রিমিয়ামের লাইফ কভার।

ছিটমহল আন্দোলনের স্বীকৃতি

দিনহাটা, ৩ ডিসেম্বর : চলতি বছরের ডঃ রামমনোহর লোহিয়া স্মৃতি সম্মান পাচ্ছেন ছিটমহল আন্দোলনের নেতা দিনহাটার দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। আগামী ৬ ডিসেম্বর হায়দরাবাদে ডঃ রামমনোহর লোহিয়া রিসার্চ ফাউন্ডেশনের মূল অডিটোরিয়ামে তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে। ওইদিন স্বাধীনতা সংগ্রামী বদ্রীবিশাল পিট্টির ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ও ডঃ রামমনোহর লোহিয়া রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ৭০তম প্রতিষ্ঠা বর্ষ।

১৯৯২ সাল থেকে শুরু ছিটমহল আন্দোলনে দীপ্তিমান সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ২০০৪ সালে আন্দোলনের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। ওই আন্দোলনের জেরে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই মধ্যরাতে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় সম্পূর্ণ হয়। এই সামাজিক আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্যই রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাঁকে নির্বাচিত করেছে।

মঙ্গলবার এ খবর পেয়ে খুশি দীপ্তিমান জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা সামাজিক আন্দোলনে যুক্ত ১৪ জন জীবিত ব্যক্তি এ বছর এই সম্মান পাচ্ছেন। তিনি তাঁদের একজন হতে পেরে গর্বিত। বুধবার তিনি হায়দরাবাদের উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। M : 9832387689. (C/113485)

ভর্তি

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া ও পূরণ করা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে আগামী ০৫/১২/২০২৪ থেকে ২০/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ২টার মধ্যে। প্রধান শিক্ষক। (C/113820)

ভাড়া

2 BHK Ground floor for Rent, Hakimpara, Siliguri. (M) 9832549683. (C/113495)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M - 9647610774. (C/113493)

●

ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মে Sales-এর জন্যে fresher ও Experience boys and Girls প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা Madhyamik Pass থেকে Graduate, Age 20+শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে, মাসিক আয় 14K-20K. M : 9932449348, 9609800542. (C/113816)

●

শিলিগুড়িতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও কমার্শিয়াল Licence সহ প্রাইভেট গাড়ির Driver চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। মাইনা ১৪০০০ টাকা। (M) 90025 90042. (C/113494)

অ্যাফিডেভিট

গত 03.12.24 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mintu Sha Kahar থেকে Mintu Sah হল। (C/113706)

●

আমি Sourabh Dutta পিতা Samar Dutta গত ইং 03/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট বলে Sourabh ও Sourav Dutta উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113817)

●

আমার পুত্রর জন্ম শংসা পত্র Regd No. B-2018 : 19-00379-000091 তাং 11-12-2018 এবং তার আধার কার্ড নং 36951006 1117 (ভারত সরকারের অধীনে) নাম ভুল থাকায় গত 23-10-24, সদর, কোচবিহার Executive Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পুত্র Abudulla Hossain এবং Abdullya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। Chhayed Hussain, Vill- Chhat Duherkuthi, P.O. D.K.D. Bosh, P.S. Kotwali, Dist- Coochbehar. (C/113117)

INVITING TENDER

MALDA KRISHI VIGYAN KENDRA
UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
RATUA, MALDA-732205

Sealed quotations are invited for LEASE OUT OF MANGO & LICHI ORCHARD vide Ref- Tender notification Dated : 04/12/2024

For details please visit website: https://www.maldakvk.ubkv.ac.in/notification.html

SR. SCIENTIST & HEAD
MALDA KVK

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরটি_ইএল_ডিইএন_০৩_২৪-২৫; তারিখ: ২৯-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : ডালখোলা-ডালখোলা স্টেশনে ইন্টারলকিং -এর ইআই -সিস্টেম সহ পণ্য লাইন নং. ০৫ -এর উভয় প্রান্তে সংযোগ। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য: ২১,২৩,০০২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)

PUSPA-2 : The Rule
Part-2(Hindi)
From 5th December'24
Time : 12.00, 3.40, 7.15 P.M.
Dolby Digital

NOTICE

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

The Vehicle bearing the following numbers were seized in connection with the commission of forest offences.

1	WB 73 C 7495	4	WB 73 C 9607	7	WB 73 G 2265
2	WB 73 B 1025	5	WB 73 B 1500	8	WB 73 C 0990
3	WB 73 A 9122	6	WB 71 A 6669		

Any one having any interest in the above vehicle shall make an application to the DFO Darjeeling Wildlife & Authorized Officer, Darjeeling District on or before 23rd December 2024 by Register Speed Post only. In case of non-representation against any particular vehicle, it shall be concluded that no one is party to the case and proceeding as per Indian Forest Act 1927 will be done ex-parte.

Divisional Forest Officer
Darjeeling Wildlife Division

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No-10/APD/WBSRDA/FLOODDAMAGEWORK/2024-25. Details may be seen in the state Govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

আগ্রহের প্রকাশ

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/ ২০২৩-VIII তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের সুযোগ ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৩৭টি স্টেশনে দেশিয়/স্থানীয় সামগ্রীর প্রদর্শন/বিক্রির দ্বারা ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্কিমে অংশগ্রহণ। প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশন ও শুরুর তারিখ ঃ (১) আলিপুরদুয়ার জং. (এপিডিজে)=০৩ ইউনিট, (২) নিউ আলিপুরদুয়ার (এনওকিউ) =০৪ ইউনিট, (৩) নিউ কোচবিহার (এনসিবি) =০৪ ইউনিট, (৪) ধুপগুড়ি (ডিকিউজি) =০২ ইউনিট, (৫) নিউ মাল জং. (এনএমজেড) =০২ ইউনিট, (৬) কোকরাঝাড় (কেওজে) =০২ ইউনিট, (৭) হাসিমারা (এইচএসএ) =০১ ইউনিট, (৮) ফালাকাটা (এফএলকে) =০২ ইউনিট, (৯) নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স) =০১ ইউনিট, (১০) কামাখ্যাগুড়ি (কেএমজি) =০১ ইউনিট, (১১) গুলমা (জিএলএমএ) =০১ ইউনিট, (১২) ফকিরাগ্রাম (এফকেএম) =০১ ইউনিট, (১৩) বিন্নাগুড়ি (বিএনকিউ) =০১ ইউনিট, (১৪) দলগাঁও (ডিএলও) =০১ ইউনিট, (১৫) দিনহাটা (ডিএইচএইচ) =০১ ইউনিট, (১৬) চালসা (সিএলডি) =০১ ইউনিট, (১৭) নাগ্রাকাটা (এনকেবি) =০১ ইউনিট, (১৮) বানরহাট (বিএনকিউ) =০১ ইউনিট, (১৯) কোচবিহার (সিওবি) =০১ ইউনিট, (২০) বামনহাট (বিএক্সটি) =০১ ইউনিট, (২১) তুফানগঞ্জ (টিএফজিএন) =০১ ইউনিট, (২২) মাথাভাঙা (এমএইচবিএ) =০১ ইউনিট, (২৩) গোসাইগাঁও হাট (জিওজিএইচ) =০১ ইউনিট, (২৪) উদালবাড়ি (ওডিবি) =০১ ইউনিট, (২৫) হ্যামিলটনগঞ্জ (এইচওজে) =০১ ইউনিট, (২৬) গোলকগঞ্জ (জিকেজে) =০১ ইউনিট, (২৭) বাগরাকোট (বিআরকিউ) =০১ ইউনিট, (২৮) মাদারিহাট (এমডিটি) =০১ ইউনিট, (২৯) রাজাভাতখাওয়া (আরভিকে) =০১ ইউনিট, (৩০) দেওয়ানহাট (ডিডব্লিউটি) =০১ ইউনিট, (৩১) ধুবড়ি (ডিবিবি) =০১ ইউনিট, (৩২) আলিপুরদুয়ার (এটিএম) =০১ ইউনিট, (৩৩) শালবাড়ি (এসএক্সএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৪) নিউ চ্যাংরাবান্ধা (এনসিবিডি) =০১ ইউনিট, (৩৫) ঘোসকাডাঙা (জিডিএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৬) সালাকাটি (এসএলকেএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৭) বাসুগাঁও (বিএসজিএন) =০১ ইউনিট, ৩৭টি স্টেশনে মোট ৪৯ ইউনিট। ইওআই ফর্ম ইস্যুর শুরুর তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪, আবেদন জমা করার জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)-এর কার্যালয়, অফিস/সিনি. ডিসিএম/চেম্বার, আলিপুরদুয়ার জং.-এ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ইওআই বক্স রাখা থাকবে এবং ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় ইওআই বক্স খোলা হবে। উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এন. এফ. রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in-এ ইওআই নথিও পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Recruitment Notice

Application invited for **Asst. Teacher-(01 post for female)** in the SMPS, 17 Bn SSB Falakata on temporary basis which is liable to be terminated any time by the competent authority. Eligible and interested female candidates should walk in interview on **11.12.2024 at 1100 Hrs** at 17 Bn alongwith application duly typed on full size plain paper with 02 passport size photograph with attached copies of testimonies i.e., Educational qualification, Date of birth, I.D proof/Aadhar Card, Residential Proof addressed to The Chairman, Shishu Mandir Primary School, STC, 17 Bn SSB, Falakata, P.O.-Falakata, Dist-Alipurduar (WB) Pin-735211. **Educational Qualification:-** Bachelor Degree from recognized university. (B.Ed will be preferred) (Higher Education holder candidates will be given priority) **Terms and conditions:-** She will be Governed by the rules and regulations framed by the managing committee SMPS. Monthly honorarium-Rs. 6,600/-.

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধু উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আর্থিক চাপের মধ্যে থাকতে হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ আজ নয়। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। **মিথুন :** শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। কোমর নিয়ে ভুগতে হতে পারে। **কর্কট :** অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর খারাপ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদকে সবাই সমর্থন জানাবে। অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। **তুলা :** মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা চললেও চিকিৎসায় সুফল মিলবে। ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কেটে যাবে। বন্ধুর সঙ্গে অকারণে ঝামেলা। **ধনু :** নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নিজের কথার ভুলে হওয়া কাজ বিগড়ে যেতে পারে। **মকর :** পরিবার নিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। **কুম্ভ :** নিজের লাভের জন্য কিছু করতে গিয়ে হতাশ হবেন। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেম বা বৈবাহিক জীবনে একটু সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৮ অঘোন, সংবৎ ৩ মার্গশীর্ষ সুদি, ১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১২। ২৮। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৩। গণ্ডযোগ দিবা ২।৪৮। গরকরণ দিবা ১২। ২৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।২০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১০।৮ মধ্যে ও ১১।২৮ গতে ১২।৪৮ মধ্যে। শুভকর্ম-দিবা ১২।৪৮ মধ্যে দীক্ষা জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিভাবকত্বের জটে দুই শিশুর ভবিষ্যৎ

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : তাদের তো এখনও বোধবুদ্ধি কিছুই হয়নি। তাদের নিয়ে বাইরে যে এতকিছু ঘটে চলেছে, সেকথা বোঝার মতো ক্ষমতাও হয়নি। এদিকে, উদ্ধার করা দুই নবজাতককে নিয়ে চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে আলিপুরদুয়ারের সিডব্লিউসি ও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। কারণ অভিভাবক নিয়ে জট কাটছে না কারও।

একজনকে উদ্ধার করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার শহর থেকেই। আরেকজনের বাড়ি যে কোথায়, সেটাই তো স্পষ্ট নয়। দুই শিশুর ক্ষেত্রেই আগ্রহ দেখাচ্ছেন না অভিভাবকদের কেউ। আপাতত দুজনেরই চিকিৎসা চলছে জেলা হাসপাতালে। চিকিৎসক, নার্স সহ অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারিতে রয়েছে সেই দুই শিশু।

গত মাসের ১৫ তারিখ বিহার থেকে হাতবদল হয়ে আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে এসে পৌঁছেছিল এক শিশু। সেই শিশুটির পরিবারের কোনও হদিস নেই। অন্যদিকে, দিনদুয়েক আগে আলিপুরদুয়ার জংশনের নর্থপয়েন্টের তালতলা থেকে উদ্ধার করা হয় ছয়দিনের একটি শিশুকে। সেই শিশুর পরিবারেরও খোঁজ করছে সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ। নভেম্বরের ১৫ তারিখ বিহার থেকে হাতবদল হয়ে আসা ছয়দিনের সেই শিশুর বয়স এখন ২৪ দিন। অন্যদিকে, ৩০ তারিখ জংশন থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটির বয়স মাত্র নয়দিন।

বিহার থেকে নিয়ে আসা শিশুটির শারীরিক অবস্থা তো প্রথমদিকে খুবই সঙ্গিন ছিল। ডাক্তাররা রীতিমতো চিন্তিত ছিলেন তার ভবিষ্যৎ নিয়ে। বর্তমানে সেই শিশুর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তবে জংশন থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটি এখনও সংকটাপন্ন।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, ‘আগের শিশুটি কিছুটা সুস্থ হয়েছে। তবে ৩০ নভেম্বর জংশন থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটির এখনও বিপদ কাটেনি।’ তবে দুই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চেষ্টার কোনও খামতি নেই। হাসপাতালে একটি বিশেষ

> আমরা দুই শিশুকে নিয়ে গভীর চিন্তায় রয়েছি। বিহার থেকে নিয়ে আসা ওই শিশুর আসল অভিভাবকের খোঁজ করছি। অন্যদিকে জংশন থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটির পরিবার ও আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।
>
> **- অসীম বোস**
> চেয়ারম্যান, সিডব্লিউসি

দল গঠন করে দুই শিশুর চিকিৎসা চলছে। নজরদারি রয়েছে। দুই শিশুর খাবারের কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। সেইসঙ্গে এগিয়ে এসেছেন হাসপাতালে ভর্তি থাকা অন্য প্রসূতিরাও। তাঁরাই নিজের সন্তানের পাশাপাশি এই দুই শিশুকেও বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সুপার বলেন, ‘আমরা সিডব্লিউসি এবং পুলিশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।’

৩০ নভেম্বর জংশনের তালতলা থেকে যে শিশুটিকে উদ্ধার করা

দুই খুদে

- নভেম্বরের ১৫ তারিখ বিহার থেকে হাতবদল হয়ে এসেছিল শিশু
- তখন তার বয়স ছিল ৬ দিন
- এখন সেই শিশুর বয়স ২৪ দিন
- ৩০ তারিখ জংশন থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল একটি শিশুকে
- তখন তারও বয়স ছিল ৬ দিন
- এখন তার বয়স ৯ দিন

হয়েছে, তার অভিভাবকদের খোঁজ করছে সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে, এক বিশেষভাবে সক্ষম অবিবাহিত তরুণী এক আত্মীয়ের বাড়িতে ২৫ নভেম্বর রাতে ওই শিশুটি প্রসব করেন। শিশুর জন্মের পরেই ওই তরুণী আত্মীয়ের বাড়িতেই শিশুটিকে ফেলে রেখেই অন্যত্র চলে যান।

জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ওয়ার্ড।

এখনও ওই তরুণীর খোঁজ পায়নি সিডব্লিউসি। যদিও ওই শিশুর অন্য আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সিডব্লিউসি কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, বিহার থেকে নিয়ে আসা সেই শিশুর আসল বাবা-মায়ের এখনও কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। যে দম্পতি শিশুটিকে নিয়ে এসেছিল জেলা হাসপাতালে, তারা তো উধাও। আর সেই শিশুর আসল মা বলে পরিচয় দিয়ে বিহার থেকে এক মহিলা এসেছিলেন। তিনিও কোনও নথিপত্র পেশ করতে পারেননি। তাই ওই মহিলাকেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সিডব্লিউসি’র চেয়ারম্যান অসীম বোস বলেন, ‘আমরা দুই শিশুকে নিয়ে গভীর চিন্তায় রয়েছি। বিহার থেকে নিয়ে আসা ওই শিশুর আসল অবিভাবকের খোঁজ করছি। অন্যদিকে, জংশন থেকে উদ্ধার হওয়া শিশুটির পরিবার ও আত্মীয়পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি।’

সরব সুমন ও প্রকাশ

বিধানসভায় ‘মডেল ভিলেজ’

শালকুমারহাট, ৩ ডিসেম্বর : এবার জলদাপাড়া গ্রামকে পর্যটনের ‘মডেল ভিলেজ’ হিসেবে গড়ে তোলার দাবি উঠল বিধানসভায়। দাবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই গ্রামের নামে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নামকরণ। কিন্তু জঙ্গল নির্ভর পর্যটনে এখনও অনেকটা পিছিয়ে এই গ্রাম। বিধায়কের কথায়, ‘আমিই প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে জলদাপাড়াকে পর্যটনে মডেল ভিলেজ করার দাবি তুলে ধরি। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীও পরিবেশবান্ধব গ্রামকেন্দ্রিক পর্যটন প্রসারে জোর দিয়েছেন।’ তাঁর সংযোজন, ‘পর্যটনমন্ত্রীও বিষয়টি জানেন। তাই আগামীতে জলদাপাড়া গ্রাম পর্যটনে গুরুত্ব পাবে।’ বিধায়কের এই দাবিতে আশার আলো দেখছেন শালকুমারহাটবাসী।

গত কয়েকবছরে জলদাপাড়া থেকে উত্তর-দক্ষিণে বয়ে যাওয়া শিসামারা নদীর বাঁধের তীরে বেশ কয়েকটি রিসর্ট তৈরি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এইসব রিসর্ট প্রকৃত হোমস্টে নয় এবং অধিকাংশ রিসর্ট মালিকই বাইরের। মডেল ভিলেজ করতে হলে স্থানীয়দের নিয়ে প্রকৃত হোমস্টে তৈরি করতে হবে।

জলদাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা সীতারাম ছেত্রী বললেন, ‘বিধায়ক ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ। তবে এই গ্রামের অনেক তরুণ এবং মাঝবয়সি পেটের টানে ভিনরাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক। স্থানীয় কারওর বাড়িতে প্রকৃত অর্থে হোমস্টে গড়ে ওঠেনি। তাই মডেল ভিলেজ করতে হলে স্থানীয়দের প্রয়োজনে সরকারি ঋণ দিয়ে হোমস্টে গড়ে তুলতে হবে। তবেই পর্যটন ব্যবসার প্রসার ঘটবে এবং স্থানীয়দের কর্মসংস্থান হবে।’ মডেল ভিলেজের মাধ্যমে এলাকার আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নতির কথা বললেন তৃণমূলের শালকুমার-১ অঞ্চল সভাপতি দিলীপ বর্মনও।

রাজ্যসভায় দাবি দুই আরওবি’র

বীরপাড়া ও কামাখ্যাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বীরপাড়া এবং কামাখ্যাগুড়িতে দুটি আরওবি তৈরির দাবিতে ৮ অগাস্টের পর মঙ্গলবার ফের রাজ্যসভায় সরব হলেন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। এদিন রাজ্যসভায় প্রকাশ জানান, বীরপাড়া এবং কামাখ্যাগুড়িতে দুটি লেভেল ক্রসিংয়ের জায়গায় আরওবি তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি।

দাবির সপক্ষে প্রকাশ বলেন, ‘বীরপাড়ায় একটি রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল এবং কামাখ্যাগুড়িতে গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। অথচ রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়ছে অ্যাম্বুল্যান্স। অনেক রোগী অ্যাম্বুল্যান্সেই মারা গিয়েছেন।’ অ্যাপ্রোচ রোডের জমি সংক্রান্ত সমীক্ষার রিপোর্ট রেলমন্ত্রককে দেওয়া হয়েছে বলেও জানান প্রকাশ। পাশাপাশি, বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি স্থানান্তরের দাবিও তোলেন তিনি।

কুমারগ্রাম বিধানসভাকেন্দ্রের কামাখ্যাগুড়ি-ঘোড়ামারা রেলগেট এলাকায় রেলওয়ে ওভারব্রিজের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রকাশের বক্তব্য নিয়ে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ বলেন, ‘আমিও চাই অতি দ্রুত ওভারব্রিজ হোক।’ কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহা রাজ্যসভায় প্রকাশের ওভারব্রিজের দাবির প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, ‘প্রকাশবাবু দীর্ঘদিন থেকেই ওভারব্রিজের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।’

পাশাপাশি, বীরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে লোকালয়ে ডলোমাইটের কারবারে স্থানীয়রা ক্যানসারের মতো মারণব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন প্রকাশ। প্রশাসন এ নিয়েও রিপোর্ট জমা দিয়েছে, জানান তিনি। প্রসঙ্গত, উপনির্বাচনে জিতলে আরওবি তৈরি এবং ডলোমাইট সমস্যা মেটাতে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছিল তৃণমূল। তবে রেলমন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু আগেভাগেই ওই দুটি ইস্যুতে রেলমন্ত্রকের ওপর চাপ বাড়িয়ে রাখলেন সাংসদ তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ।

কুয়াশার সুযোগে বাড়ছে গোরু চুরি

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই গোরু চুরি শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারে। সোমবার রাতে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীরঝাড় এলাকার তিনটি বাড়ি থেকে ছয়-সাতটি গোরু চুরি হয়। আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। শীতের রাতে কুয়াশার কোথায় কোন গোরু চুরি করা হবে, তা ঠিক হওয়ার পরই কোচবিহার থেকে মালবাহী গাড়িতে আলিপুরদুয়ার চলে আসে দুষ্কৃতীরা। কুয়াশার রাতে গাড়ির আলো বন্ধ করে রাখা হয়। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে গাড়ি অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর গোরু চুরি করে সেগুলিকে গাড়ির সামনে আনা হয়। গাড়িতে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। গোরু তোলা হয়ে গেলে

> সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি গোয়াল থেকে তিনটি গাভী উধাও। তালা ভাঙা রয়েছে। খোঁজ নিয়েও গোরু পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। তিনটি বাড়ি থেকে গোরু চুরি হয়েছে। আমার বাড়ি থেকেই দু’বার গোরু চুরি হল।
>
> **চন্দন রায়**
> গোরুর মালিক

কীভাবে সাফাই

- কোচবিহার থেকে মালবাহী গাড়ি নিয়ে আলিপুরদুয়ার চলে আসে দুষ্কৃতীরা
- কুয়াশার রাতে গাড়ির আলো বন্ধ করে রাখা হয়
- নির্দিষ্ট জায়গা থেকে গাড়ি অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে
- তারপর গোরু চুরি করে সেগুলিকে গাড়ির সামনে আনা হয়
- গাড়িতে তোলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকে

আড়ালে গোরু চুরি নতুন নয়। গত কয়েকদিনে তপসিখাতা, বঞ্চুকামারি এলাকার একাধিক জায়গায় গোরু চুরির ঘটনা ঘটেছে।

গোরু চুরির পর একবার কোচবিহার সীমান্তে পৌঁছাতে পারলেই পুলিশের জালে ধরা পড়ার ভয় থাকে না। তাই সীমান্ত এলাকাতেই এই বাড়বাড়ন্ত বলে মনে করছেন অনেকে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, ‘বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।’

বিশেষ করে কোচবিহার সীমানা এলাকাতেই এই চুরির ঘটনা বেশি ঘটছে। রাতের অন্ধকারে কোচবিহার থেকে পকেট রুট দিয়ে সহজেই আলিপুরদুয়ার সীমানা এলাকায় ছোট মালবাহী গাড়ি প্রবেশ করে। পকেট রুটে সিসিটিভি ক্যামেরা, পুলিশের নজরদারি কম। তাই এমন রাস্তা ব্যবহার করা হয়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, চম্পট দেয় গাড়ি।

চন্দন রায় নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ‘সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি গোয়াল থেকে তিনটি গাভী উধাও। তালা ভাঙা রয়েছে। খোঁজ নিয়েও গোরু পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। তিনটি বাড়ি থেকে গোরু চুরি হয়েছে। আমার বাড়ি থেকেই দু’বার গোরু চুরি হল।’ তবে এই গোরু চুরির পিছনে স্থানীয় লোকজন যুক্ত রয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। তাঁদের ধারণা, দিনেরবেলা রেইকি চলে। কোথায় কয়টি গোরু রাখা হয়, তা জানার পর রাতে অভিযান চলে। গ্রামীণ এলাকায় বেশিরভাগ বাড়িতে সীমানা প্রাচীর নেই। আর সেই সুযোগে গোরু চুরি করা সহজ হয়। তবে চুরির সময় গোরু কেন শব্দ করে না, তা নিয়েও ধোঁয়াশায় রয়েছেন স্থানীয়রা।

ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে ডিএমের কাছে সৌরভ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স উৎসবের আয়োজনে কী সমস্যা, তা নিয়ে মুখ খুলছে না উৎসব কমিটির কেউ। তবে এখনও অবধি উৎসবের কোনও তোড়জোড়ও নজরে পড়ছে না শহরবাসীর। তাই শহরজুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে গিয়েছে যে এবছর ডুয়ার্স উৎসব নাও হতে পারে। মঙ্গলবার ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে জেলা শাসককে একটি চিঠি দিয়েছেন উৎসব কমিটির সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী। তাঁর আবেদন, উৎসবের আয়োজনে জেলা প্রশাসন সাহায্য করুক। তবে আয়োজনে সমস্যা কী, তা কিন্তু খোলসা করে বলছেন না সৌরভ।

সৌরভ বলেন, ‘আমি চাই ডুয়ার্স উৎসব করা হোক। তাই আমি জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছি। আমি জেলা শাসকের কাছে আবেদন করেছি যে ডুয়ার্সের ২১টি জনজাতি সহ ৫ হাজার শিশুশিল্পী এবং আড়াই হাজার লোকশিল্পী এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি গত ডুয়ার্স উৎসবে ৭০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে। উৎসব বন্ধ হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শিল্পী মহলও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই জেলার মানুষের স্বার্থে এই উৎসব করা উচিত।’

অন্যদিকে, এদিন ডুয়ার্স উৎসবের দাবি জানিয়ে শহরের ১৩টি সংগঠনের তরফে জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। সেই স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচির সঙ্গে শহরের বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বাসিন্দারাও উপস্থিত ছিলেন। আলিপুরদুয়ার চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ দে বলেন, ‘এদিন ১৩টি সংগঠনের তরফে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। জেলার মানুষ চাইছেন এই উৎসব যাতে বন্ধ না হয়।’ তবে উৎসব বন্ধ হবে বলে খবর এল কোথা থেকে, সেব্যাপারে তিনিও স্পষ্ট করে কিছু বলেননি।

এদিন শহরের একটি বেসরকারি স্কুলে আলিপুরদুয়ার সাংস্কৃতিক মঞ্চ নামের একটি সংগঠনের সদস্যরা ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বৈঠক করেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বুধবার সকালে জেলা শাসকের কাছে উৎসবের আয়োজনের দাবি জানাবেন। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য পরিতোষ সাহা সহ অন্যরা। পরিতোষ বলেন, ‘যদি প্রশাসন জানিয়ে দেয় যে এবছর ডুয়ার্স উৎসব হবে না, তবে আমরাই একটা উৎসবের আয়োজন করব।’ এদিনের বৈঠকে শ-খানেক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেঘেদের দেশে।। তিনচুলেতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের দেবশ্রী ভাদুড়ি।

রাস্তায় ছড়ানো বালি, স্টোন চিপসে বিপদ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : ট্রাক বা ট্রলিতে নিয়ে যেতে গিয়ে বালি বা স্টোন চিপস রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকায় ক্রমশ দুর্ঘটনা বাড়ছে এথেলবাড়ির ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে।

মহাসড়কে অবৈধভাবে বালি পরিবহণ। এথেলবাড়িতে।

এর ফলে প্রায়শই হড়কে যাচ্ছে মোটরবাইকের চাকা। এথেলবাড়ির এই মহাসড়কটি বরাবরই দুর্ঘটনাপ্রবণ। যেখানে সেখানে স্টোন চিপস এবং বালি ছড়িয়ে থাকায় সেটি আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। তার সঙ্গেই প্রশাসনের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বীরপাড়ার ট্রাফিক ওসি সিজান মোচারি অবশ্য জানান, ওই এলাকার বেশিরভাগ অংশ ফালাকাটা থানার অন্তর্গত। এথেলবাড়ির বীরপাড়া থানা এলাকায় নজরদারি চলছে। এবিষয়ে নজরদারির আশ্বাস দিয়েছেন ফালাকাটার আইসি সমিত তালুকদারও।

ডিমডিমা নদী থেকে বালি, বজরি তুলে ট্রাক, ট্রলিতে করে এথেলবাড়ি হয়ে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হয়। আবার ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি ক্র্যাশার ফ্যাক্টরিও রয়েছে। সেগুলি থেকে স্টোন চিপস বিভিন্ন এলাকায় যায়। বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাক বা ট্রলি থেকে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে বালি এবং স্টোন চিপস।

নিয়ম অনুযায়ী এগুলি গাড়ি করে ঢেকে নিয়ে যাওয়ার কথা। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করেন না ব্যবসায়ী বা গাড়িচালকরা কেউই। ঢেকে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বালি স্টোন চিপসের গাড়ি রীতিমতো ওভারলোড করে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাদারিহাটের হলং থেকে এথেলবাড়ি পর্যন্ত ওই মহাসড়কটি অত্যন্ত দুর্ঘটনাবহুল। বিশেষ করে আগে এই এলাকায় বেশ কয়েকটি মোটরবাইক দুর্ঘটনায় কয়েকজনের প্রাণ চলে গিয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনা প্রায় রোজই ঘটে।

ডিমডিমার বাসিন্দা হীরু তালুকদার বলেন, ‘ঢাকা দিয়ে না নিয়ে যাওয়ার ফলে স্টোন চিপসের গুঁড়ো এবং বালি বাতাসে ভাসতে থাকে। বালিবোঝাই ট্রাকের পিছনে তখন মোটরবাইক চালানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। তার উপর রাস্তায় পড়ে থাকলে তো দুর্ঘটনা ঘটবেই।’

আরেক বাসিন্দা আনিস পারভেজ বলেন, ‘স্টোন চিপস এবং বালি পরিবহণের সময় ঢেকে রাখলে সমস্যা কমবে। কারণ রাস্তায় ছড়িয়ে থাকলে মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চালক এবং ব্যবসায়ীরা নিয়ম ভাঙায় দুর্ঘটনার পাশাপাশি এলাকায় দূষণও বাড়ছে।’

বিডিও অফিসে বিক্ষোভ

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : আবাস যোজনায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে মাদারিহাট-বীরপাড়ার বিডিওর দ্বারস্থ হলেন বীরপাড়ার সারদাপল্লির শ-খানেক দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা। মঙ্গলবার মাদারিহাটে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রকৃত দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম বাদ গিয়েছে আবাসপ্রাপকদের তালিকা থেকে। মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাসিয়ার নেতৃত্বে প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বীরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় আবাস যোজনা সংক্রান্ত ‘রি-ভেরিফিকেশন’ করে। বিডিও বলেন, ‘তালিকায় যাঁদের নাম নেই তাঁরা পুনরায় আবেদন করতে পারেন। পরবর্তীতে ওই বাড়িগুলিতে ফের সমীক্ষা করা হবে। তবে এই মুহূর্তে কিছু করার নেই।’

ক্যাম্পে পুলিশকর্মী বাড়ানোর দাবি

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পটি শিলবাড়িহাট বাজারে অবস্থিত। গত কয়েক মাস ধরে এই শিলবাড়িহাট ও পলাশবাড়ি এলাকায় একের পর চুরির ঘটনা ঘটেছে। তাই এই ক্যাম্পে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে সেই দাবির কথা জানিয়েছে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি।

শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, ‘পলাশবাড়ি পুলিশ ক্যাম্পে পাঁচজন কনস্টেবল সহ মোট ছয়জন পুলিশকর্মী থাকার কথা। এই ছয়জনের মধ্যে এখন একজন কম রয়েছেন। এই এলাকায় মাঝেমধ্যেই অসামাজিক কার্যকলাপ, চুরির ঘটনা ঘটে। তাই এখানে পুলিশকর্মী বাড়ানোর আবেদন করা হল।’ তাঁর সংযোজন, ‘এদিন মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর সঙ্গে দেখা হয়নি। তবে পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে আমাদের লিখিত দাবির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়েছে।’

সম্প্রতি পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে চুরির ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি থাকা সত্ত্বেও রাতভর স্কুলে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। কয়েক মাস আগেও পলাশবাড়ি, মেজবিল এলাকায় বেশ কয়েকটি দোকানে চুরি হয়। এসব কারণেই এখানে পুলিশকর্মীর সংখ্যা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

রাসমেলার প্রস্তুতি শামুকতলায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৩ ডিসেম্বর : একসময় রাসপূর্ণিমার দিন অর্থাৎ কোচবিহার রাসমেলা শুরুর দিন থেকেই বসত শামুকতলা রাসমেলা। কিন্তু পরবর্তীতে সেই মেলা পিছিয়ে আনা হয় ডিসেম্বরে। তার অন্যতম কারণ, প্রতিবছর যে সময় কোচবিহার রাসমেলা হয় তখন স্কুল-কলেজ পড়ুয়ারা মূলত ব্যস্ত থাকে পরীক্ষা নিয়ে।

এছাড়া একই সময় কোচবিহারের রাসমেলা চলায় এই মেলায় জনসমাগমও কিছুটা কম হয়। তেমনই দোকানপাট সহ অন্যান্য জয়রাইড কোচবিহারে থাকায় শামুকতলার রাসমেলায় তাদের পাওয়া মুশকিল। তাই গত ১০ বছর ধরে কোচবিহার রাসমেলা শেষ হওয়ার পর ডিসেম্বর আয়োজিত হয় শামুকতলার রাসমেলা। বড়দিনের মরশুমে এলাকায় মেলা চলায় খুশির বাঁধ ভাঙে খুদেদের।

আগামী ৫ ডিসেম্বর থেকে ধানহাটি প্রাঙ্গণে শামুকতলা রাজদূত

শামুকতলার ধানহাটিতে রাসমেলার প্রস্তুতি।

ক্লাবের রাসমেলা শুরু হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পা রাখা এই মেলার তাই জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে। সেখানে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে শামিল হচ্ছে রাসমেলা কমিটি। মেলা শুরুর আগেই গত বুধবার সেখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল কর্তৃপক্ষ। মেলায় কলকাতার নামী গানের ব্যান্ড আসবে। এছাড়া শীতবস্ত্র বিতরণ সহ নানান কর্মসূচি নিয়েছে তারা।

রাসমেলা কমিটির সভাপতি প্রণব ঘোষ জানান, ‘শামুকতলার রাসমেলা প্রতিবছরই নানান ভাষা-জাতি-ধর্মের এক মিলনস্থল হয়ে ওঠে। মেলার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছি। ইতিমধ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।’

কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, প্রতিবছরের মতো এবারও কোচবিহারের রাসমেলা শেষ হওয়ার পরেই শামুকতলায় মেলা বসছে। সম্পাদক সুরোজ প্রধানের কথায়, ‘রাসমেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছি। নাগরদোলা, ব্রেক ডান্স, ম্যাজিক শো, মৃত্যুকূপ, রকমারি খেলনা ও খাবারের দোকান বসছে মেলায়। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা বেশ কিছু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করছি। ১৬ দিন ধরে চলবে এই মেলা।’

তপ্ত ওপার, এপারে ইসালে সওয়াবে সম্প্রীতি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্বপন রায় কয়েক বছর আগে শিলবাড়ি ঘাটপাড়ের মাজারে মানত করেছিলেন। সেই মানত এবার পূরণ হয়েছে। তিনি আবার ইসালে সওয়াব উৎসব কমিটির সদস্যও। স্বপন কিন্তু একা নন, তাঁর মতো অনেকেই উৎসব কমিটির বিভিন্ন পদে রয়েছেন।

প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে যখন ধর্মীয় সংঘাত চরমে। তখন এপার বাংলায় সম্প্রীতির সুর বাজছে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ মজিবুল হক জানালেন, এটাই এখানকার ঐতিহ্য। তাঁর কথায়, ‘এখানকার ধর্মীয় সভায় সব ধর্মের বিষয়ে আলোচনা হয়। একসঙ্গে সবার বসবাস। তাই আমরা যেমন কালীপুজোয় সহযোগিতা করি। তেমনি আমাদের মাজারে প্রার্থনা করেন হিন্দুধর্মের মানুষ।’

আলোয় উজ্জ্বল শিলবাড়ি ঘাটপাড়ের মাজার।

এবার ফাল্গুন মাসে রমজান মাস। তাই শিলবাড়ি ঘাটপাড়ের ইসালে সওয়াব এগিয়ে আনা হয়েছে। বুধ এবং বৃহস্পতিবার এই উৎসবকে কেন্দ্র করে চলবে মেলা। এই এলাকার দুই ধর্মের মানুষই বিশ্বাস করেন, ধর্ম যার যার হতে পারে, উৎসব সবার। তাই ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকলে ঘাটপাড়ের মাজারে প্রার্থনা করেন।

> এখানকার ধর্মীয় সভায় সব ধর্মের বিষয়ে আলোচনা হয়। একসঙ্গে সবার বসবাস। তাই আমরা যেমন কালীপুজোয় সহযোগিতা করি। তেমনি আমাদের মাজারে প্রার্থনা করেন হিন্দুধর্মের মানুষ।
>
> **মজিবুল হক**
> *কোষাধ্যক্ষ, ইসালে সওয়াব উৎসব কমিটি*

এবারের ইসালে সওয়াব ১৭তম বর্ষে পা দিল। এই উৎসবের সঙ্গে হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের যোগসূত্র রয়েছে। হুজুর সাহেবের বংশধর নজরুল হক বেশ কয়েকবার শিলতোর্ষা নদীর তীরে এসেছিলেন। এখানে বসবাস করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর শেষকৃত্য এখানেই সম্পন্ন করা হয়। নজরুল হকের কবরের ওপরে গড়ে ওঠে মাজার। সেখানে বুধ এবং বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত চলবে ধর্মীয় আলোচনা সভা। বৃহস্পতিবার বিকেল চারটে নাগাদ শুরু হবে দোয়া বা প্রার্থনা।

শিলতোর্ষা নদীর পশ্চিম তীরের জনবসতিতে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের বসবাস রয়েছে। ফলে কালীপুজো হোক বা ইসালে সওয়াব, সবেতেই ঐক্যের দৃশ্য দেখা যায়। স্থানীয় গোপাল অধিকারীর কথায়, ‘মাজারে প্রার্থনা করে হিন্দুদের অনেকের মনের বাসনা পূরণ হয়েছে। সেজন্য ইসালে সওয়াবের সময় মাজারে গিয়ে মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করা হয়। তেমনি ধর্মীয় আলোচনাও শোনা হয়।’

মঙ্গলবার দেখা গেল, বাইরে থেকে প্রচুর দোকান এসেছে। দোকানদারদেরও অনেকে হিন্দু। মেজবিলের জয়ন্ত রায় বলেন, ‘আমি প্রতি বছর এখানকার মেলায় ফাস্ট ফুডের দোকান দিই। বিক্রিও ভালো হয়। তাই এবারও দোকান দেব।’ মেলায় হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে।

ইসালে সওয়াব কমিটির প্রতিনিধি স্বপন রায়ের কথায়, ‘এখানে কেউ ধর্ম দেখে না। সবাই মিলে মাজারে প্রার্থনা করি। উৎসব কমিটির সঙ্গেও যুক্ত রয়েছি।’ কমিটির আরেক সদস্য বিনোদ সরকার জানালেন, এখানকার কালীপুজোতেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই ঐতিহ্য যেন ভবিষ্যতেও বজায় থাকে, সেই আশাই করছেন মজিবুল-বিনোদরা।

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। মঙ্গলবার হ্যামিল্টনগঞ্জে।

ফের লোকালয়ে হাতি, আতঙ্কে হ্যামিল্টনগঞ্জ

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহের ব্যবধান। ২৫ নভেম্বরের পর ফের হাতির দল ঢুকল হ্যামিল্টনগঞ্জে। হাটখোলার পর উত্তর লতাবাড়ি ও রবীন্দ্রনগর এলাকায় সোমবার রাতে হাতির দল ঢুকে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তিনটি হাতি দেখা গিয়েছিল রাতে। তিনটিই দাঁতাল। বাড়িঘর, দোকানপাট ভেঙে খাদ্যসামগ্রী সাবাড় করে দাঁতালের দলটি। এলাকাবাসীর দাবি, হাতির হামলা বন্ধ করতে বন দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করলে তাঁদের গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। তাঁরা দ্রুত হাতির হানা রুখতে পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।

হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মুদি দোকানদার হরিশ সরকার আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘সোমবার সন্ধ্যায় দোকানে নতুন সামগ্রী এনেছি। প্রায় ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী খেয়ে সাবাড় করেছে। হাতির হানা টের পেয়ে তিন-চারজন ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু হাতির সামনে যেতে পারিনি। চোখের সামনেই দোকান গুঁড়িয়ে দিল তিনটি হাতি। বনকর্মীরা যতক্ষণে এসে পৌঁছান ততক্ষণে সব শেষ।’

যদিও হ্যামিল্টনগঞ্জের রেঞ্জ অফিসার অর্ণব দাসের বক্তব্য, ‘ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়মে ক্ষতিপূরণ পাবেন। হাতির হামলার খবর পেলেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতি তাড়ান বনকর্মীরা। এলাকায় টহলদারি বাড়ানো হবে।’

উত্তর লতাবাড়ি গ্রামে প্রথমে হাতির দলটি ঢুকেছিল। স্থানীয় বাসিন্দা দুর্গা মুন্ডার বাড়ির রান্নাঘরের দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। দুর্গা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। হামলার সময় বাড়িতে ছিলেন তাঁর স্ত্রী প্রিয়াংকা ও তাঁদের পাঁচ বছরের সন্তান। প্রিয়াংকা হাতির হামলা টের পেয়ে মেয়েকে নিয়ে কোনওরকমে বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। আরেক গ্রামবাসী মাঙ্গরা ওরাওঁয়ের বাড়িও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হাতির হামলায়। সেখানে তাড়া খেয়েই হাতির দলটি ঢুকে পড়ে পার্শ্ববর্তী রবীন্দ্রনগরে। রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ হাতির হামলার খবর পেয়ে হরিশ সহ কয়েকজন বাসিন্দা বাড়ি থেকে দোকানের দিকে আসেন। খবর পেয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ ও নিমতি রেঞ্জ থেকে বনকর্মীরাও ঘটনাস্থলে আসেন। যদিও ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে। হাতির দলটি হামলা চালায় স্থানীয় ব্যবসায়ী হরিশ সরকারের মুদির দোকানে। পাকা দোকানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে দাঁতালদের হামলায়। দোকানের খাদ্যসামগ্রীর প্রায় সবটাই খেয়ে সাবাড় করেছে বুনোরা। হরিশের অভিযোগ, ‘সময়মতো বনকর্মীরা এলে হয়তো এতটা ক্ষতি হত না।’ একই অভিযোগ উত্তর লতাবাড়ির বাসিন্দা প্রিয়াংকারও।

উত্তর লতাবাড়ির বাসিন্দা জিতু বাগওয়ারের অভিযোগ, ‘প্রায় রাতেই তাঁদের গ্রামে হাতি ঢুকছে। জমির ফসল খেয়ে সাবাড় করছে। স্থানীয়দের বাড়ি ভাঙছে। সোমবার রাতে কয়েকটি বাড়ি ভাঙা ছাড়াও এলাকার একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের জানলা ভেঙেছে হাতির হামলায়।’

একনজরে

- নিমাতির জঙ্গল থেকে হাতির দলটি উত্তর লতাবাড়ি ও রবীন্দ্রনগরে ঢুকেছিল
- উত্তর লতাবাড়ির দুর্গা মুন্ডার রান্নাঘরের দেওয়াল ভাঙে
- মাঙ্গরা ওরাওঁয়ের বাড়ির কিছু অংশ ও শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের জানলা ভেঙেছে হাতির হামলায়
- রবীন্দ্রনগরে হরিশ সরকারের মুদি দোকান ভেঙে প্রায় ৪০ হাজার টাকার সামগ্রী খেয়ে সাবাড় করে

কৃষি দপ্তরের অভিযান

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : চাষিদের থেকে আলুর বীজের দাম যাতে কোনওভাবেই বেশি নেওয়া না হয়, সেজন্য ফালাকাটা কৃষক বাজার পরিদর্শন করলেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুপ্রিয় বিশ্বাসের নেতৃত্বে এই অভিযান চলে।

সহ কৃষি অধিকর্তা বলেন, ‘এখনও পর্যন্ত কৃষকদের থেকে দাম বেশি নেওয়ার কোনও অভিযোগ আসেনি। এদিন কৃষক বাজারের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন করা হয়। আলুবীজের দাম এখনও ঠিকঠাকই আছে।’ আর নিয়মিত এই পরিদর্শন চলবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

খয়েরবাড়ির ফরেস্ট লাগোয়া লায়কাধুরায় বিঘার পর বিঘা পতিত জমি।

মাদারিহাট-বীরপাড়া ও ফালাকাটা ব্লক

গজরাজের ভয়ে আলুর আবাদ বন্ধ

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩ ডিসেম্বর : হেমন্তে চাষ করা ধানের একাংশ যায় হাতির পেটে। তবু হেমন্তের রাতে দৃশ্যমানতা বেশি থাকায় হাতি তাড়াতে সুবিধা হয় কৃষকদের। কিন্তু আলুর মরশুমে শীতকালে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। তাই হাতি তাড়াতে পারেন না আলুচাষিরা। ফলে মাদারিহাট-বীরপাড়া এবং ফালাকাটা ব্লকের বন লাগোয়া গ্রামগুলিতে বিঘার পর বিঘা জমিতে আলু চাষ বন্ধ। ধান কেটে নেওয়ার পর জমি পতিত ফেলে রেখেছেন কৃষকরা। বন্ধ ভুট্টা চাষও।

মাদারিহাট রেঞ্জের খয়েরবাড়ি ফরেস্টের চারিদিকেই লোকালয়। ওই বনের হাতি মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ছেকামারি, পূর্ব ও পশ্চিম মাদারিহাট, উত্তর ও মধ্য খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ, ফালাকাটার দেওগাঁও, পশ্চিম শালকুমারে সারা বছরই হানা দেয়। ইসলামাবাদ গ্রামের বন ঘেঁষা লায়কাধুরার ভিনসারি ওরাওঁ, শিবচরণ ওরাওঁ, বন্ধন ওরাওঁদের জমিগুলিতে কয়েক বছর ধরে হাতির ভয়ে আলু চাষ বন্ধ। এলাকার সুশীল ওরাওঁয়ের কথায়, ‘প্রথমত আলু চাষ ব্যয়বহুল। তার ওপর হাতিতে আলু সাবাড় করে দেয়। তাই অনেকেই আর ঝুঁকি নিয়ে আলু চাষ করতে চান না।’ এবিষয়ে উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে বলেন, ‘আলুর মরশুমে বন ঘেঁষা এলাকাগুলিতে বাড়তি নজরদারি চালানো হয়। পাশাপাশি বন সুরক্ষা কমিটিগুলিও দল গড়ে রাতপাহারা দেয়।’

এখন আলুর বীজ বুনছেন কৃষকরা। হাজিপাড়ার মহম্মদ রেজাউল, জাহাঙ্গির আলম সহ অনেকেই ঝুঁকি নিয়ে আলু চাষ করছেন। খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার সদস্য সাজু হোসেন বলছেন, ‘কৃষকরা আলু ঘরে তুলতে পারবেন কি না, তা নির্ভর করছে হাতির মর্জির ওপর। নিরুপায় কৃষকদের অনেকেই ঝুঁকি নিয়েই আলু চাষ করছেন। তবে হাতি আলু সাবাড় করলেও ক্ষতিপূরণ মেলে নামমাত্রই।’ বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হলে বিঘা প্রতি ২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। সাজু বলছেন, ‘আলু চাষে বিঘা প্রতি খরচ হয় ৩০-৩৫ হাজার টাকা। তাই বন দপ্তরের ক্ষতিপূরণের টাকায় ভরসা করে না কেউ।’

পরিস্থিতি

- বন ঘেঁষা লায়কাধুরার জমিতে কয়েক বছর ধরে হাতির ভয়ে আলু চাষ বন্ধ
- পূর্ব দেওগাঁওয়ের কৃষকদের একেকজনের ৮ থেকে ১০ বিঘা করে জমি পতিত
- ফালাকাটার পশ্চিম শালকুমারের বন ঘেঁষা জমিগুলিতে ৭-৮ বছর ধরে আলু চাষ বন্ধ
- কৃষকরা আলু চাষ ছেড়ে দিনমজুরির দিকে ঝুঁকছেন

একই ছবি ফালাকাটার পূর্ব দেওগাঁওয়ে। এলাকার মোফাজ্জল হোসেন বলেন, ‘প্রায় ২০০ বিঘারও বেশি জমি পতিত রয়েছে। অথচ এগুলি উর্বর জমি। একবিঘা জমি থেকে গড়ে ৪০-৪৫ কুইন্টাল আলু উৎপাদিত হয়। কিন্তু বন ঘেঁষা জমিতে আলু চাষ করলেও ঘরে তোলার আশা কম। আমার জমিগুলি বন থেকে কিছুটা দূরে। তাই আলু চাষ করেছি। তবে, যে কোনও সময় হাতি হানা দিতে পারে।’ পূর্ব দেওগাঁওয়ের আব্দুল জব্বার, আব্দুল করিম, মকসেদুল হকদের একেকজনের ৮ থেকে ১০ বিঘা করে জমি পতিত রয়েছে।

ওই বনের পূর্বদিকে ফালাকাটার পশ্চিম শালকুমারের বন ঘেঁষা জমিগুলিতে ৭-৮ বছর ধরে আলু চাষ বন্ধ, জানান এলাকার মমেনুল আলম। এলাকার বুধা ওরাওঁ, মন্টু কার্জি, নখো কার্জি, আলতাফ হোসেন, নজরুল হোসেনরাও জমি পতিত ফেলে রেখেছেন। মমেনুল বলেন, ‘ধানের মরশুমে রাতে হাতি তাড়ানো গেলেও আলুর মরশুমে রাতে কুয়াশায় কিছুই দেখা যায় না। হাতি তাড়ানো বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।’ এলাকার আশরাফ আলি বলছেন, ‘আলুর পাশাপাশি ভুট্টা চাষও বন্ধ। অনেকেই জমি পতিত রেখে দিনমজুরি করছেন।’

টুকরো খবর

স্বাস্থ্য শিবির

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার ভুটান সীমান্তের লঙ্কাপাড়া চা বাগানে লায়ন্স ক্লাব অফ বীরপাড়া এবং মনোকামনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে ২টি রক্তদান শিবির হয়। সংগৃহীত মোট ১১১ ইউনিট রক্ত বীরপাড়া হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক এবং শিলিগুড়ির তরাই ডুয়ার্স ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। এখবর জানান ‘রক্তবীর’ রাজু মাহেশ্বরী। চোখ পরীক্ষা শিবিরে ২১ জনের ছানি ধরা পড়েছে। এঁদের প্রত্যেকের চোখ অপারেশন করা হবে বিনামূল্যে। এছাড়া স্বাস্থ্য শিবিরে ৮৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে।

পুড়ল দোকান

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : সোমবার রাত ১০টা নাগাদ বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের নীচ লাইনের সমীর মাহালির ফাস্ট ফুডের দোকানে আগুন লাগে। পরে একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে যাওয়ায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ে। ভস্মীভূত হয় দোকানটি। বীরপাড়া দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। সমীর জানান, তাঁর প্রায় ২৫ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।

স্কুলে যোগ

শালকুমারহাট, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট হাইস্কুলের একজন নতুন শিক্ষক যোগ দিলেন। মঙ্গলবার বিজ্ঞানের নতুন শিক্ষক বিপ্লব বর্মা এই স্কুলে যোগ দেন। তাঁকে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তুষারকান্তি রায়, প্রধান শিক্ষক ভরতচন্দ্র রায় স্বাগত জানিয়েছেন। আপার প্রাইমারি স্তরে ওই শিক্ষক এদিন কাজে যোগ দেন বলে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তুষারকান্তি জানিয়েছেন।

কালচিনি বিডিও অফিসের সামনে ধর্না। মঙ্গলবার। ছবি : সমীর দাস।

প্রতিবন্ধী দিবসে ধর্নায় ‘বিশেষ’রা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : আন্দোলন-শোভাযাত্রায় মঙ্গলবার উদযাপিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। কালচিনিতে দিনটিকে কালা দিবস হিসেবে পালন করে ধর্নায় বসেন বিশেষভাবে সক্ষমরা। অন্যদিকে আবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে শোভাযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করা হয়। কামাখ্যাগুড়িতে বস্ত্রদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

বিশেষভাবে সক্ষমদের সংগঠন কালচিনি খণ্ড দিব্যাঙ্গ সংঘের তরফে এদিন কালা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। কালচিনির বিডিও অফিসের গেটের পাশে বিশেষভাবে সক্ষমরা নিজেদের দাবি জানিয়ে ধর্নায় বসেন। সংগঠনের সম্পাদক বিবেক কামি বলেন, ‘ধর্না চলাকালীন বিডিও একবারও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তিনি এলে আমাদের দাবি সংবলিত স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হত।’ বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য স্কুল তৈরি, তাঁদের ভাতা বৃদ্ধি, সরকারি দপ্তরে বিশেষভাবে সক্ষমদের চাকরির ব্যবস্থা, তাঁদের জন্য উন্নয়ন পর্ষদ গঠনের দাবি সহ ছয় দফা দাবিতে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছেন। এর আগেও বিডিও অফিসের সামনে তাঁরা কয়েকদিন ধরে লাগাতার ধর্নায় বসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কোনও দাবি এখনও পর্যন্ত মানা হয়নি বলে অভিযোগ সংগঠনের।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত বিশেষভাবে সক্ষমদের স্কুলে নানাভাবে দিনটি পালন করা হয়। বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের নিয়ে এদিন প্রথমে শোভাযাত্রা করেন ওই স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ‘জীবনযুদ্ধে লড়াই করবে, সুস্থ মানুষের মন নিয়ে’ ইত্যাদি স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে পড়ুয়াদের শোভাযাত্রা বের হয়।

এরপর স্কুলপ্রাঙ্গণে নৃত্য পরিবেশন করে বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়া অণিমা শীল, কোয়েল রায়রা। সেখানে স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকারা দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠান শেষে পড়ুয়াদের ডিমভাত খাওয়ানো হয় বলে জানিয়েছেন স্বপ্ন সোসাইটির কর্ণধার তাপস বর্মন।

কামাখ্যাগুড়িতে ডুয়ার্স প্রতিবন্ধী সমিতি বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন কম্বল বিতরণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। বিনামূল্যে চশমা বিতরণ করা হয়। আয়োজনে সহযোগিতা করে কামাখ্যাগুড়ি লায়ন্স ক্লাব। ক্লাবের তরফে দুটি হুইলচেয়ার, একটি ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে ছিলেন কামাখ্যাগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথ, লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি পলাশ দে, সমাজসেবী সুনীল মাহাতো প্রমুখ। সুনীল বলেন, ‘ডুয়ার্স প্রতিবন্ধী সমিতি যেভাবে কাজ করছে, সেটা প্রশংসনীয়। এই সমিতির শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।’

এদিন কামাখ্যাগুড়ি তপোবন হোমেও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে শামিল হয় হোমের ১২৩ বিশেষভাবে সক্ষম আবাসিক। নাচগান, বসে আঁকো, যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ‘গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান’ ইস্যুতে মঞ্চস্থ হয় একটি নাটক।

বিয়েবাড়ির লেপতোষক তৈরিই ভরসা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ষাটোর্ধ্ব আকবর আলি মিয়াঁ। জন্ম বিহারের মুজাফফরপুরে। চার দশক আগেই বাবার কাছেই শিখেছিলেন লেপতোষক তৈরি। তারপরই ঘাঁটি গাড়েন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে। শুধু আকবর একাই নন, সঙ্গী আরও চারজন। তাঁরাও বিহারবাসী। কিন্তু এখন পাকাপাকিভাবে পলাশবাড়ির বাসিন্দা। চারজনই ধুনকর। কালের নিয়মে এখন আর আগের মতো এসবের চাহিদা নেই। জায়গা নিয়েছে বাহারি মসৃণ কম্বল, আলোয়ান। বছর ১৫-২০ আগেও শীতে তাঁরা স্নান-খাওয়ার সময় পেতেন না। আর এখন শীতে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে গুটিখানেক বিয়েবাড়ি। এখনও গ্রামীণ বাংলায় বিয়েতে কনের সঙ্গে বালিশ, লেপতোষক দেওয়া রীতি। তাই, গোটা শীতকালে বিয়েবাড়িই আকবরদের ভরসা। বছরের অন্য সময় তাঁদের সময় কাটে দিনমজুরি করে।

ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়ক লাগোয়া পলাশবাড়ির সনজয় নদীর পাশেই আকবরদের ডেরা। রাস্তার ধারে পূর্ত দপ্তরের জমিতেই বাড়ি বানিয়ে থাকছে পাঁচ পরিবার।

লেপ তৈরিতে ব্যস্ত ধুনকররা। পূর্ব কাঁঠালবাড়িতে।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ির এক বিয়েবাড়ির লেপতোষক তৈরি করছিলেন আকবর। চাহিদা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ। কেউ আর লেপতোষক বানাতে ডাকেন না। অথচ বছর ১৫ আগেও এমন শীতে আমাদের নাওয়াখাওয়ার সময় মিলত না। এক পাড়ায় কাজ করতে করতে অন্য পাড়ায় কাজের ফরমাশ মিলত। শুধু তাই নয়, শীতের অনেক আগেই বহু কাজের অর্ডার ধরা হয়ে যেত। কিন্তু এখন সেসব অতীত। বছরের অন্য সময় হাটবাজারে কার্যত মুটের কাজ করতে হয়।’ বিহার-যোগ বিষয়ে জবাব, ‘বছরকয়েক আগেও ভেবেছিলাম এসব ছেড়ে পাকাপাকি বিহারে ফিরে যাব। কিন্তু তা আর হয়নি। ৪০ বছর ধরে পলাশবাড়িতে আছি। বাকিটাও এখানেই কাটাতে চাই।’ গ্রামীণ বাংলায় এখনও বিয়েবাড়িগুলির ভরসা আকবররাই। এমনটাই শোনালেন আরেক ধুনকর রাজকুমার রাম। তাঁর কথায়, ‘গ্রামে এখনও মেয়ের বিয়েতে লেপতোষক, বালিশ দেওয়া রীতি। বিশেষ করে শীতকালের বিয়েতে তো এসব দিতেই হয়। তাই, এখনও কিছু বিয়েবাড়ির অর্ডার মেলে। আর কালেভদ্রে কেউ বাড়ির ব্যবহারে লেপ বা তোষক বানানোর ফরমাশ দেন। যদিও তা অনিশ্চিত।’ এসবের চাহিদা কমার পেছনে হালে বাজার ছেয়ে যাওয়া ব্ল্যাঙ্কেটই দায়ী বলে তাঁদের দাবি।

> এখন পরিস্থিতি খুব খারাপ। কেউ আর লেপতোষক বানাতে ডাকেন না। অথচ বছর ১৫ আগেও এমন শীতে আমাদের নাওয়াখাওয়ার সময় মিলত না।
>
> **আকবর আলি মিয়াঁ**
> *ধুনকর*

লেপের ধুনকর আলাউদ্দিন মিয়াঁর কথায়, ‘বাজারে ব্ল্যাঙ্কেট আসায় লেপের চাহিদা কমেছে। কিন্তু নেশার টানে আমরা এসব তৈরি ছাড়তে পারছি না। চাহিদা কমলেও শীতে বিয়েবাড়ির লেপ, তোষক বানানোর ভরসায় থাকি।’ তাঁর সঙ্গে সহমত আবুল মিয়াঁ, ভোলা মিয়াঁও।

পূর্ব কাঁঠালবাড়ির সত্যেন দাসের মেয়ের এ মাসেই বিয়ে। তিনি আকবরদের লেপতোষক, বালিশ তৈরির ফরমাশ দিয়েছেন। সত্যেনের কথায়, ‘এখন সবার ঘরে ঘরে নানারকমের ব্ল্যাঙ্কেট ভর্তি। কিন্তু মেয়ের বিয়েতে তো নতুন লেপতোষক দিতেই হবে। তাই ওঁদের অর্ডার দিয়েছি।’

দু’বছর ধরে বিকল সোলার পাম্প

ক্ষোভ এথেলবাড়ি শিল্পতালুকে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৩ ডিসেম্বর : গত পঞ্চায়েত ভোটের আগে বসানো হয়েছিল সোলার পাম্প। মাস তিনেক যেতে না যেতেই সেই পাম্প খারাপ হয়ে যায়। তখন থেকেই সমস্যায় পড়েছিল এথেলবাড়ি শিল্পতালুকের গোটা এলাকা। বর্তমানে দু’বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত তা সারানো হয়নি। পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবার এই পাম্প বিকল হওয়ায় বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন এলাকার মানুষ। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে জানানো হলেও এবিষয়ে কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এথেলবাড়ি শিল্পতালুক এলাকার মন্দিরে আসা ভক্তরা, বুধবাজারে উপস্থিত ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই ওভারহেড সোলার পাম্পটি বসানো হয়েছিল। তাতে জলের সমস্যা কিছুটা মেটে।

তিন মাস চলার পর তা একেবারেই অচল হয়ে পড়ে। স্থানীয় ব্যবসায়ী মকসেদুল হক বলেন, ‘শিল্পতালুকের পাশে ওভারহেড পাম্পটি বসানোয় বাজারের মানুষ সহ সকলেরই জল পেতে সুবিধা হত। এখন তা বন্ধ থাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পেতে সমস্যা হচ্ছে।’ সোলার পাম্পটির ব্যাটারি প্যানেল নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এমনকি জলের কলও খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সোলার পাম্প থেকে তাই এখন আর জল পড়ে না। সেই কারণেই আবার পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে শুরু করেছেন ওই এলাকার মানুষ।

কল্পনা কুজুর নামে একজন জানান, বাজারে দোকান দিলে জলের প্রয়োজন হবেই। সেই জল এখন বহুদূর থেকে আনতে হয়। ফলে বাজারের ব্যবসায়ী, স্থানীয় মানুষ থেকে শুরু করে মন্দিরে আসা দর্শনার্থীরা সকলেই চাইছেন যে পাম্পটি সংস্কার করা হোক। এলাকার আরেক বাসিন্দা পরিমল রায় বলেন, ‘মন্দির ও বাজারের পাশে সোলার পাম্পটি বসানো হয়েছিল। কিছুদিন যেতে না যেতেই তা অকেজো হয়ে গেল। এখনও সংস্কারের অভাবে পাম্পটি পড়ে আছে। বাজারের মানুষের জল পাচ্ছে না।’

এবিষয়ে ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মমতা বেগ জানান, স্থানীয় মহল থেকে আবেদন এলে নিশ্চয়ই ওই পাম্পটি সংস্কার করা হবে।

তৃণমূলের সভা

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চলের অন্তর্গত ১০/১৫৯ নম্বরের বুথে তৃণমূলের সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কামাখ্যাগুড়ি-১ অঞ্চলের সভাপতি মিহির নার্জিনারি, চেয়ারম্যান প্রবীর চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় দেবনাথ, বাপি দেবনাথ সহ অন্য নেতৃত্ব। এদিন দলের সাংগঠনিক বিষয় সহ আগামীদিনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়।

সুপার সার্ভে

সোনাপুর, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় বর্তমানে জোরকদমে আবাস যোজনার সার্ভে চলছে। সাধারণ সার্ভের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্তারা সুপার সার্ভেও করছেন। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় আলিপুরদুয়ার -১ ব্লকের পররপার এলাকায় ৩০টি বাড়িতে সুপার সার্ভে করেন। যাঁদের আবাস যোজনায় নাম রয়েছে তাঁরা ঘর পাওয়ার যোগ্য কি না সেটা খতিয়ে দেখা হয়।

জেলার খেলা

নবীনের ফুটবল শুরু

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : নবীন ক্লাবের তৃতীয় বর্ষ ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে প্রদীপ একাদশ টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে শামুকতলার মহাকালগুড়ি ইউনিটকে হারিয়েছে। ম্যাচের সেরা বিজয় সরকার।

কলকাতা এবং

কড়া আদালত

অবস্থান বিক্ষোভ, সভা, মিছিল থেকে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর বা সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটলে ভবিষ্যতে আদালত কড়া পদক্ষেপ করবে বলে মন্তব্য করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

নির্দেশ

পিতৃত্ব নির্ধারণের স্বার্থে ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের পর্যবেক্ষণ, ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করতে পারেন।

অভিমানে

বাবাকে পকসো আইনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, এই অভিযোগে আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির এক কিশোরী। মঙ্গলবার এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় লেকটাউনের দক্ষিণদাঁড়ি এলাকায়।

গ্রেপ্তার

কসবা কাণ্ডে তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টায় অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন স্কুটারচালক। বিহার থেকে তাঁকে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ।

বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাবেশের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে। - আবির চৌধুরী

কাল থেকে উঠছে আলু ধর্মঘট

মন্ত্রী বেচারামের আশ্বাসেই ভরসা ব্যবসায়ীদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : মন্ত্রীর আশ্বাসে ধর্মঘট তুলে নিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার নিজেদের মধ্যে বৈঠকের পর একথা জানান প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই ধর্মঘট তোলা হবে বলে জানান তিনি। এর ফলে খোলা বাজারে আলু সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না।

ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারি ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে মূলত আলু সরবরাহে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য, সোমবারও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, বাংলায় বেশি দামে আলু বিক্রি করে ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ করা চলবে না। রাজ্যে উৎপাদিত আলু সবার আগে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে হবে। অপরদিকে আলু ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, রাজ্যে যে বিপুল পরিমাণ আলু মজুত আছে তা রাজ্যের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। বর্তমানে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে ৬.২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। সেই অতিরিক্ত আলুই ভিনরাজ্যে পাঠাতে চান তাঁরা। তা না হলে ওই আলু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

সংকট কাটাতে সোমবার কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘরমালিক সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি ছিল, ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তাতে রাজি হননি মন্ত্রী। ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে ধর্মঘটে নামেন ব্যবসায়ীরা। একইসঙ্গে মঙ্গলবার আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘরমালিকরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, মন্ত্রীর অনুরোধে ও জনস্বার্থে ধর্মঘট তুলে নিচ্ছেন তাঁরা। লালুবাবু বলেন, মন্ত্রী সোমবারই বলেছিলেন আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের খোলা বাজারে ছাড়া হবে হিমঘরের আলু।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন জেলার বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা বেড়ে যায়। ধর্মঘট ওঠার সিদ্ধান্তে দাম ফের কমবে বলে আশা। মন্ত্রী বেচারাম বলেন, চাপে পড়েই ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। এর প্রধান কারণ, সমিতির অধিকাংশ আলু ব্যবসায়ী ধর্মঘট চান না। ধর্মঘট না তুললে সংগঠন ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

কলকাতার কোলে মার্কেটে আলুর পসরা। মঙ্গলবার। ছবি : আবির চৌধুরী

স্বাস্থ্যসাথীতে চুরি ঠেকাতে আসছে অ্যাপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চুরি ঠেকাতে অ্যাপ চালু করছে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম ভুয়ো বিল করে সরকারের কাছ থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানেও বিষয়টা যায়। তারপরই এই চুরি ঠেকাতে পদক্ষেপ করে একগুচ্ছ পরিকল্পনা করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ওই পরিকল্পনা এবার বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই চুরি ঠেকাতে একটি অ্যাপ তৈরি করছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, ওই অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন থেকে ডিসচার্জ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হলে ভুয়ো বিল করে চুরি ঠেকানো সম্ভব হবে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডের জেরে ডাক্তারদের কর্মবিরতির সময় বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি থেকে প্রচুর টাকার বিল এসেছিল। কর্মবিরতিতে যুক্ত থাকা ডাক্তারদের অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন। ইতিমধ্যেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।'

উদ্যোগী স্বাস্থ্য দপ্তর

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে যাঁরা চিকিৎসা নেবেন, হাসপাতালকে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে সেই সব রোগীর ছবি এবং ভিডিও তুলে স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে, ছুটির সময়ের ছবি পাঠাতে হবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রোগী ভর্তি হলেই সেই তথ্য ছবি সহ স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ধাপে রোগী হাসপাতালে আছেন কি না, তা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট সার্ভারে ওই রোগীর জিপিএস লোকেশন পাঠাতে হবে। একবার তথ্য ও জিপিএস লোকেশন পাঠানো হয়ে গেলে তা আর এডিট করা যাবে না। রোগী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ডায়ালিসিস, কেমোথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা করালে তাঁকেও ওই একই নিয়ম মানতে হবে। এই পুরো প্রযুক্তি সম্পর্কে হাসপাতালগুলিকে আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যে অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য পাঠাতে হবে, তা হাসপাতালের ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কাজ করবে না। অর্থাৎ রোগী যে হাসপাতালের বাইরে নেই, তা নিশ্চিত করবে জিপিএস লোকেশন। সার্ভারে আপলোড করা ছবি, লোকেশন ও ভিডিও জাল কি না, তা পরীক্ষা করবে এআই। তথ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সন্তুষ্ট হলে তবেই হাসপাতালকে টাকা মেটানো হবে। ভুয়ো প্রমাণিত হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ভুল হলে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম ও হাসপাতালকে আর্থিক জরিমানাও করা হবে।

লক্ষ্মণ, মলয়ের মেডিকেলে ইডি'র হানা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। ভুয়ো নথির মাধ্যমে অনাবাসী কোটায় বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি করানো হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইডি আধিকারিকরা অভিযানে নামেন। প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের বাড়ি ও মেডিকেল কলেজে যান ইডি আধিকারিকরা। মলয় পিটের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজেও হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এদিন সকাল থেকেই সল্টলেকের বিসি ব্লকের একাধিক আবাসনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালায় ইডি। বজবজ, দুর্গাপুর, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানের তিনটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, কলকাতার তারাতলায় এক মেডিকেল কলেজমালিকের আত্মীয়ের বাড়ি, যাদবপুরের কেপিসি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষের ঘর সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, এনআরআই কোটায় টাকার মাধ্যমে ভুয়ো নথি দিয়ে ভর্তির অভিযোগে ইডির কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তার ভিত্তিতেই তদন্তে নামে ইডি।

এদিন লক্ষ্মণ শেঠের হলদিয়ার 'অঙ্গীকার' নামে বাড়ি এবং 'আই কেয়ার' নামে বেসরকারি হাসপাতালে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, কোটা দুর্নীতিতেও প্রভাবশালীদের যোগ রয়েছে।

উচ্চপ্রাথমিকে কাউন্সেলিং

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কাউন্সেলিংয়ের জন্য উচ্চ প্রাথমিকের ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হতে পারে। ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হতে পারে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। ওইজন্য প্রায় ৫ হাজার চাকরিপ্রার্থীর তালিকা তৈরি হয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের সূচিও শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

দিনের শেষে। নদিয়ায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

কেন্দ্র-রাজ্যের শেয়ার বৃদ্ধির দাবি মমতার

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রের ভাগ বাড়ানোর দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সেখানেই তিনি এই দাবি জানান। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এতদিন কেন্দ্র-রাজ্যের শেয়ার ছিল ৪১:৫৯ শতাংশ। ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে এই শেয়ার ৫০ করার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ কমিশনের কাছে এদিন দাবি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই টাকা মেটানো হবে কি না তা নিয়ে অর্থ কমিশনের সদস্যরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি। তবে শুধু এই শেয়ার বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের কাছে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মমতা।

এদিন নবান্নে এসেছিলেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ছিলেন ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া। সেখানে বিভিন্ন খাতে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ প্রসঙ্গ ওঠে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম নবান্নে পা রাখলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মমতা-সেলিম মুখোমুখি হলেও শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিময় ছাড়া তাঁদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। ছিলেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ।

> কেন্দ্রের নির্দেশমতো রং ব্যবহার না করলে কেন কেন্দ্র টাকা দেবে না? এধরনের প্রকল্পে রাজ্যেরও ৪১ শতাংশ টাকা থাকে। তবে কেন কেন্দ্রের নাম ব্যবহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে টাকা আটকে রাখা নিয়ে কমিশনের সদস্যদের কাছে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেন, 'জিএসটি বাবদ রাজ্য থেকে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে নিয়ে গেলেও বাংলার প্রাপ্য দেয় না দিল্লি।' অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যেও রাজ্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। এদিনের বৈঠক নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাত পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

অর্থ কমিশনে প্রস্তাব

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বলেছেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশমতো রং ব্যবহার না করলে কেন কেন্দ্র টাকা দেবে না?'

প্রতিনিধিদলের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক একটি প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য একাধিকবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল রাজ্যে এসেছে। তারপরও টাকা ছাড়া হয়নি। গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কেন্দ্রীয় সাহায্য মেলেনি।'

সদস্য সংগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন পদ্ম বিধায়কেরই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সদস্যতা করতে নেমে নাজেহাল বিজেপি। তৃণমূলের ধমকচমক আর পালটা প্রচারে অবস্থা এমনই যে এক বিজেপি বিধায়ক বলেই ফেললেন, সদস্যতা করে হবে কী? অভিযোগ, বিজেপির সদস্য হলে রাজ্য সরকারের প্রকল্প মিলবে না। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও বা তলায় তলায় এই শাসানি দিচ্ছে তৃণমূল। তারই প্রভাব পড়েছে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে।

দুই দফায় বিশেষ অভিযান করেও সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোতে হিমসিম খাচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রের থেকে অতিরিক্ত সময় পেয়েও সেই লক্ষ্য আদৌ অর্জন করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে সদস্যতা অভিযান। যদিও, খাতায়-কলমে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড় মিলবে। প্রত্যেক বিধায়কের জন্য লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৫ হাজার। সাংসদদের জন্য ১০ হাজার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে তা কমিয়ে আনা হয়েছে যথাক্রমে আড়াই হাজার ও ৫ হাজারে। প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের রেফারেল কোড ব্যবহার করে নিজের বিধানসভায় অন্তত ১০০ সক্রিয় সদস্য করতে হবে অনলাইনে। এদিনই প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আরও বেশি করে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই পরিস্থিতিতে সদস্য করতে মাঠে নেমে বিজেপি টের পাচ্ছে তৃণমূলের পালটা প্রচার। বিজেপির মতে অবশ্য এটা কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়। এটি হল তৃণমূলের থ্রেট রাজনীতি। দক্ষিণবঙ্গের এক বিধায়ক তাঁর সদস্যতা অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে বলেন, 'সদস্যতা অভিযান করে কী হবে? গেলেই তো লোকে বলছে তোমরা তো এসেছো সরকারি প্রকল্প কাটতে। মানুষের আশঙ্কাকে তো আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।'

যদিও বিজেপির এই অভিযোগের জবাবে তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসলে রাজ্যের মানুষ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের জন্য কী করেছেন। তৃণমূলের কোনও দরকার নেই বিজেপির সদস্য হওয়া আটকানোর।' শোভনদেব জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের যেসব জন কল্যাণকর প্রকল্প করেছে, তার তালিকা ও বিস্তারিত জানিয়ে একটি প্রচার পুস্তিকা তৈরি করছেন তিনি। সেই পুস্তিকা নিয়ে আগামী দিনে রাজ্যের সব বিধানসভায় দলের বিধায়ক ও জন প্রতিনিধিরা মানুষের কাছে যাবেন। বিজেপির মিথ্যা প্রচারের সেটাই আমাদের রাজনৈতিক জবাব।

বিধায়ক গ্রুপ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিধায়কদের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই নির্দেশ মতো দলের বিধায়কদের জন্য নতুন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হল। এই গ্রুপের অ্যাডমিন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দলের ২২৫ জন বিধায়কই এই গ্রুপে রয়েছেন। গ্রুপের নাম দেওয়া হয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস লেজিসলেটিভ মেম্বার'। দলের বিধায়কদের জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই গ্রুপেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

ভোলবদল হুমায়ুনের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমুখ্যমন্ত্রী করে তাঁকে পুলিশ দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া অথবা ফিরহাদ হাকিম ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে দলের শোকজের মুখোমুখি হয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শোকজের চিঠি পাওয়ার পরও তিনি সদর্পে বলেছিলেন, 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি।' সোমবার দলের পরিষদীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কারও নাম না করলেও শৃঙ্খলা নিয়ে যে কোনও আপস করা হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারপরই মঙ্গলবার প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন হুমায়ুন। তিনি এতদিন যা বলেছেন, তা ভুল ছিল বলে দাবি করে বলেছেন, 'আমি যা বলেছি, ভুল বলেছি। দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দিকনির্দেশ করবেন, আমরা সেইভাবেই চলব।'

বকুনি অধ্যক্ষের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিধানসভায় হাজিরা নিয়ে সোমবারই তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিধায়কদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওইদিন শপথ নেওয়া তৃণমূলের ৬ বিধায়ক মঙ্গলবারই দেরি করে বিধানসভায় ঢুকলেন। আর তাই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপের মুখে পড়লেন তাঁরা। প্রতিদিনের মতো এদিনও বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হয়। নবনির্বাচিত ৬ বিধায়ক তখনও অধিবেশনকক্ষে পৌঁছোননি। অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁরা এসে নিজেদের আসন খোঁজার চেষ্টা করেন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষ তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আপনারা সদ্য শপথ নিয়েছেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে আপনারা কেন বিধানসভায় আসছেন? সাড়ে ১০টার মধ্যে আসবেন। দেরি করে এসে আসন খুঁজবেন, এটা চলতে পারে না।'

প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : মাসখানেক আগে সিদ্ধান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্ব হস্তান্তর সম্ভব হয়নি। আর এই কারণে শিলিগুড়ির করোনেশন ব্রিজ থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত প্রায় ৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জাতীয় সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এরাজ্যের হাত থেকে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রকে। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএইচআইডিসি বা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এখন দায়িত্ব নেওয়ার আগে রাস্তার গত প্রায় ৮ বছরের সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান রাজ্যের থেকে পেতে চায়। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বর্তমান অবস্থা, গত প্রায় ৮ বছরে রাস্তার কোথায় কী কী কাজ হয়েছে, ঠিকাদারদের সঙ্গে এই সংক্রান্ত চুক্তির বিস্তারিত শর্ত ও তথ্য, এই সম্পর্কিত রিপোর্ট জানতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এই ব্যাপারে রাজ্যের এনএইচএ ডিভিশনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের একদফা কথা হলেও আলোচনা পুরোপুরি মেটেনি। এইসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা হাতে পেতে চায়। মঙ্গলবার রাজ্যের এনএইচএ'র উত্তরবঙ্গ ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং 'উত্তরবঙ্গ সংবাদকে' জানান, '১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হস্তান্তর করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএইচআইডিসি'র সঙ্গে আমাদের সম্প্রতি কথা হয়েছে। চেষ্টা চলছে চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করার। তবে ওরা রাস্তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ কাগজপত্র রাজ্যের থেকে পেতে চায়। হস্তান্তরের আগে তা তুলে দেওয়া হবে তাদের।'

উত্তরবঙ্গে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যের হাত থেকে ছাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় মাসখানেক আগে। রাস্তা দেখভালের দায়িত্ব হস্তান্তর করা নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে কম বিতর্ক তৈরি হয়নি। স্থানীয় সাংসদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও ওঠে। অধিকাংশের অভিযোগ ছিল, ধস ও বিভিন্ন কারণে রাস্তা প্রায়ই বন্ধ থাকে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব থাকে। তারপরই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হস্তান্তর নিয়ে জটিলতা

হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় এই বিলম্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে জটিলতার প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে। যদিও সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এদিন বলেন, হস্তান্তর এখনও না হওয়ায় রাজ্যই রাস্তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে যাচ্ছে। এতে কোনও খামতি নেই। গত ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যই এই কাজ প্রায় ৮ বছর ধরে করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের আগে এই দায়িত্বে ছিল বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)।

ওয়াকফ নিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : ওয়াকফ নিয়ে বিধানসভায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার কেন্দ্রের ওয়াকফ বিলকে সমর্থন ও রাজ্যের আনা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের আনা প্রস্তাবকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'এর নিট ফল শূন্য। এর আগে তিন তালাক, সিএএ, ৩৭০ ধারা কার্যকর করার মতো বিষয়েও আপনাদের প্রতিবাদ জলে গিয়েছে। ওয়াকফ বিল আটকাতে পারবেন না।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। সোমবার বিধানসভায় সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে রাজ্যের আনা প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই বিল আনা হচ্ছে। বিল পাশ করাতে গেলে সংসদের দুই কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের যে সমর্থন দরকার তা নেই বিজেপির। তা সত্ত্বেও আগামী বছর বাজেট অধিবেশনে এই বিল আনতে চাইছে বিজেপি।

জবাবে এদিন শুভেন্দু বলেন, সোমবার তাঁর বিধানসভায় অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও করেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, ২০২৩-এর ২৪ এপ্রিল ও ৭ নভেম্বর লখনউ এবং দিল্লিতে মোট চারটি বৈঠক হয়েছিল। সেই ৪টি বৈঠকের মধ্যে ২টিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগ দিলেও কোনও মতামত জানাননি। রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে জানানো হয় এই বিষয়ে সমীক্ষা চলছে। কিন্তু সেই সমীক্ষার ফলাফল এখনও জানানো হয়নি।

সম্প্রতি রানি রাসমণি রোডে ওয়াকফ ইস্যুতে এক সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনও জমিতে ২০-২৫ জন মুসলিম নমাজ পড়লে সেই জমি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ধরা হয়। সাংসদের এই মন্তব্য নিয়ে হইচই জুড়ে দেয় বিজেপি। সোমবার বিধানসভায় বিজেপির এই প্রচারকে মিথ্যা প্রচার বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পালটা জবাবে শুভেন্দু বলেন, 'কল্যাণ যে এই কথা বলেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর সাংসদ ভুল বলেছেন বলে মনে করলে মুখ্যমন্ত্রী তা বলতেই পারতেন। কিন্তু আমরা মিথ্যা বলিনি, মিথ্যা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীই।'

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতির অভিযোগ

বিল পাশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে শুভেন্দু বলেন, এটা কোনও সাংবিধানিক বিল নয়। সাধারণ বিল। ফলে দুই-তৃতীয়াংশ নয়, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার দাবিও করেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া তৃণমূলের কাছে এই বিলের বিরোধিতা করার অর্থ দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের মতো আমরাও সনাতনী বোর্ড গঠন, লাভ জেহাদ বিরোধী আইন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু ও ধর্মান্তিরিতকরণ রোধ সহ সারা দেশে এনআরসি কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাব।'

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা

ফিরছে সেই ‘থ্রেট’

মাত্র চার মাস। ভোল বদলে গেল। আবার রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল আলো করে বসলেন দুই সাসপেন্ডেড চিকিৎসক। অভীক দে ও বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। দাদাগিরি, অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ ছিলই। তার ওপর বলা হচ্ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে থ্রেট কালচারের মূল মাথা এঁরা দুজন। সেই দুজন ফের বহালতবিয়তে। অভীক ইতিমধ্যে মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলনে বিরতি দিয়েছেন। নাগরিক প্রতিবাদের আঁচ নিভু নিভু। সেই সুযোগে পূর্বাবস্থা ফেরানোর প্রক্রিয়া কার্যত পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারি স্তরে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন যখন বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে, তখনই এই চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত মেডিকেল পড়ুয়াদের সাসপেনশনে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জুনিয়ার ডাক্তারদের ১০ নেতার সঙ্গে বৈঠকে এই সাসপেনশনকেই থ্রেট কালচার বলে অভিহিত করেছিলেন।

তারপর একে একে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত পড়ুয়াদের ওপর থেকে সাসপেনশন উঠে গিয়েছে। এই ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ ছিল ঠিকই। সরকারের তরফে তাগিদ কম ছিল না। বলা যায়, কিছুটা হলেও জয় হল থ্রেট কালচারের। থ্রেট কালচারে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রত্যাহার কিংবা লঘু করা ছিল প্রক্রিয়ার একটি দিক। আরেকটি দিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সুযোগটা সরকার পেয়েছে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশের আচরণে।

কর্মবিরতি চলাকালীন তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করিয়ে কত রোজগার করেছেন, সেই তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছে সরকার। পদক্ষেপ করা সময়ের অপেক্ষামাত্র। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহারে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিয়ম আরও কড়া হতে চলেছে। মেডিকেলে পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ কম ছিল না। অভীক, বিরূপাক্ষদের নির্দেশে পরীক্ষার হল থেকে পরিদর্শকদের বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ শোনা গিয়েছে। বদলে এই নেতারাই পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতেন নিয়ম ভেঙে।

যথেচ্ছ নকল মেডিকেল পরীক্ষার অঙ্গ হলেও স্বাস্থ্য প্রশাসন চোখ বন্ধ করে থাকত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুমকিটা দিয়েছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরীক্ষার সময় এবার আর ঘাড় ঘোরাতে দেওয়া হবে না পড়ুয়াদের। সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার হল থেকে লাইভ স্ট্রিমিং দেখছেন স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা।

বেআইনিভাবে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা কিংবা পরীক্ষায় অনৈতিক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিশ্চয়ই সাধুবাদযোগ্য। এটা করা সরকারেরও উচিতও। কিন্তু ভাবা দরকার প্রেক্ষাপটটা। এতদিন চোখ বন্ধ থেকে এখন এই পদক্ষেপগুলির পিছনে রয়েছে সার্বিকভাবে জুনিয়ার ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়াদের সবক শেখানোর উদ্দেশ্য। আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়া, জনমানসে আন্দোলনকারীদের ভাবমূর্তি নষ্ট ইত্যাদি পরিকল্পনাও রয়েছে গভীরভাবে। সেই আবহেই অভীক ও বিরূপাক্ষর ওপর থেকে মেডিকেল কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারকে দেখা প্রয়োজন।

মেডিকেল কাউন্সিল এখন যুক্তি দিচ্ছে, অভীক-বিরূপাক্ষদের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ ছিলই না। তাছাড়া কাউন্সিলের নিয়ম মেনে নাকি ওই দুজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়নি। সেই কারণে ওঁদের আবার কাউন্সিলের কাজে যুক্ত করা হল। ফলে থ্রেট কালচারে মূল অভিযুক্ত দুজনই আবার স্বমহিমায় ফিরলেন। হয়তো স্বাস্থ্য দপ্তরের সাসপেনশন উঠে যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষামাত্র।

অভীক ও বিরূপাক্ষের এই পুনর্বাসন থ্রেট কালচারকে পুনরায় উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। জুনিয়ার ডাক্তারদের নির্বিবাদী অংশ, যারা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তারা ভয়ে ভয়ে থাকবে। এই সর্বব্যাপী ভয় চাগিয়ে দেওয়াই এখন উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এভাবে একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন সহজেই অনুমেয়।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তি-লাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। ‘অবিদ্যা’ মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই ‘অবিদ্যা’ বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

আমি গণহত্যা চাইনি। আমি ক্ষমতায় থাকতে চাইলে গণহত্যা হত। মুহাম্মদ ইউনূসই তাঁর ছাত্র সংগঠনগুলির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গণহত্যাগুলি পরিচালনা করেছে। যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা হচ্ছিল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে চলে যেতে হবে।

-শেখ হাসিনা

ভাইরাল

ওয়ালমার্টে এক বাচ্চা মেয়ের তাণ্ডবের ভিডিও ঝড় তুলেছে। মলে ট্রলি ঠেলে ঘুরছেন ক্রেতারা। তার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলছে, পা দিয়ে দলছে। পানীয়ের বোতল আছাড় মেরে ভেঙে ফেলছে। ক্রেতা, কর্মচারীরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

আজ

২০১৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা শশী কাপুর।

১৯১৯

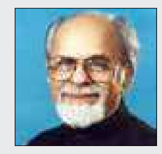

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরালের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

এ সেই শিকাগো, যেখানে সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত তিরিশ বছরের এক বাঙালি সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজয় করে ফেলেছিলেন। সেই জয়ে একবিন্দু রক্তপাত হয়নি।

৫ মিনিটে অর্ধেক পৃথিবী স্বামীজির পদানত হয়েছিল

শেখর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের মোটামুটি একটা ছক তৈরিই ছিল। সেই হিসাবে বেশ কয়েকটি শহরের ট্রেন, বাস, প্লেনের টিকিট কাটা ছিল আগে থেকে। কয়েকটি হোটেলেও বুকিং ছিল। কিন্তু পর্যটক হিসাবে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হত না সবসময়। ফলে মাঝেমধ্যেই কিছু কিছু রদবদল হয়েছিল ভ্রমণসূচিতে।

হ্যানিবল থেকে ব্লুমিংটনে এসেছিলাম। তারপর একদিন সাতসকালে ব্লুমিংটন থেকে শিকাগো যাওয়ার ট্রেনে চেপে বসেছিলাম। ট্রেনটি ‘অ্যামট্র্যাক’ রেলপথের। ছোট্ট শহর ব্লুমিংটন। রেলওয়ে স্টেশনটিও ছোটখাটো। নির্দিষ্ট ওই ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীসংখ্যা শতখানেকের বেশি ছিল না।

ট্রেন এল যথাসময়ে। তবে ট্রেন দেখেও যাত্রীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র হুড়োহুড়ির ছাপ পড়ল না। সবাই ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছোনোর পরে লক্ষ করেছিলাম পরিচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মটি একটু নীচুতে। ট্রেনের সিঁড়ির শেষ ধাপ প্ল্যাটফর্ম থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের চমৎকার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে রেল কোম্পানি। ট্রেন স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গেই ঝকঝকে উর্দিপরা দুই রেলকর্মী নেমে এলেন ট্রেন থেকে- একজন পুরুষ, একজন মহিলা। হাতে গ্লাভস। কাঠের একটা ছোট চৌকিও নামানো হল ট্রেন থেকে। চটপট সেটা পেতে দেওয়া হল ট্রেনের সিঁড়ি-বরাবর প্ল্যাটফর্মের ওপর। খুব সহজ সমাধান, মুহূর্তে ট্রেনের সিঁড়ি আর নীচু প্ল্যাটফর্মের ব্যবধান কমে গিয়েছিল।

সারিবদ্ধ যাত্রীরা এক-এক করে ওই চৌকি আর সিঁড়িতে পা রেখে উঠে পড়েছিল ট্রেনে। সবশেষে চৌকিসমেত ওই দুই রেলকর্মী ওঠার পরে ছেড়ে দিয়েছিল ট্রেন।

মস্ত কম্পার্টমেন্ট। মধ্যিখানে চলাচলের পথ, দু’দিকে আরামপ্রদ অনেকগুলো টু-সিটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য কামরা বিরাট বিরাট কাচের জানালা দিয়ে মোড়া। দু’দিকেই বহুদূর পর্যন্ত চোখ যায়। বাইরে চষা খেত, ফসল, গাছপালা, দূরে ছোটখাটো কিছু টিলা। এদিকে, দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে যাওয়া কিছু উপত্যকা আছে। দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না।

ট্রেনটি ভেস্টিবিউল। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার পথ বেশ সুগম। কাছে গেলেই কাচের বন্ধ দরজা আপনাআপনি খুলে যায়। চমৎকার একটা প্যান্ট্রিকার আছে ট্রেনের সঙ্গে। পছন্দসই খাদ্য, পানীয় সংগ্রহ করে সিটে এসে বসা যায়।

সিটে বসার কিছুক্ষণ বাদেই টিকিট চেকিং হয়ে গিয়েছিল। চেকিংয়ের পরে টিকিট চেকার প্রতিটি সিটের মাথায় বাংকের গায়ে একটা স্টিকার সেঁটে দিচ্ছিলেন। কারণটা একটু পরে বুঝেছিলাম। বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিভিন্ন যাত্রী উঠে ফাঁকা সিটে বসেছিল। স্টিকারহীন সব সেই সিটগুলো চেকার বেশ সহজেই চিনে ফেলেছিলেন।

এই পথের শেষ স্টেশন শিকাগো। পুরো নাম শিকাগো-ইউনিয়ন স্টেশন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার একটু আগে এসে টিকিট চেকার ওই স্টিকারগুলো সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন।

গন্তব্যপথে যা কিছু চোখে পড়েছিল তাই আগ্রহ সহকারে দেখছিলাম, যা কানে আসছিল-তা সে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আসলে সবকিছু দেখা ও শোনার জন্য মন বোধহয় বিশেষ একটি বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল আগেভাগেই। এই গন্তব্যস্থলটি ভারতবাসীর কাছে, বিশেষ করে প্রত্যেক বাঙালির কাছে, অন্য একটি মাত্রা নিয়ে আসে। এ সেই শিকাগো, যেখানে সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত তিরিশ বছরের এক বাঙালি সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজয় করে ফেলেছিলেন। সেই জয়ে একবিন্দু রক্তপাত হয়নি।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় গোটা পৃথিবীর একশো বিশ কোটি মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রায় সাত হাজার মহাপণ্ডিত উপস্থিত হয়েছিলেন।

সেদিনের সভায় ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বক্তা বিবেকানন্দের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তিরিশজনের পরে। পূর্ববর্তী বক্তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে ডাক পড়েছিল তরুণ সন্ন্যাসীর। কিন্তু সংকুচিত স্বামীজি সভাপতিকে বলেছিলেন, ‘না, এখন নয়।’

বারকয়েক ডাকা হয়েছিল এবং প্রতিবারই ওঁর এক উত্তর। সন্ন্যাসীর ভাবগতিক দেখে সভাপতিমশাই ধরে নিয়েছিলেন- এই মানুষটি শেষ পর্যন্ত আর বক্তৃতা দেবেন না।

শেষবেলায় সভাপতি ওঁকে ডাক দিয়ে বললেন- এবার বলতেই হবে, না হলে আর সময় দেওয়া যাবে না।

আর বসে থাকা উচিত নয় ভেবে আসন ছেড়েছিলেন স্বামীজি। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তরুণ বক্তার মুখে তখন ‘রক্তিমাভা’ ধরেছিল।

কিন্তু স্বামীজির সম্বোধন শুনে সুবিশাল সেই জনসমাবেশ ফেটে পড়েছিল প্রবল হাততালিতে। আগের সব বক্তাই প্রচলিত পথ ধরে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন- লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান। কিন্তু স্বামীজি একেবারে গোড়া থেকেই আলাদা। তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে গাঢ় উচ্চারণে উঠে এসেছিল- সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা।

বক্তৃতাটি ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অমন উদার, বিশ্বজনীন ভাব আর কোনও বক্তৃতায় শোনা যায়নি সেদিন। স্পষ্ট কথায় স্বামীজি বলেছিলেন, ‘সকল ধর্মের গন্তব্যস্থান এক।’

ওই বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ওই সমাবেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর মত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। ‘পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তাঁর পদানত হয়ে পড়েছিল।’ এই কথাটির ভিতর যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি ছিল না- তার প্রমাণ পরবর্তী সেই চমকপ্রদ ইতিহাস, যা গল্পকথাকেও হার মানায়।

শিকাগো ধর্ম মহাসভার আয়োজন করেছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের ‘হল অফ কলম্বাস’-এ। ওই

ইনস্টিটিউটটি শহরের মাঝখানে। শিকাগো রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব খুব বেশি নয়। ট্রেনের জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এইসব খেলে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। সেইসঙ্গে হয়তো কিছু চাপা উত্তেজনাও ছড়াচ্ছিল শরীরে।

সদ্য সদ্য দেখে আসা মার্ক টোয়েনের ছেলেবেলার হ্যানিবল শহরের বিভিন্ন দৃশ্যও ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেকার হ্যানিবলের সঙ্গে সেদিনের শিকাগোর বোধহয় খুব একটা তফাত ছিল না।

১৮৯৩ সালে শান্ত, নিস্তরঙ্গ শিকাগো শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র তিনশো পঞ্চাশ। ঘুমন্ত গ্রাম হ্যানিবলের সঙ্গে চেহারা, চরিত্রে খুব একটা অমিল ছিল না সেই শিকাগোর। কিন্তু তারপরেই ব্যবধান বাড়তে শুরু করেছিল খুব দ্রুত। মাত্র সাত বছরের মধ্যে শিকাগোর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চার হাজারে। আর এখন?

ইলিনয় রাজ্যের বৃহত্তম শহর শিকাগোর জনসংখ্যা এখন প্রায় সাতাশ লক্ষ। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি তৃতীয় বৃহত্তম শহর। অবস্থান সুবিশাল মিশিগান লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে। জনসংখ্যার বিচারেও স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শিকাগো আমেরিকার তিন নম্বর জায়গায়। এখনকার ও’হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর।

সুবিশাল বন্দর-শহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ দশটি অর্থনৈতিক বিকাশ কেন্দ্রের মধ্যে জায়গা পেয়েছে শিকাগো। শহরটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্ত ঘাঁটি। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এখান থেকেই উঠে এসেছেন।

শিকাগোর মহান একটি ঐতিহ্যও আছে। বরাবর এই শহরটি বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ে সভা-সমাবেশের আয়োজন করে এসেছে। ওই সব আয়োজন ছিল কখনও আন্তর্জাতিক, কখনও জাতীয় বা প্রাদেশিক স্তরে। সেই আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে একশো একত্রিশ বছর আগে।

জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম, কিন্তু মাঝেমধ্যেই মাথার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল শিকাগোর টুকরো টুকরো নানা ইতিহাস। ঘণ্টাখানেক একভাবে বসে থাকার পরে প্যান্ট্রিকার থেকে একগ্লাস গরম কফি আর একটি চিকেন বার্গার নিয়ে এসেছিলাম।

ব্লুমিংটন থেকে শিকাগো মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। শিকাগো পৌঁছোবার আধ ঘণ্টা আগে ট্রেনের কামরায় লাগানো মাইক্রোফোনে ছোট্ট একটি ঘোষণা ভেসে এল- দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের প্যান্ট্রিকার বন্ধ হয়ে যাবে।

আমেরিকানরা খেতে খুব ভালোবাসে। চলার পথে অনেকের হাতেই থাকে কফির গ্লাস বা কোল্ড ড্রিংকসের বোতল, আইসক্রিম, স্যান্ডউইচ বা বার্গার। বিশালদেহী বা অতিমাত্রায় স্থুল আকৃতি পুরুষ বা মহিলার দেখা মেলে প্রায়ই। কিন্তু সবসময়ই তাদের চলাফেরায়, হাসি-গল্পে জীবনীশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস। স্বাস্থ্যচর্চাতেও গভীর মনোযোগ। সকাল-সন্ধ্যায় তো বটেই, শনি-রবি সারাদিনই পথেঘাটে বিস্তর জগার, ওয়াকারের দেখা মেলে। জিমেও ছোটে বেশিরভাগ মানুষ। শরীরে বাড়তি ক্যালোরি নেওয়া ও সেই ক্যালোরি পোড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগের বিন্দুমাত্র খামতি নেই।

শিকাগো ইউনিয়ন স্টেশনটি বেশ বড়। ছোট, বড়, মাঝারি নানান এলাকা থেকে প্রচুর ট্রেন আসে এখানে। জমজমাট স্টেশনে জনস্রোত। স্টেশন থেকে ওপরে উঠে আসার জন্য এলিভেটর ব্যবহার করতে হয়েছিল। ওপরেই বাইরে যাওয়ার পথ।

নির্দিষ্ট পথ ধরে একসময় স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে ব্যস্ত একটি চওড়া রাস্তা। রাস্তায় গাড়ির পরে গাড়ি। দু’দিকের সাইড ওয়াকে মোটামুটি ভালোই ভিড়। তবে আকাশ দেখা মুশকিল। আশপাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি- পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরতলা। স্কাইস্ক্র্যাপারের শহর শিকাগো। ে

অট্টালিকাগুলোর ফাঁকফোঁকর দিয়ে সকালের ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছিল কোথাও কোথাও। বাতাসে হালকা শীত। আমার গায়ে জ্যাকেট, মাথায় গলফারদের টুপি, কাঁধে ব্যাগ। সামনের সাইড ওয়াক ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। আশপাশের কিছু নারী-পুরুষ দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। কাজের দিনের সকাল। বোঝা যায়, এরা কর্মস্থলের পথে ছুটছে।

ওই মুহূর্তে আমি ছিলাম একেবারেই উদ্দেশ্যহীন। শিকাগোর পথে খানিকক্ষণ বরং স্রোতে ভাসি। ডানদিক, বাঁদিকের মস্ত মস্ত শো-উইন্ডো দেখি, মাঝে মাঝে উটের মতো মুখ তুলে স্কাইস্ক্র্যাপার দেখি। এলোমেলোভাবে শহরের কিছুটা স্বাদ নেওয়ার পরে ভ্রমণসূচির মধ্যে ঢোকা যাবে। পকেটে কিছু পয়সাকড়ি থাকলে নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে হারিয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভালো। এই কথাটা বোধহয় আমার ওপর অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলেছিল।

জনমন জনমত

পথকুকুরদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুর আমাদের শহরে একটি সাধারণ ছবি। অনেকেই এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে খাবার দিয়ে থাকেন। তবে সম্প্রতি কিছু ঘটনা উঠে এসেছে, যেখানে কুকুররা আচমকা পথচারীদের আক্রমণ করেছে, বিশেষত শিশুদের কামড়ে দিয়েছে।

নিয়মিত খাবার পাওয়ার কারণে কুকুররা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়। এতে তাদের এলাকা নিয়ে মালিকানাবোধ তৈরি হয়, যা তাদের আগ্রাসী করে তোলে। ফলে রাস্তায় থাকা কুকুরগুলোর বেশিরভাগই টিকাদানের বাইরে থেকে যায়। ওরা কামড়ালে জলাতঙ্কের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই অবস্থায় রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে কুকুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে তারা নিরাপদে এবং মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া খাবার পাবে। রাস্তার কুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে তাদের খাবার ও যত্নের ব্যবস্থা করা উচিত।

রীতম হালদার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ভাইরাল হওয়ার অদৃশ্য প্রতিযোগিতা যেন সকলের মধ্যে

বর্তমান সমাজের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার প্রবল ইচ্ছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সকলেই ভাইরাল হওয়ার বাসনায় এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। দিনে, রাতে, পথে-প্রান্তরে, সাতসকাল থেকেই দৃশ্যমান হয় ভিডিও বা রিলস তৈরির অদ্ভুত সব কসরত। সকালের বাসন মাজা থেকে, রান্নাবান্না- কোনওকিছুই বাদ যায় না। একথা সত্যি, যা ভালো কিছু আনন্দদায়ক বা শিক্ষণীয়, পাবলিক স্ফিয়ারে আসবে, সকলে দেখবেনও। তবে ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতা কিন্তু সর্বজনীন নয়।

তবে এই অবস্থার জন্য অবশ্য আমাদের ভূমিকাও কম নয়। নিম্নরুচির রিলস ভাইরাল হওয়ার পেছনে তো থাকেন দর্শকরাই। চাহিদা আছে বলেই তো এই ধরনের ভিডিওগুলো তৈরি হচ্ছে বেশি বেশি। আসলে সাধারণ রুচির মানুষজন সর্বকালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর আজকাল হাতে হাতে মোবাইল। তাই দর্শকরাই ঠিক করছেন, কোনটা চলবে, কোনটা চলবে না। আর ব্যস্ত জীবন, অফিসের অ্যাসিডিক ওয়ার্ক কালচার, অথবা হতাশাগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাপনা, দিনের শেষে অনেকেই খোঁজেন একটু ভাঁড়ামো বা ‘দিলখুশ’ করা আনন্দ। বেকারত্ব, জীবনের অসম প্রতিযোগিতায় চাপে থাকা ব্যক্তিটি মনের অজান্তেই কারও বোকা হওয়ার ভিডিও দেখে একধরনের স্যাডিস্টিক প্লেজার লাভ করেন। তবে এই ভিডিও কনটেন্ট তৈরির বিপ্লবের পেছনে কিন্তু অর্থায়ন অনেকাংশেই দায়ী। শুধুমাত্র পরিচিত হওয়াই নয়, যখন থেকে সামাজিক মাধ্যমে অর্থলাভের ব্যাপারটি এসেছে, সামাজিক মাধ্যমে একধাক্কায় সবাই ডিজিটাল ক্রিয়েটর হয়ে গিয়েছেন। যত শোনা গিয়েছে, কারও অ্যাকাউন্টে ডলার ঢোকার গল্প, ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছে তত।

সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় থাকা, রিলস বা মিম তৈরি করা যে খারাপ বা সময়ের অপচয়- তা একদমই নয়। অনেকেই শরীর-স্বাস্থ্য বা ভ্রমণ সহ অনেক ভালো ভালো বিষয়ে ভিডিও করছেন, যেগুলো সত্যিই মৌলিক, সৃজনশীল ও শিক্ষণীয়। অনেকে একে পেশা হিসেবেও নিয়েছেন।

তবে সবাই মিলে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বিপদ। অতিরিক্ত কোনওকিছুই অস্বাস্থ্যকর। ভালো কনটেন্ট তৈরিরও বোধহয় কোনও শর্টকাট নেই। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন দক্ষতা, পরিশ্রম ও গবেষণা। আর পরিমিতি এবং ন্যূনতম রুচিবোধ সর্বক্ষেত্রেই অতি আবশ্যিক। না হলে নেহাত শখ বা আনন্দের উপকরণও সমাজে বিষ ছড়াতে পারে।

ডঃ অসিতকান্তি সরকার
অধ্যাপক, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার।

প্রশ্নপত্র শুধু ইংরেজিতে, সমস্যায় পড়ুয়ারা

২০২৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। মেজর এবং মাইনর- এভাবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বিষয় নিতে হয়। কিন্তু বিকম মেজর বিষয়গুলির পরীক্ষার প্রশ্ন শুধুমাত্র ইংরেজিতে নেওয়া হচ্ছে। যদিও ২০২২ সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশ্নপত্র ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও ছিল। এখন আমাদের মতো বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ইংরেজিমাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা নিজের ভাষায় প্রশ্ন বুঝতে পারছে। কিন্তু আমরা পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আগের মতো ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও প্রশ্ন করলে সবারই সুবিধা হবে।

পামেলা আইচ
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

লিটল ম্যাগাজিনের জন্য জায়গার অভাব বইমেলায়

বাঘা যতীন পার্কে চলছে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। এই মেলায় প্রচুর সংখ্যক বই প্রকাশনী সংস্থা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একটিমাত্র ক্ষুদ্র পরিসরে মাত্র কয়েকজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি এবং আশপাশের এলাকায় প্রচুর সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্থানাভাবে তাদের বসার ব্যাপারে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

আশা করি, বইমেলা কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আরও কিছুটা বেশি স্থান বরাদ্দ করে তাদের বসার ব্যবস্থা করবে।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৪

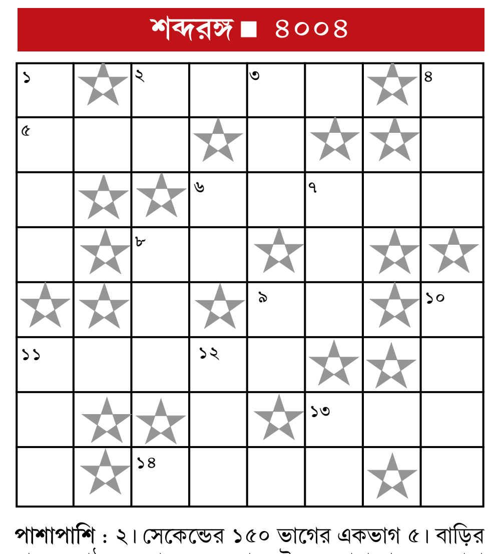

পাশাপাশি : ২। সেকেন্ডের ১৫০ ভাগের একভাগ ৫। বাড়ির ছাদের কাঠ ৬। যার চক্ষুলজ্জা নেই ৮। সাধারণত দেবতারা দিয়ে থাকেন ৯। পুরো ৩৬৫ দিন ১১। যা চিন্তা করা যায় না ১৩। পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত দিয়ে ঘেরা মালভূমি ১৪। যে ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে।

উপর-নীচ : ১। আচার ব্যবহার ২। কোনও কাজের নয়, বোকাসোকা ৩। স্পর্শ বা ছুঁয়ে দেওয়া ৪। গহ্বর, ছিদ্র ৬। যে গোপনে খবর জোগাড় করে ৭। লাঠি মাথায় জলন্ত আগুন ৮। একসঙ্গে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ৯। রাজি হওয়া বা অনুমতি ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। যার এখনও খাওয়া হয়নি ১২। একদম চুপ ১৩। গিলে অথবা চিবিয়ে খাওয়া যায়।

সমাধান ■ ৪০০৩

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। মলিদা ৫। ইকড়ি-মিকড়ি ৬। ননদ ৭। অর্জুন ৯। ময়নাতদন্ত ১২। সামাল ১৩। কালঘুম।
উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। দাবড়ি ৫। ইদ ৭। অন্ত ৮। নরোত্তম ৯। মনসা ১০। নাকাল ১১। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে এখনও টানাটানি মহারাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর: ভবি বোধহয় ভোলার নয়! নাহলে এত নাটক কীসের মহারাষ্ট্রে!

মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। মঞ্চ, গ্যালারি সব দস্তুরমতো প্রস্তুত। অথচ অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা আগেও পরিষ্কার নয়, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ না কি একনাথ শিন্ডে, কে মাঠে নামবেন মুখ্যমন্ত্রিত্বের ব্যাট হাতে নিয়ে!

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাতে যাননি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটের নেতারা। কখন যাবেন তাও জানা যাচ্ছে না। আসলে বিজেপির ফড়নবিশ, শিবসেনার শিন্ডে এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার এদিন ছিলেন আলাদা আলাদা জায়গায়। ফড়নবিশ মুম্বইয়ে, 'অসুস্থ' শিন্ডে থানেতে এবং অজিত 'ব্যক্তিগত কাজে' দিল্লিতে।

বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠকের পর বৈঠকে বসার কথা মহাযুতির তিন শীর্ষনেতার। বৃহস্পতিবার শপথ করাতে হলে বুধবারই তাঁদের সরকার গঠনের দাবি নিয়ে যেতে হবে রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তার কোনও ইঙ্গিত নেই।

ভারতে বাঘের মৃত্যুহার বেড়ে ৫০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ২০২৩ সাল থেকে এদেশে বাঘেদের মৃত্যুর হার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর মৃত্যুহার বেড়েছে ৫০ শতাংশ। সোমবার সংসদে এই তথ্য দিয়েছেন পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। গত তিন বছরে রাজ্যওয়াড়ি বাঘের মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিয়েছেন। গত বছর ১৮২টি বাঘ মারা গিয়েছিল। ২০২২-এ সংখ্যাটা ছিল ১২১।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু ও কেরলে বাঘের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। ঘটনা হল, সরকার এই রাজ্যগুলিতে বাঘ সংরক্ষণে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো সত্ত্বেও মৃত্যুহার বেড়েছে। গোটা দেশে যে সংখ্যায় বাঘ মারা গিয়েছে, তার ৭৫ শতাংশ মারা গিয়েছে উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে। ২০২২-২৩ সালে মহারাষ্ট্রে ৪৬, মধ্যপ্রদেশে ৪৩, উত্তরাখণ্ডে ২১টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ সালে মহারাষ্ট্রে আর্থিক বরাদ্দ ৯ শতাংশ বাড়িয়ে ৪,৩০৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, আগে ছিল ৩,৯৫৬ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ সবচেয়ে বাড়ানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। ৮০৯ লক্ষ টাকা থেকে ২,৬১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বাঘেদের মৃত্যুর পিছনে বড় কারণ চোরাশিকার। এটা আটকানো যাচ্ছে না। অসুস্থ হয়েও মারা যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি।

মোদির প্রশংসায় অক্সফোর্ড

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নে ডিজিটাল গভর্নেন্স কত বড় ভূমিকা নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'প্রগতি' প্রকল্প। এভাবেই মোদির এই স্বপ্নের প্রকল্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

২০১৫-এ 'প্রগতি' অর্থাৎ 'প্রো অ্যাকটিভ গভর্নেন্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেনটেশন' প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, নয় বছর আগে সূচনা হওয়ার পর 'প্রগতি' ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ২০২৩-এর জুন পর্যন্ত প্রায় ১৭.০৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪০টি প্রকল্প এই প্ল্যাটফর্মের সুফল পেয়েছে। ভারতের শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদির এই প্ল্যাটফর্মে জড়িয়ে থাকা 'প্রগতি'কে আরও সফল করে তুলেছে। 'প্রগতি' প্রকল্প চালুর মূল লক্ষ্য ছিল পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ত্বরান্বিত করা, কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যপূরণ করা ইত্যাদি। যে কোনও প্রকল্পের জট দ্রুত খুলতেও সাহায্য করেছে এই প্ল্যাটফর্ম। এজন্য মূল কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদির বলেও দাবি করা হয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওই রিপোর্টে।

আজ সম্ভালে যাবেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সম্ভাল যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার সপা, কংগ্রেসের ৪ সাংসদকে নিয়ে তাঁর সম্ভাল যাওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাইয়ের দাবি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও রাহুলের প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে পারেন। সম্ভালে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। এরই মাঝে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন রাহুল।

সংসদ চত্বরে স্বমেজাজে তাঁরা ... মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

ঢাকার নির্দেশে বন্ধ ত্রিপুরার কনসুলেট

আগরতলায় ধৃত ৭, বরখাস্ত ৩ পুলিশকর্মী

আগরতলা ও ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হল। হিন্দুত্ববাদীদের ভাঙচুরের জেরে ত্রিপুরার আগরতলা কনসুলেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন মঙ্গলবার বলেন, 'নিরাপত্তার কারণে আগরতলা কনসুলেটের যাবতীয় কাজকর্ম আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে। ওই মিশন থেকে বাংলাদেশের ভিসা দেওয়া হবে না।'

অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিষেবা না দেওয়ার কথা জানিয়েছে ত্রিপুরার হোটেল ও রেস্তোরাঁ সংগঠন। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকরা এই রাজ্যে এলে আমরা তাঁদের সম্মান দিই। তাঁদের পরিষেবায় ত্রুটি থাকে না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশের কিছু লোক ভারতের জাতীয় পতাকার অপমান করছে, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রতিবাদে ত্রিপুরার হোটেলমালিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে বাংলাদেশিরা রাজ্যের কোনও হোটেল পরিষেবা পাবেন না।'

সোমবার আগরতলা কনসুলেটে হামলার অভিযোগ উঠেছে হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি নামে একটি সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। হামলাকারীরা কনসুলেটের বাইরের অংশে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন বলে ঢাকার তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে ৩ পুলিশকর্মীকে। এছাড়া এক পুলিশকর্তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কনসুলেটে হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি জারি করেছে সাউথ ব্লক। বাংলাদেশ দূতাবাস ও সবকটি কনসুলেটের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। হামলার কড়া নিন্দা করেছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত। এই ঘটনা ভিয়েনা চুক্তির বিরোধী। এদিন ঢাকায় বিদেশমন্ত্রকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে। ভারপ্রাপ্ত বিদেশসচিব এম রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরিয়ে ভার্মা বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক বহুমুখী। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ হতে পারি না।'

এদিকে আগরতলার ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ফের ভারতবিরোধিতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে মৌলবাদীরা। ভারতবিদ্বেষী পড়ুয়াদের সামনে রেখে সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে তারা। সোমবার রাত থেকে আগরতলার ঘটনা নিয়ে বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেখানে 'হাইকমিশনে হামলা কেন? দিল্লি তুই জবাব দে', 'গোলামি নয় আজাদি, আজাদি', 'দিল্লি নয় ঢাকা, ঢাকা' স্লোগান উঠেছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহি সহ বিভিন্ন জায়গায় ভারতবিরোধী মিছিল হয়েছে। হামলার আশঙ্কায় ঢাকার গুলশনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহি, সিলেট এবং খুলনার কনসুলেটের নিরাপত্তায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ সরকার। চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন খারিজ, তাঁর আইনজীবীর ওপর হামলা, একের পর এক সংখ্যালঘুর গ্রেপ্তারি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আগরতলার ঘটনাকে সামনে রেখে ইউনূস প্রশাসন তথা শেখ হাসিনার বিরোধী শক্তিগুলি পায়ের তলার মাটি শক্ত করার চেষ্টা করছে বলে কূটনৈতিকমহলের ধারণা।

বাংলাদেশের নেতা-মন্ত্রীরা ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও দেশবাসীকে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'আমি আমার সহকর্মী বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং কোনও উসকানিতে পা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

বাংলাদেশ সংসদে তর্জা তৃণমূল-বিজেপির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সংসদে তোলার বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। মঙ্গলবার জিরো আওয়ারে বাংলাদেশ প্রশ্নে সংসদে সরব হলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার আদানি ঘুষকাণ্ড নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করে বিরোধীরা 'ওয়াক আউট' করে। কিন্তু স্পিকারের উদ্যোগে আবার শুরু হয় অধিবেশন। বিরোধীদের শর্ত ছিল, দুটি বিষয়ে কথা বলতে দিতে হবে বিরোধীদের। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং উত্তরপ্রদেশের সম্ভল কাণ্ড। সেই মতোই এই দিন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বাংলাদেশ প্রশ্নে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করল তৃণমূল। এদিন লোকসভায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চলছে। ভারত সরকারের উচিত এই বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে আছি। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর সংসদে এসে এই বিষয়ে বিবৃতি দিন।'

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। বাংলাদেশের পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নেবে, রাজ্য তা পূর্ণ সমর্থন করবে। তবে কেন্দ্রকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করারও প্রস্তাব দেন তিনি। অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অনেকটা সীমান্ত এলাকা রয়েছে বাংলাদেশে। অতীতেও এই রকম উত্তাল সময়ে মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাচ্ছি।' সুদীপের এই বক্তব্য বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানকে সংসদে

> অতীতেও মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাচ্ছি।
>
> **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

> বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই অনুপ্রবেশে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদরা তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ করে উলটে রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'বাংলাদেশে বেছে বেছে হিন্দুদের নির্যাতিত হতে হচ্ছে। মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, আর্থিক তছরুপ হচ্ছে, রাতের বেলা ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে ইসলামে। এপারে এসেও শান্তি নেই। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। সরকারি মদতেই হচ্ছে। তছনছ হচ্ছে সরকারি সম্পদ। ভাঙা হচ্ছে মন্দির। বেলডাঙা, হাওড়া, উলুবেড়িয়ার মতো জায়গায় সরকারি মদতে দাঙ্গা ছড়াচ্ছে।' বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও এদিন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই অনুপ্রবেশে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে। এমনকি, পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মমতা সরকার বিষয়টি কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে এই সমস্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মমতা সরকার বিষয়টি কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে এই সমস্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে।' শমীক ভট্টাচার্যের কথার প্রেক্ষিতে সুদীপের জবাব, 'আমরা বাংলাদেশ ইস্যুতে বলছি বলেই ওরা এত কথা বলছে।'

সামরিক আইন জারি দক্ষিণ কোরিয়ায়

সিওল, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন বা মার্শাল ল জারি করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়ল। দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য এই আইন জারি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট টেলিভিশনে তাঁর ভাষণে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল বিরোধীরা সরকারকে পঙ্গু করে দেওয়ার কর্মকাণ্ডে জড়িত। দেশের সাংবিধানিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামরিক আইন জারি করা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। সামরিক আইনের অধীনে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা স্পষ্ট করেননি ইয়ল।

এই আইন জারির মাধ্যমে সেনার হাতে বাড়তি ক্ষমতা যায়। অসামরিক প্রশাসনকে সাময়িকভাবে স্থগিত করে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামরিক ট্রাইবুনালও করা হয়। খবর, ২০২২ সালের মে মাসে ইয়ুন সুক ইয়ল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

গড়করির দর্শন

নাগপুর, ৩ ডিসেম্বর : জীবন সমস্যায় ভরা। সামাজিক, পারিবারিক, কর্পোরেট জীবনে মানুষকে হাজারো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সেই সমস্ত সামলাতে রপ্ত করতে হয় বাঁচার কৌশল। রাজনৈতিক জীবনও ব্যতিক্রম নয়। রাজনৈতিক জীবনদর্শনে দেখা যায়, যে যত পায় সে আরও বেশি পেতে চায়। রবিবার নাগপুরে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতিন গড়করি রাজনৈতিক জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করে সমস্যা মোকাবিলায় 'জীবন শৈলী' রপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে সমস্যা মেটেনি। সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও যাঁদের নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভাসছে সেই তালিকায় নীতিন গড়করির নাম রয়েছে।

এই আবহে নীতিন গড়করি রাজনীতিকে অতৃপ্ত আত্মার সাগর বলে বর্ণনা করে বলেন, রাজনীতিতে এসে যে যা পান তাতে খুশি থাকতে পারেন না। বিধায়ক মন্ত্রী না হওয়ার কষ্টে ভোগেন। যিনি মন্ত্রী হন তিনি মুখ্যমন্ত্রী না হতে পারার জন্য অখুশি থাকেন। যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা হাইকমান্ডের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকেন।

নীতিনের বক্তব্য, এই কারণে জীবনশৈলী সম্পর্কে জানতে হবে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের আত্মজীবনী থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নীতিন বলেন, 'একজন মানুষ হেরে গেলে ফুরিয়ে যায় না। কিন্তু সরে গেলে শেষ হয়।' নিজেকে সুখী করার জন্য মানবিক মূল্যবোধে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

মনরেগা নিয়ে সোচ্চার কল্যাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : মনরেগায় বাংলার বকেয়া টাকার ইস্যুতে লোকসভায় সোচ্চার হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শীত অধিবেশনে তৃণমূল সাংসদদের কী ভূমিকা হতে চলেছে, তার সুর আগেই বেঁধে দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লিতে এসে সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকেও একই ইস্যু ছিল।

মঙ্গলবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন্দ্র করে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কেন এভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? কেন এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না? আপনারা কি বাঙালিদের পছন্দ করেন না? সেই কারণেই কি বাংলাকে তার ন্যায্য বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে?' কল্যাণ বলেন, 'একশো দিনের কাজ দেওয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব, কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছের বিষয় নয়।' তিনি দাবি করেন, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ১০০ দিনের কাজের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিপুল পরিমাণ বকেয়া রয়েছে, তা এখনও দেওয়ার নাম করছে না কেন্দ্র ।

জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ১০০ দিনের প্রকল্পের মতো কেন্দ্রীয় একটি বৃহৎ প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছোট ছোট কর্মসূচিতে ভাগ করে দিয়েছে, যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প আয়তনে বিরাট এবং এর উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের উপকার। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেটিকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করছে, যাতে প্রকৃত উপভোক্তারা সুবিধা না পেয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী লাভবান হন। এই কারণেই বরাদ্দ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ, 'কেন্দ্র যদি দেড় টাকা পাঠায়। তাহলে উপভোক্তার হাতে পৌঁছায় ১৫ পয়সা মাত্র।'

সংসদের বাইরে হালকা মেজাজে কল্যাণ ও সুদীপ। মঙ্গলবার।

চৌহান আরও বলেন, যদি কোনও প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ সঠিক নিয়ম মেনে খরচ না করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই বরাদ্দ আটকানোর অধিকার রাখে। আইন অনুযায়ী এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাঁর অভিযোগ, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, আর যাঁরা আদতে উপভোক্তা নন, তাঁদের উপভোক্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, যা পুরোপুরি অননুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বদলে তৃণমূল সরকার নিজেদের মতো করে নতুন নামকরণ করেছে।'

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তেজিত কণ্ঠে মন্ত্রীর সমস্ত দাবি খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহার করেছে। যদি তাই হয়, তাহলে কেন্দ্র কেন সেই বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করছে না? কেন এই নিয়ে কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না?'

কল্যাণ আরও প্রশ্ন তোলেন, 'এটা কি বাংলাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও অজুহাত? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার কেন্দ্রের নেই। যদি প্রকৃত কোনও অনিয়ম ঘটে থাকে, তবে তা প্রমাণ করুন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।'

কল্যাণের কথায়, এই বিষয়টি সংবিধানের বিধি লঙ্ঘন করে। কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি সেই প্রশ্নেরও জবাব চেয়ে কল্যাণ বলেন, 'কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আলোচনা প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে? যদি আপনারা বাংলাকে পছন্দ না করেন, তাহলে বলে দিন টাকা দেবেন না।' কল্যাণে কল্যাণের বক্তব্যের পরেই ট্রেজারি বেঞ্চের সঙ্গে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়।

চিন নিয়ে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ভারত ও চিনের সম্পর্কের কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে বলে মঙ্গলবার লোকসভায় দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২০২০ সালের এপ্রিলে গালওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকে ক্রমাগত কূটনৈতিক আলোচনার ফলেই পরিস্থিতি ইতিবাচকভাবে বদলেছে বলে বক্তব্য তাঁর।

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, '২০২০ সাল থেকে ভারত-চিন সম্পর্ক অস্বাভাবিকরকম তিক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ, সেই সময় চিনের কার্যকলাপের জন্য সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতি বিঘ্নিত হয়। তবে তখন থেকে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আমাদের সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে।'

মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রী দুই দেশের এখনকার সম্পর্ক নিয়ে বিবৃতি দিলেন লোকসভায়।

জয়শংকর বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে, তা আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চিনের সঙ্গে কথা ভারত কোনও অবস্থাতেই বন্ধ করতে চায় না।'

তিনি জানান, 'স্বচ্ছ এবং দুই দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য' কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার দিকেই নজর রয়েছে সরকারের।

তিনি জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ রেখায় তার আগের ৪৫ বছরে যা হয়নি, ২০২০ সালের জুন মাসে তা-ই হয়েছে। সেখানে চিনের হামলার পালটা জবাব দেওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরেও আলোচনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত।

'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভ থেকে দূরত্ব তৃণমূল, সপা'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : চলতি শীতকালীন অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল সংসদের দু-কক্ষের কাজকর্ম। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের মকরদ্বারের সামনে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সাংসদরা আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আম আদমি পার্টি , রাষ্ট্রীয় জনতা দল, শিবসেনা(ইউবিটি), ডিএমকে এবং বামপন্থী দলগুলির সাংসদরা। যদিও ইন্ডিয়া জোটের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এদিন লোকসভায় ব্যাংকিং আইন সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বিরোধীরা নোট বাতিল সহ সাম্প্রতিক আর্থিক ইস্যুগুলি তুলে সরকারের সমালোচনা

করেন। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র ধনী ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আলোচনার সূচনা করেন। এরপর কংগ্রেসের উপদল নেতা গৌরব গগৈ নোট বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'নোট বাতিলের ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। কন্যার বিয়ে থেকে শুরু করে বহু মানুষের জরুরি কাজ আটকে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি সেইসময় সাধারণ মানুষের কষ্টকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলসূত্র নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি কি জানেন, নোট বাতিলের সময় কত মানুষকে তাঁদের মঙ্গলসূত্র বিক্রি করে দিতে হয়েছিল?'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ওপর মানুষের আস্থা রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের কারণে। কিন্তু এই বিলের মাধ্যমে সেই নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়বে।'

তাঁর অভিযোগ, 'বিলে চারজন নমিনির উল্লেখ করে ঘুরপথে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে, যা বর্তমান আইনের পরিপন্থী।' কল্যাণ বলেন, 'ব্যাংক সংযুক্তিকরণের ফলে ৪৩,৩৯২ জন কর্মী কাজ হারিয়েছেন।'

জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, 'ব্যাংক সংযুক্তিকরণের ফলে কোনও কর্মীর চাকরি হারানোর ঘটনা ঘটেনি।' পরে ধ্বনিভোটে বিলটি পাশ হয়।

তারাদের কথা

অস্কারে এই প্রথম বাংলা গান, উচ্ছ্বসিত ইমন

অস্কারে নমিনেশন পেয়েছে বাংলা গান! খবরটা সত্যিই চমকে ওঠার মতো। ইমন চক্রবর্তী চমকেই উঠেছেন। কারণ গানটা যে তাঁরই! অবশ্য সে চমকটা পরে। আগে তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দের কারণ হল যে, বাংলা গান নমিনেশন পেল, এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

জানা গিয়েছে, এবার অস্কারের মঞ্চে সেরা মৌলিক গানের তালিকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৮৯টি গান এবং সেরা মৌলিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের জন্য মোট ১৪৬টি গান ব্যালটে রয়েছে। সেই তালিকায় জ্বলজ্বল করছে ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া 'ইতি মা' গানটি।

ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কান ফেরত ছবি 'পুতুল'-এর জন্য 'ইতি মা' গানটি রেকর্ড করেছেন ইমন। শিশু দিবসেই মুক্তি পেয়েছিল গানটি।

ডিসেম্বরের শুরুতে সামনে এল বড় সুখবর। এই খবর যখন এল, ইমন নিজে তখন শুটিং করছেন। গায়িকা জানিয়েছেন, 'আমার ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে খুব... আমি সুপারহ্যাপি। আমি নিজের থেকেও বেশি খুশি, বাংলা গান নমিনেশন পেয়েছে।'

লায়ন কিং-এর মুফাসার মতো গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করবে বাংলার পথশিশুদের নিয়ে তৈরি গান 'ইতি মা', ভেবেই গর্বিত হয়েছেন তিনি। পুতুল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্যও প্রাথমিক ধাপে মনোনীত হয়েছেন সংগীত পরিচালক সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় জানান, অস্কারের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে ক্যাম্পেন করতে হয়। মৌলিক বাংলা ছবির পরিচালকের হাতে অত টাকা নেই। তবে এই সাফল্যে তিনি দারুণ খুশি। ছবিটি মার্কিন মুলুকেও মুক্তি পাচ্ছে।

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার নার্গিস ফকরির দিদি

নার্গিস ফকরি এবার কী করবেন? বলিউডে সময়টা সবে-সবে ফিরতে শুরু করেছে তাঁর। বেশ কিছুদিন কেরিয়ার ছেড়ে পরিবারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফিরতে না ফিরতেই এ কী ঝঞ্ঝাট! 'রকস্টার' খ্যাত অভিনেত্রী নার্গিস ফকরির বোন আলিয়া ফকরিকে নিউইয়র্কের কুইন্সে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক ও বন্ধুকে হত্যার তদন্তে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪৩ বছর বয়সী আলিয়ার উপরে অভিযোগ, একটি দোতলা গ্যারেজে আগুন লাগানোর। যার ফলে এডওয়ার্ড জেকবস ও আনাস্তাসিয়া এটিনি-র মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, আলিয়া ফকরি ২ নভেম্বর ভোরে গ্যারেজে এসেছিলেন এবং জেকবস এই গ্যারেজের উপরের তলাতেই থাকতেন। 'তোমরা সবাই আজ মারা যাবে' বলে চিৎকার করেন নার্গিসের দিদি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ বলেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর কণ্ঠ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন যে বাড়িটিতে আগুন লেগেছে।

ঘটনার সময় জেকবস ঘুমিয়ে ছিলেন। সতর্ক করা হলে এটিনি নীচে নেমে আসেন, কিন্তু জেকবকে বাঁচাতে ফের ফিরে আসেন। তাঁরা

কেউই নিরাপদে জ্বলন্ত ভবন থেকে বের হতে পারেননি। জেকব এবং ইটিনি ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে না পারা এবং অতিরিক্ত তাপের কারণে মারা যান। নিউ ইয়র্কের এক অফিসিয়াল প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে। আলিয়া ফকরির বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি ও সেকেন্ড ডিগ্রিতে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। সঙ্গে আগুন লাগানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর উপরে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আদালত তাঁর রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন এবং তার পরবর্তী হাজিরা ৯ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক মিডিয়ার একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, আলিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রেমিক জেকবের বিচ্ছেদ হয় বছরখনেক আগে। তবে এটি তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। বারংবার জেকবের বাড়ির সামনে গিয়ে অশান্তি করতেন। এমনকী, এর আগেও পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এদিকে নার্গিসের মা বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁর বড় মেয়ে আলিয়া এরকম কিছু করতে পারেন। তাঁর দাবি, আলিয়া এমনিতে খুব শান্ত এবং সকলের যত্ন নেয়। তবে তিনি জানান, দাঁতের কিছু চিকিৎসার পর, তাঁর মেয়ে সম্প্রতিই একটি বিশেষ ড্রাগসে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে তিনি এরকম কিছু ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নার্গিসের মা। তবে নার্গিস নিজে একটি কথাও বলেননি।

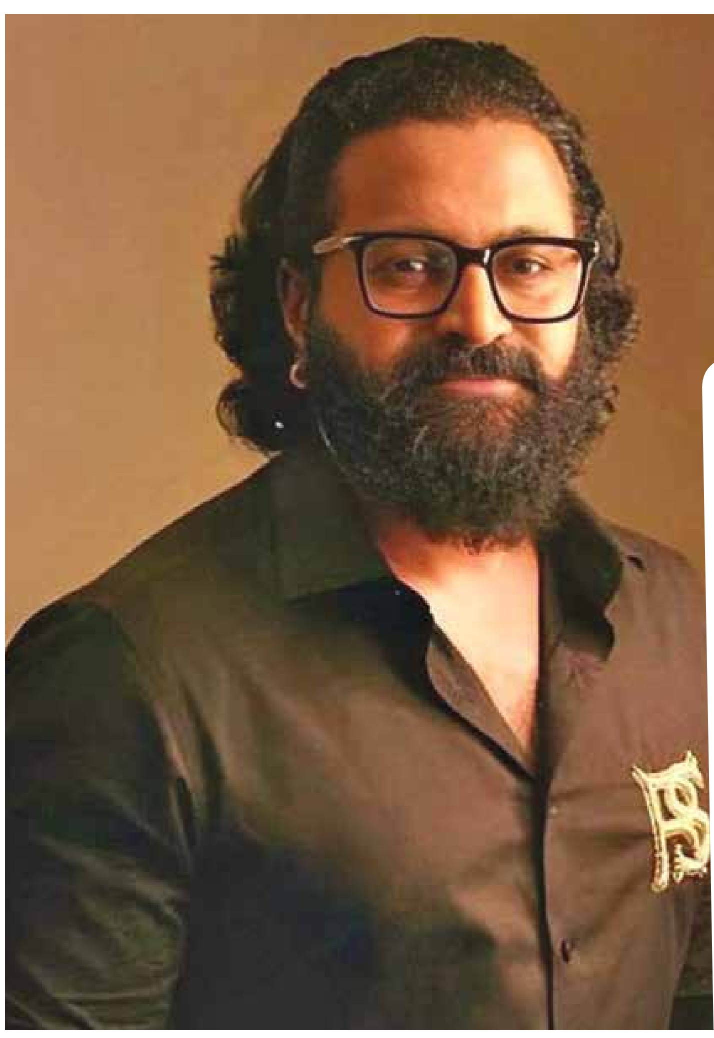

শিবাজির চরিত্রে ঋষভ শেঠি

কানতারা অভিনেতা জাতীয় পুরস্কার জয়ী ঋষভ শেঠি মরাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজি চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবির নাম প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ। মেরি কম, বীর সাভারকর, বাজিরাও মস্তানি-র প্রযোজক সন্দীপ সিং ঋষভের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছেন, সোমবার সেই খবর জানা গেল। চমকদার ভিএফএক্স, ভিস্যুয়ালস ও মিউজিকের সঙ্গে বিশ্বের নামি টেকনিশিয়ানদের নিয়ে শিবাজির জীবনের গাথা পর্দায় উঠে আসছে এবং নির্মাতারা দাবি করেছেন খুব বড় ক্যানভাসে এই ছবি হবে, এর আগে এমন অভিজ্ঞতা দর্শকদের হয়নি। নিজের চরিত্র নিয়ে ঋষভ বলেছেন, 'সন্দীপ যেভাবে এই ছবির বর্ণনা করেছেন, তা অসাধারণ। শুনেই হ্যাঁ বলেছি। আর শিবাজি মহারাজ জাতীয় নায়ক। ইতিহাসে তাঁর গভীর প্রভাব আছে। তাঁকে, তাঁর জীবনকে পর্দায় নিয়ে আসা আমার কাছে পরম গৌরবের।'

সন্দীপ বলেছন, 'ঋষভ, শিবাজির চরিত্রে আমার প্রথম ও একমাত্র পছন্দ। ঋষভই শিবাজির সাহস, শক্তি, বীরত্ব পর্দায় তুলে ধরার একমাত্র লোক। এই ছবি আমার স্বপ্ন। শিবাজির গাথা পর্দায় তুলে ধরতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি।' ছবি ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি বিশ্বের বাজারে মুক্তি পাবে।

রেড সি ফেস্টিভালে সম্মানিত হবেন আমির

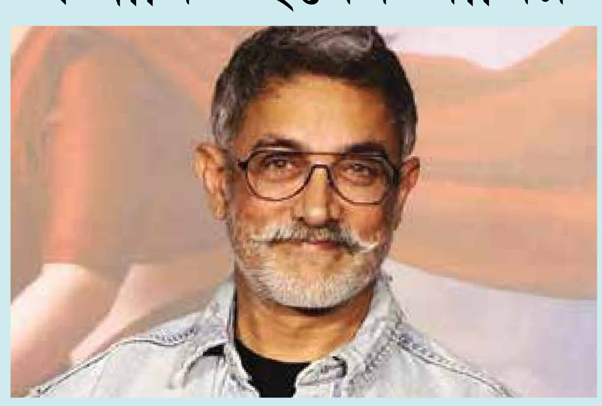

সৌদি আরবের জেড্ডায় ২০২৪ সালের রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভালে আমির খান সম্মানিত হবেন। তাঁর সঙ্গে সম্মান দেওয়া হবে অস্কার মনোনীত অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্টকে। ইজিপ্সিয়ান লিজেন্ড মোনা জাকি-ও সম্মানিত হবেন। উৎসবের প্রথম সন্ধেতেই এই সম্মান দেওয়ার কাজ হবে। এরপর দুই অভিনেতা ইন কনভার্সেসন উইথ-এ যোগ দেবেন, তাঁদের কেরিয়ার ও সৃজনশীলতা নিয়ে কথা বলতে। উৎসবে বক্তব্য রাখবেন হলিউডের ইভা লনগোরিয়া, অ্যান্ড্রিউ গারফিলড, রণবীর কাপুর। এ প্রসঙ্গে আমির বলেছেন, 'আমাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আয়োজকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিনেমা আমার ভালোবাসা। বিশ্বের এমন চিত্র-ব্যক্তিত্বদের মধ্যে জায়গা পাওয়া সত্যই সম্মানের।' এমিলি ব্লান্ট ক্রিস্টোফার নোলান-এর ওপেনহাইমার-এর জন্য সেরা সহ অভিনেত্রী বিভাগে অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। এই ফেস্টিভাল নতুন প্রতিভা ও নারীশক্তিকে তুলে ধরছে বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই উৎসব চলতি বছর চারে পা দিল।

পুষ্পা ৩ নিশ্চিত

পুষ্পা ২ মুক্তি পাচ্ছে ৫ ডিসেম্বর। এর মধ্যেই পুষ্পা ৩-এর কথা জানা গেল। অস্কার জয়ী সাউন্ড ডিজাইনার রেসুল পুকুট্টি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করছেন। সেখানে পুষ্পা ৩: দ্য রামপেজ-এর সাউন্ড মিক্সিংয়ের কাজ শেষ করেছেন, সেই তথ্য দিয়েছেন। ছবির নায়ক আল্লু অর্জুনই থাকবেন এবং এটি যে বড়পর্দায় বড় ক্যানভাসে আসছে তাও জানিয়েছেন তিনি। তবে এরপরই তিনি পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছেন। এর থেকে এটি অবশ্য স্পষ্ট, পুষ্পা ৩ হচ্ছে। অমুমান করা হচ্ছে, ছবিতে খলনায়ক হতে পারেন বিজয় দেবারাকোন্ডা।

একনজরে সেরা ৫

প্রচারে লস্ট লেডিজ

কিরণ রাও-এর লাপতা লেডিজ অস্কারে ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি। আমেরিকায় তার নতুন নাম লস্ট লেডিজ। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের প্রচার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ছবির বিশেষ প্রদর্শন হবে। সঞ্চালক হলিউডের পরিচালক আনফানসো কুয়ারন। গত মাসে শেফ বিকাশ খান্নার রেস্তোরাঁয় আমির ছবির অস্কার- প্রচার আরম্ভ করেছিলেন।

পুরস্কৃত ভারতীয় ছবি

পায়েল কাপাডিয়ার হিন্দি-মালায়ালাম ছবি অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ লাইট ২০২৪ সালের গোথাম অ্যাওয়ার্ডসে সেরা আন্তর্জাতিক ছবির পুরস্কার পেল নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে। চলতি বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্রাঁ পি, এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে এই ছবি। ৩০ বছরে কান-এ এই প্রথম ভারতীয় ছবি পুরস্কার পেল।

অজয়ের দুটি সিনেমা

আগামী বছর ১ মে অজয় দেবগণের ছবি রেইড মুক্তি পাবে। এই দিনই অজয়ের আর একটি ছবি দে দে পেয়ার দে ২ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়টির মুক্তি পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই তারিখ এখনও জানা যায়নি। রেইড-এর পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা, অজয় ছাড়া ছবিতে আছেন রীতেশ দেশমুখ, বাণী কাপুর প্রমুখ।

নাগা, শোভিতার বিয়ে

আগামী ৪ তারিখে নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালার বিয়ে হবে আক্কিনেনি পরিবারের নিজস্ব অন্নপূর্ণা স্টুডিওতে। নাগা ঐতিহ্যবাহী পঞ্চা পরবেন। শোভিতা পরবেন সোনার সুতোয় বোনা কাঞ্জিভরম বা হাতেবোনা সাদা খাদি শাড়ি। ৮ ঘণ্টার এই বিয়েতে হাজির থাকবেন আল্লু অর্জুন সহ অন্য তারকারা।

আইনি পথে পরিচালকরা

দীর্ঘদিন ধরে টলিপাড়ায় ফেডারেশন ও পরিচালকদের মধ্যে চলা বিবাদের অবসান করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় একটি কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয় পুজোর সময়ে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অবস্থা পর্যালোচনা করে কমিটি রিপোর্ট দেবে, কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই পরিচালকরা আইনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁরা এই খবর জানিয়েছেন।

ফ্রেডি ২, ইঙ্গিত কার্তিকের

ভুল ভুলাইয়া ৩ বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যে ফ্রেডি ২-এর ইঙ্গিত দিলেন কার্তিক আরিয়ান। ছবির বয়স ২ বছর। তাই এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের বিশেষ কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন কার্তিক নেটে, তার সঙ্গে ছবির সিক্যুয়েলের বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার জন্য কার্তিকের ফ্যানরা বেশ উল্লসিত।

ফ্রেডি-র কথায় তিনি বলেছেন, 'ফ্রেডি হয়ে ওঠা সহজ ছিল না। ১৪ কেজি ওজন বাড়ানো, চরিত্রের মনের মধ্যে ঢুকে পড়া। ফ্রেডি তেমনই ইলেকট্রিফাইং আমার কাছে, আমি ওকে এখনও ভালোবাসি।' তারপরই তিনি লিখেছেন, 'ফ্রেডি ছবিটা এখনও আবেগ আর পাগলামি ভরা অসাধারণ একটা সফর। ফ্রেডি তার গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে, তার জগৎ সম্পর্কে আরও জানা আজও বাকি।' সবশেষে ছবির জন্য যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'ফ্রেডি-র সফর ভোলার নয়, হয়তো এর সেরাটা আসা এখনও বাকি।' ফ্রেডি-তে কার্তিক এক লাজুক ডাক্তার, সমাজে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। এভাবেই তিনি পড়ে যাবেন এক ফাঁদে, এক ভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁর ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন তিনি।

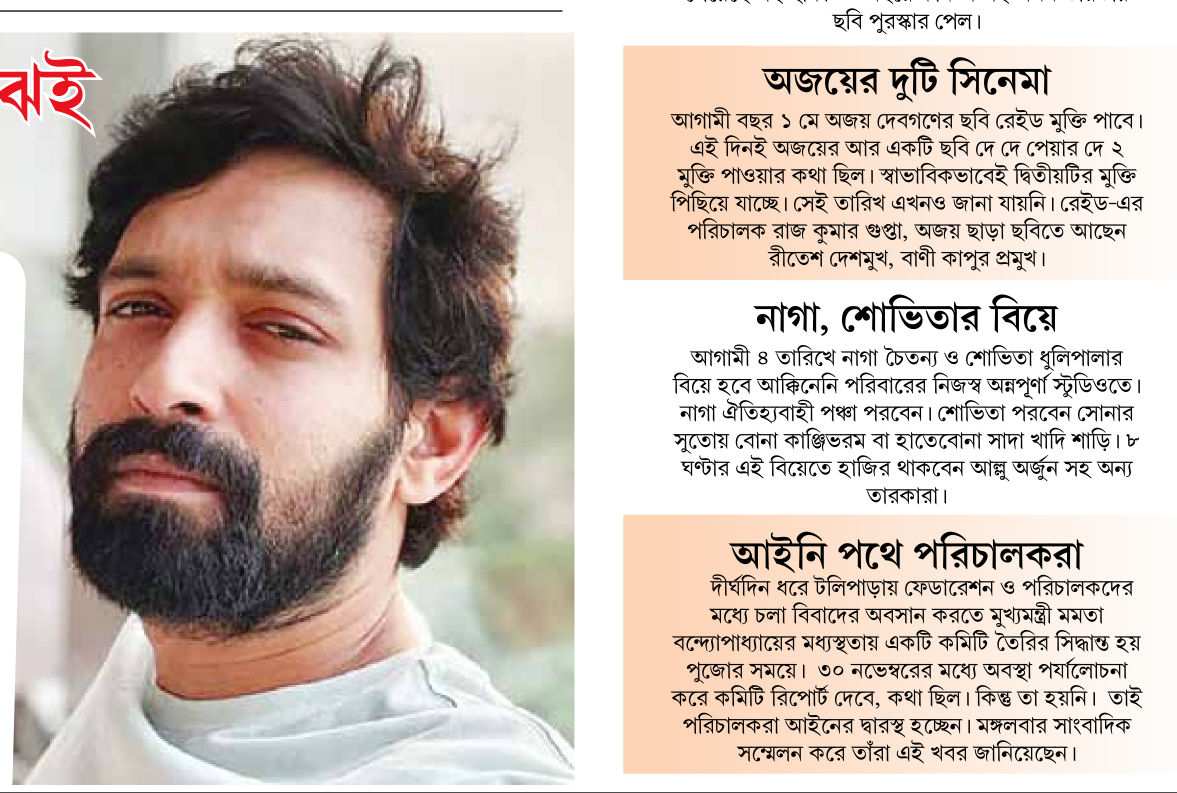

অবসরের ঘোষণার মাঝেই নতুন ছবির ট্রেলার

বিক্রান্ত মাসে অভিনয় থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। অনেকেই বলছেন, এটা পাবলিসিটি স্টান্ট। আবার মঙ্গলবারই তাঁর নতুন ছবি জিরো সে রিস্টার্ট-এর ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। এই ছবি তাঁর গত বছরের হিট ছবি ১২ ফেল-এর নেপথ্য কাহিনি নিয়েই তৈরি বলে জানা গিয়েছে। তবে ট্রেলারে জিরোর কোনও কথা নেই। ১২ ফেল-এর ক্যামেরার পিছনের দৃশ্য, এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিক্রান্তের প্রস্তুতি, বিধুর পরিচালনা, বিক্রান্ত যখন দিল্লিতে শুট করছেন, তার জন্য ফ্যানদের অপেক্ষা ইত্যাদির দৃশ্য আছে। আবার এর মধ্যে গতকালের অবসর-এর ঘোষণার ব্যাখ্যা করে বিক্রান্ত বলেছেন, তিনি অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছেন, অবসর নেননি! সর্বভারতীয় এক পোর্টালে তিনি বলেছেন, 'আমি বিরতি নিচ্ছি। একটা লম্বা ছুটি চাই। পরিবারকে মিস করছি। মানুষ আমার কথার ভুল অর্থ করছে। ...অভিনয়টাই আমি পারি। এখান থেকেই সব পেয়েছি। তবে অনেকদিন কাজ করছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত। তাই কিছুদিনের বিশ্রাম নিয়ে আমার ভিতরের শিল্পীকে আরও ধারাল করতে চাই। তার জন্যই এই বিরতি। সঠিক সময়ে আবার ফিরব।'

এই অবসর-বিতর্কের মধ্যেই সোমবার পার্লামেন্টের বালাযোগী অডিটোরিয়ামে তাঁর দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিটি প্রদর্শিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্য সাংসদরা। ছবি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেও তিনি অবসর নিয়ে কোনও কথা বলেননি।

কলকাতার শিবিরে জনপ্রতিনিধিরা

> মনে হচ্ছে যেন স্কুল জীবনের নিয়মের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমরাই তো বাচ্চাদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমরাও এবার নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেলাম।
>
> –পার্থপ্রতিম ঘোষ, *কাউন্সিলার, আলিপুরদুয়ার*

প্রশিক্ষণ শিবিরে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা পুরসভার কাউন্সিলাররা।

ক্লাসে ফিরলেন কাউন্সিলাররা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : পেশায় শিক্ষক। রাজনীতিতে কাউন্সিলার। আর আপাতত সল্টলেকের পাঠশালায় তাঁদের ভূমিকা মনোযোগী ছাত্রের।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম ঘোষ পেশায় শিক্ষক। রাজনীতির সঙ্গে শহরের ম্যাক উইলিয়াম স্কুলে চক-ডাস্টার নিয়ে ক্লাসরুমটাও ভালো সামলান তিনি। শিক্ষকমশাই কিছুক্ষণের জন্য একটা ক্লাসে গেলেও পড়ুয়াদের কিন্তু ১১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ওই ক্লাসেই থাকতে হয়। ছাত্রদের এই রুটিন কীরকম, সেটা দু'দিন থেকে কিছুটা টের পাচ্ছেন পার্থ নিজেও। কেননা প্রশাসনিক কাজের পাঠ নিতে তাঁকে রীতিমতো ক্লাস করতে হচ্ছে কলকাতায় সল্টলেক সেক্টর থ্রি-তে। সোমবার ও মঙ্গলবার, দু'দিন সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এক ঘরে বসে কাটাতে হয়েছে। মাঝে এক ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক। যেমনটা স্কুলে টিফিনের বিরতি পাওয়া যায়।

এই অভিজ্ঞতা অন্যরকম বলেই মনে করছেন ওই কাউন্সিলার। তাঁর কথায়, 'মনে হচ্ছে যেন স্কুল জীবনের নিয়মের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। আমরাই তো বাচ্চাদের শিক্ষা দিয়ে থাকি। আমরাও এবার নতুন কিছু শেখার সুযোগ পেলাম।'

একইরকম অভিজ্ঞতা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকার এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মাধবী দে সরকারের। এই দুজনও পেশায় শিক্ষক। প্রশিক্ষণের সুবাদেই এই শিক্ষক কাউন্সিলাররা আবার ফিরতে পারলেন ক্লাসরুমে। এই তিনজন সহ ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডলও নতুন কাউন্সিলার হিসেবে ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান স্টাডিজে প্রশিক্ষণ নিতে গিয়েছেন। পুরোনো অভিজ্ঞ কাউন্সিলার বলতে একমাত্র ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়।

দীপ্তর এইরকম প্রশিক্ষণ নেওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও জনপ্রতিনিধি হওয়ার আড়াই বছর পর প্রশিক্ষণ পেলেন বাকি ৪ জন। স্কুলে যেমন আলাদা আলাদা বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষক থাকেন, তেমনই এক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এক ঘণ্টা করে ক্লাস নিয়েছেন কাউন্সিলারদের। শিক্ষকের মধ্যে ছিলেন ইনস্টিটিউট অফ লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড আরবান স্টাডিজের ডিরেক্টর, সুডার ডিরেক্টর, মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট বিশেষজ্ঞ, সরকারি বিভিন্ন প্রোজেক্টের হেড, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের যুগ্ম সচিবরাও। শুধু ক্লাস নেওয়াই নয়, কাউন্সিলারদের কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে সেটারও উত্তর দেওয়া হয়েছে সেখানে।

কাউন্সিলাররা জানাচ্ছেন, দু'দিনের শিবিরে অনেক নতুন বিষয় তাঁরা জানতে পেরেছেন। বিভিন্ন প্রকল্প কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেসবের মধ্যে ছিল আম্রুত-২, আবাস যোজনা, আরবান হেলথ স্কিম ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণে কাজে এল অভিজ্ঞতা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : প্রায় ৩ বছর ধরে পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন ফালাকাটার কাউন্সিলাররা। একাধিক সমস্যায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। তবে এত কাজ করলেও এতদিন কোনও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি তাঁদের। সেটা হল এই এতদিনে। কলকাতায় আয়োজিত সেই প্রশিক্ষণে এতদিনের কাজের অভিজ্ঞতা কাজে এসেছে। বলছিলেন ফালাকাটা পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ রায়। কারণ, প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাঁরা বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পেরেছেন। যে যে ধন্দ ছিল, তা স্পষ্ট করে নেওয়া গিয়েছে।

এই মুহূর্তে অভিজিৎ সহ ফালাকাটা পুরসভার বেশিরভাগ কাউন্সিলারই কলকাতায় রয়েছেন। সুডার পক্ষ থেকে যে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানেই রয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার অবশ্য প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে।

অভিজিৎ বলছিলেন, 'এই ৩ বছর কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। কিছু সমাধান করেছি। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। প্রশিক্ষণে সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পেয়ে মনে হয়েছে ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে।'

পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভগীরথ মণ্ডল বললেন, 'আমরা এবারই প্রথম ট্রেনিং নিতে গিয়েছি। আমাদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ার পুরসভার কাউন্সিলাররাও ছিলেন। ওঁদের বেশ কয়েকজন নতুন থাকলেও অভিজ্ঞ কাউন্সিলাররাও ছিলেন। ট্রেনিংয়ের সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অভিজ্ঞদের পরামর্শ পেয়েছি, যা আগামী ২ বছর অনেক কাজে লাগবে।'

সোমবার ও মঙ্গলবার কলকাতায় এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। গত শনিবার ফালাকাটা থেকে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন কাউন্সিলাররা। ফালাকাটা পুরসভার জনা ১৩ কাউন্সিলার এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কাউন্সিলাররা জানিয়েছেন, রোজ সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত একেবারে বাধ্য ছাত্রের মতো তাঁরা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পানীয় জলপ্রকল্প, আবাস যোজনা, পুরসভার আইন, ই-গভর্ন্যান্স, দুয়ারে সরকার, নির্মল বাংলা, বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট বিতরণ সহ আরও একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমন প্রশিক্ষণ আরও দরকার আছে বলেই মত ফালাকাটার কাউন্সিলারদের।

সাঙ্গ হল মিলনমেলা...

দুর্গাবাড়ির রাসমেলা শেষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : শেষ হল আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ির রাসমেলা। গত ১৭ নভেম্বর এবারের দুর্গবাড়ি রাসমেলার উদ্বোধন হয়েছিল। মঙ্গলবার শেষ হয় এই মেলা। গতবারের থেকে এবার স্টল সংখ্যা অনেক বেড়েছে। সন্ধে যত এগিয়েছে, শেষদিনে মানুষের সংখ্যাও ততটাই বেড়েছিল। পুতুল প্রদর্শনী বা রাসচক্রের স্থানে যেমন মানুষের আনাগোনা ছিল। ঠিক তেমনি মেলায় ব্যাগ, খেলা, গৃহস্থালির জিনিসপত্র, মেয়েদের সাজের স্টল সহ একাধিক জায়গায় মানুষ কেনাকাটাও করেছে। পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ার দোকানেও বেশ ভিড় করেছিলেন সাধারণ মানুষ।

শেষদিনের ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

মানবিকতা

বীরপাড়া, ৩ ডিসেম্বর : রবিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ বীরপাড়া চা বাগানের রাস্তায় এক বৃদ্ধকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার কাঁচা লাইনের বাসিন্দা, পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার অনিল নায়েক। সত্তরোর্ধ্ব ওই বৃদ্ধ নিজের নাম ঠিকানাও জানাতে পারছিলেন না। রাতে তাঁকে নিজের বাড়িতে রেখেই শুশ্রূষা করেন অনিল। পরদিন জানা যায় বৃদ্ধের নাম পূজারি কয়া। তিনি সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন। বাড়ি জয়বীরপাড়া চা বাগানে। মঙ্গলবার পরিবারের লোকজনের হাতে সঁপে দেওয়া হয় ওই বৃদ্ধকে। বৃদ্ধের পরিবারের লোকজন কৃতজ্ঞতা জানান। অনিলের মন্তব্য, 'এটা আমার কর্তব্য বলেই মনে হয়েছিল।'

প্রার্থনা\সভা

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সনাতনীদের উপর এবং ইসকনের সন্ন্যাসীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার শহরে একটি প্রার্থনা সভা হয়। পুরসভার প্রেক্ষাগৃহে ইসকন আলিপুরদুয়ার নামহট্ট ভক্তবৃন্দের পক্ষ থেকে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উত্তর-পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশের ইসকনের রিজিওনাল সেক্রেটারি শ্রীপাদ নাড়ুগোপাল প্রভু সহ অন্যান্যরা এদিন উপস্থিত ছিলেন।

ছিঁচকে চোরের দাপটে নাজেহাল বাসিন্দারা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : কারও দোকানে ঢুকে জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করা, আবার দিনেদুপুরে কারও ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা চুরি করা। ফালাকাটা শহরে এমন ঘটনা এখন মাঝেমধ্যেই ঘটছে। কারা এইসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে? স্থানীয়রাই জানিয়েছেন, একদল ছিঁচকে চোরের 'আবির্ভাব' হয়েছে শহরে। আর পুলিশ জানিয়েছে, বাইরে থেকে আসা এইসব তরুণ নেশার টাকা জোগাড় করতেই ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাদের চিহ্নিত করে ধরার চেষ্টা চলছে।

ফালাকাটার হাসপাতাল রোডের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'দিনকয়েক আগে দোকান খুলে দেখি সব লন্ডভন্ড। দোকানের একটা অংশ ভেঙে চোর ভেতরে ঢোকে। কিছু বিস্কুট, খাবারদাবার খেয়ে চম্পট দিয়েছে। আমি নিশ্চিত এই কাজ ছিঁচকে চোরের।' শহরের হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী রতন দত্তের দোকানে সোমবার দুপুরে হানা দিয়েছিল এমনই এক চোর। রতন বলেন, 'দিনেদুপুরে আমার দোকানের ক্যাশ বাক্সে হাত দিয়ে এক দুষ্কৃতী ৩০ হাজার টাকার বান্ডিল নিয়ে চম্পট দেয়। তার পিছু ধাওয়া করলেও লাভ হয়নি। আমাদের ভয় দেখিয়ে সে পালিয়ে যায়।' তবে রতন জানিয়েছেন, সেদিনই রাতে ওই তরুণকে চিহ্নিত করে তাকে ধরে ফেলেন ব্যবসায়ীরা। তার কাছ থেকে খোয়া যাওয়া টাকার একটা অংশও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

ফালাকাটা

ফালাকাটার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মাঝেমধ্যে শহরে ছোটখাটো চুরির ঘটনা ঘটছে। কোনও দোকানের টিন কেটে, কোনও দোকান ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে এমন দুষ্কর্ম ঘটছে। কখনও তো খাবারদাবারও চুরি যাচ্ছে। কেবল দোকানে নয়, বাড়িতেও চোরের উৎপাত বেড়েছে। নাগরিকরা বলছেন, বাইরে থেকে কয়েকজন তরুণ শহরে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। সারাদিন তারাও এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। তারপর সুযোগ বুঝে রাতে এমনকি দিনেও চুরি করে। এইসব তরুণরা দিনের অনেকটা সময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। নেশার টাকা জোগাড় করতেই তারা চুরি করে। সোমবার ওই হার্ডওয়্যারের দোকানে যে কাণ্ড ঘটেছে, তার সঙ্গে জড়িত তরুণও মাদকাসক্ত।

সেই তরুণ তো সোমবার দুপুরে রীতিমতো হইচই ফেলে দিয়েছিল শহরে। কাচের বোতলের ভাঙা অংশ দিয়ে মারধরের ভয় দেখায় ব্যবসায়ীদের। পরে অবশ্য খুঁজতে খুঁজতে তাকে চিহ্নিত করে ফেলেন ব্যবসায়ীরাই। তাকে ধরে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া ৩০ হাজার টাকার মধ্যে প্রায় ২২ হাজার টাকা উদ্ধারও করা হয়েছে। ফালাকাটা থানার পুলিশ জানিয়েছে, চুরির অভিযোগে এক তরুণকে ধরে শহরের বাসিন্দারাই পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ক্ষুদিরামের জন্মবার্ষিকী

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার শহিদ ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ক্ষুদিরাম বসুর ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল। এদিন মায়া টকিজ রোড সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। ক্ষুদিরামের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। সন্ধ্যায় ১৩৫টি মোমবাতি জ্বালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সভাপতি নির্মল দাস, সংগীতশিল্পী দিবাকর রায়, সংস্কৃতিকর্মী সুজন রায় সহ অন্যরা। সমিতির সম্পাদক পরিতোষ সাহা বলেন, '২৫ বছর আগে মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। প্রতি বছরেই জন্মবার্ষিকী ও আত্মবলিদান দিবস পালন করা হয়। পুরসভার তরফে যদি মূর্তির দেখভাল করা হয়, তাহলে খুব ভালো হয়।'

অন্যদিকে, ক্ষুদিরাম বসুর জন্মবার্ষিকী পালিত হল ফালাকাটায়। মঙ্গলবার এসএফআই ও ডিওয়াইএফআইয়ের পক্ষ থেকে দিনটি উদযাপন করা হয়। এদিন মশল্লাপট্টিতে ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। সন্ধ্যায় সেখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অনির্বাণ রায়, ছাত্র নেতা সায়ন সাহা সহ অন্যরা।

মদ উদ্ধার

জয়গাঁ, ৩ ডিসেম্বর : জয়গাঁয় ফের উদ্ধার হল অবৈধ ভুটানি মদ। ১ নম্বর ভুটানগেট থেকে মঙ্গলবার দুপুরে একটি ছোট গাড়িকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। গাড়িটি গেটের থেকে একটু দূরে পার্ক করে গাড়ির চালক চলে যায়। দীর্ঘক্ষণ গাড়ির চালককে না দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় কর্তব্যরত এসএসবি জওয়ানদের। কাছে এসে বিকল্প উপায়ে গাড়ির দরজা খুলতেই সেখানে দুই কার্টন ভুটানি মদ মেলে। বাজেয়াপ্ত মদ পরে জয়গাঁ আবগারি দপ্তরে দিয়ে আসেন এসএসবি জওয়ানরা।

১৭ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের কাজ পরিদর্শনে পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ারে।

আলিপুরদুয়ারে নোনাইয়ের বাঁধে বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার শহরের একাংশে নোনাই নদীর বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা হবে। সেজন্য সেচ দপ্তর থেকে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আপাতত ১৭ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ হবে। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি অধিকারী। তাঁর ওয়ার্ডে প্রায় ৪০০ মিটার দীর্ঘ বাঁধের সংস্কার হবে। আর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে হবে ২৫০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ বানাবার কাজ।

ইতিমধ্যেই সেই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছেন সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমরেশকুমার সিং। মঙ্গলবার সেই বাঁধের কাজ পরিদর্শনে এলাকায় গিয়েছিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর, ভাইস চেয়ারপার্সন মাম্পি সহ অন্যরা। দীর্ঘ প্রায় বছর ৫০ ধরে সেসমস্ত এলাকার বাসিন্দারা প্রায় প্রতিবছর বর্ষাকালে নোনাই নদীর জল বাড়ায় ভোগান্তির মুখে পড়েন। এই বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণের ফলে উপকৃত হবেন তাঁরা।

এদিন পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারপার্সন সরেজমিনে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ শোভাগঞ্জ এলাকার ভারতনগরে বাঁধের কাজ দেখতে যান। দিন তিনেক আগেই সেখানে নদীর পাড়ে বালি ফেলে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। এদিন পরিদর্শন চলাকালীন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন

কাজ শুরু

প্রসেনজিৎ ও মাম্পি। তাঁদের থেকে জানতে চান, কাজ কীরকম চলছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বাসিন্দারা বাঁধ নিয়ে দাবি জানিয়ে আসছেন। সেই দাবি মেনেই প্রাক্তন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের কাছে ভাইস চেয়ারপার্সন শহরের দুটি ওয়ার্ডে বাঁধের কাজের দাবি পেশ করেছিলেন। পরবর্তীতে বাঁধ তৈরির জন্য পুরসভা থেকে সেচ দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। সেই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়ে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।'

অপরদিকে মাম্পি বলেন, 'ওয়ার্ডের মানুষদের একটি বিরাট অংশের দাবি ছিল এলাকায় বাঁধ নির্মাণের। তা বাস্তবায়িত হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।'

১৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিবু দাস, প্রদীপ দাসের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বহু বাড়িতে বর্ষাকালে নোনাইয়ের জল ঢুকে যায়। অনেক সময় বাধ্য হয়ে স্থানীয়রা এলাকার প্রাথমিক স্কুলে আশ্রয় নিতেন। শিবু বলেন, 'বাঁধের কাজ হয়ে গেলে আগামী বর্ষায় আর আমাদের দুর্ভোগ পোহাতে হবে না।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজু দে'র সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বাঁধের পাড়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বাঁধটি দুর্বল হয়ে গিয়েছে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল জানিয়েছেন, দ্বীপচর এলাকায় প্রায় ২৫০ মিটার অংশে বাঁধের রাস্তা তৈরি হলে এলাকাবাসীর সুবিধা হবে।

রাস্তায় রাজকীয় মেজাজে চিতাবাঘ

রহিদুল ইসলাম

মেটেলি-সামসিংমুখী রাস্তায় সোমবার রাতে।

মেটেলি, ৩ ডিসেম্বর : রাতের অন্ধকারে যখন গন্তব্যের উদ্দেশে ছুটছে গাড়ি, তখন আচমকা নজরে এল কুয়াশার মাঝে যেন কিছু বসে রয়েছে রাস্তার ওপর। হেডলাইটেও ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছিল না। অগত্যা গাড়ি একটু এগিয়ে নিয়ে যেতেই চোখ কপালে উঠল চালকের। গাড়িতে থাকা বাকি ৩ জনও তখন বাকরুদ্ধ।

রাস্তার ওপর তাঁদের দিকে তাকিয়েই বসে রয়েছে এক শাবক সহ দুটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। কোনওক্রমে কিছুটা পিছিয়ে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তড়িঘড়ি জানলার কাচ তুলে দেওয়া হল। হেডলাইটের আলোয় দুটি চিতাবাঘ আগে উঠে গেলেও, অপরজন কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে থেকে তারপর আপন মনে রাস্তা থেকে উঠে ঢুকে গেল মেটেলি চা বাগানে। ভিডিওটি এখন সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।

সোমবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ সামসিংয়ের প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার রাস্তা ধরে মেটেলির দিকে ফিরছিলেন সুমন দাস, বিশাল ভৌমিক, নীলাদ্রি বণিক ও শুভম মণ্ডল। নীলাদ্রি বললেন, ‘সড়কের ওপর একটি শাবক ও দুটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ ছিল প্রথমে। গাড়ির হেডলাইট দেখে শাবক ও একটি চিতাবাঘ সড়ক থেকে চা বাগানে ঢুকে গেলেও অন্যটি রাস্তার ওপর দীর্ঘক্ষণ বসে ছিল।’ পরে সেটিও রাস্তা থেকে উঠে পাশের চা বাগানে ঢুকে পড়ে বলে জানালেন তিনি।

শাবক ও এক চিতাবাঘ ভিডিওতে ধরা না পড়লেও রাজার হালে বসে থাকা চিতাবাঘটিকে ক্যামেরাবন্দি করেন তাঁরা। বিশালের কথায়, ‘এইভাবে রাস্তার ওপর একসঙ্গে তিনটি চিতাবাঘ দেখতে পাব, কোনওদিন ভাবতেও পারিনি।’

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে’র বক্তব্য, ‘চা বাগান এলাকায় চিতাবাঘের আনাগোনা নতুন নয়। রাতে এলাকায় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সতর্ক থাকা উচিত। রাস্তার ওপর বন্যপ্রাণ দেখলে কোনওভাবেই তাদের কাছে যাওয়া বা বিরক্ত করা উচিত নয়।’

চা বাগানে চিতাবাঘের আনাগোনা লেগেই রয়েছে। এর আগেও চা বাগান থেকে একাধিক চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়েছে বলে জানালেন মেটেলি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার রাজ ছেত্রী। বললেন, ‘বর্তমানে বাগানের ২২ নম্বর বিভাগে বন দপ্তরের তরফে খাঁচা পাতা হয়েছে। বাগানের শ্রমিকদেরও সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

তবে এই ঘটনা প্রথম নয়। একই রাস্তায় এই ছবি একাধিকবার দেখা গিয়েছে। তবে একসঙ্গে তিনটি চিতাবাঘ চাক্ষুষ করার অভিজ্ঞতা বিরল। এলাকাটির পাশেই রয়েছে চাপড়ামারির জঙ্গল। এর আগেও মেটেলি চা বাগান এলাকায় বাইসন সহ নানান বন্যপ্রাণ লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

দু’মাসেও ভ্রূক্ষেপ নেই বন দপ্তরের

বাঁদরের উৎপাত মধ্য পারোকাটায়

পিকাই দেবনাথ

নজর নেই

- ছিপড়া জঙ্গল থেকে প্রায় ৫০০-র বেশি বাঁদর দু’মাস ধরে লোকালয়ে
- শনিবার রাতে সারারাত গ্রামের ঘরগুলোর চালে দাপিয়েছে বুনোগুলো
- খেয়ে নিচ্ছে গবাদিপশুর খাবার
- ছোটরা বাইরে খেলতে পর্যন্ত যেতে পারছে না
- সব দেখেও নীরব বন দপ্তর, অভিযোগ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : দিনরাত বাঁদরের উৎপাতে আতঙ্কে এলাকাবাসী। ভয়, এই বুঝি বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র লন্ডভন্ড করে নিয়ে গেল খাবার-ফল। ছিপড়া জঙ্গল থেকে প্রায় ৫০০টির বেশি বাঁদর পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য পারোকাটার লোকালয়ে ঢুকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। যখন-তখন গ্রামবাসীর ঘরে ঢুকে নষ্ট করে দিচ্ছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। তাড়াতে গেলে উলটে তাঁদের ওপর চড়াও হচ্ছে বুনোগুলো।

শনিবার সারারাত গ্রামের ঘরগুলোর টিনের চালের ওপর তারা এমন দাপাদাপি করেছে, গোটা রাত দু’চোখের পাতা এক করতে পারেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। বানরের এই বাড়বাড়ন্তে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন গ্রামবাসীরা।

বানরের এই আচরণ দেখেও উদাসীন বন দপ্তর। অভিযোগ, প্রায় দু’মাস ধরে এই অত্যাচার চলছেই। এখনও পর্যন্ত বন দপ্তরের কোনওরকম নজরদারি চোখে পড়েনি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে বন দপ্তরের কার্যালয় ঘেরাও করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জনসাধারণ। সাউথ রায়ডাকের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল বলেন, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখে এলাকায় উপযুক্ত নজরদারি চালানো হবে।’

শনিবার রাতে এলাকার প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য নারায়ণ তালুকদারের উপর তেড়ে আসে বাঁদরের দল। স্থানীয় বাসিন্দা অঙ্কিতা তালুকদারের গলায় রীতিমতো উদ্বেগ, ‘বাঁদরের আতঙ্কে ঘর থেকে বেরোনো দায়। কখন তেড়ে আসে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে এবিষয়ে অবিলম্বে পদক্ষেপ করার আর্জি জানাচ্ছি।’

বাঁদরের উৎপাতের ভয়ে রাতে রাস্তায় একা বেরোতে রীতিমতো আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ছোটরা মাঠে খেলতে যেতে পর্যন্ত ভয় পাচ্ছে। গবাদিপশুর ওপরও নেমে আসছে আক্রমণ। বাঁদরের দল তাদের খাদ্যশস্য খেয়ে সাবাড় করছে। রান্নাঘরে শান্তিতে কাজ করা এখন দায় হয়ে উঠেছে। এলাকার অপর এক বাসিন্দা জয়দেব পাল বলেন, ‘এলাকায় বাঁদরের আক্রমণে আমরা যথেষ্ট ক্ষতির মুখে পড়ছি। অবিলম্বে বন দপ্তরের সমস্যার সমাধান করা উচিত।’

বাড়ি তৈরির সামগ্রী পরীক্ষার দাবি

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ি তৈরির সামগ্রীর বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক করার দাবি উঠল। পাশাপাশি ভূমিকম্প ও ধস প্রতিরোধে কার্যকর দেওয়াল তৈরির পক্ষেও সওয়াল চলল। মঙ্গলবার ছিল জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দ্য ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং (ইন্ডিয়া), নর্থ বেঙ্গল লোকাল সেন্টারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে অ্যাডভান্সড সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ‘অ্যাপ্রোচ টুওয়ার্ডস জিও-এনভায়রনমেন্ট’ বিষয়ক আলোচনার শেষ দিন।

সেখানেই এমন দাবি তোলেন জলপাইগুড়ি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক ডঃ বিকাশচন্দ্র মণ্ডল, কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কিংশুক দাঁন। এদিন তাঁরা যথাক্রমে ‘লিকুইফ্যাকশন পোটেনশিয়াল অ্যান্ড ক্যাপাসিটি অফ শ্যালো ফাউন্ডেশন’ ও ‘স্টেবিলিটি অ্যানালাইসিস অফ রিইনফোর্সড সয়েল রিটেইনিং ওয়াল’ নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রথম বিষয়ে বিকাশবাবু বলেন, ‘এখনও রাজ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড স্কোর (আইএস স্কোর) বা পুরসভার নিয়মে বাড়ি, ফ্ল্যাট বা ভবন তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণের তরলীকরণ বিশ্লেষণ বাধ্যতামূলক নয়। বিষয়টি দ্রুত বাধ্যতামূলক হওয়া জরুরি। এই রিপোর্ট ছাড়া ভবনের নীচের অংশের পরিস্থিতি বোঝা সম্ভব নয়।’

এজন্য তিনি এমন পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার পক্ষে সওয়াল করেন। জলপাইগুড়ি শহরের পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেন, ‘শহরের এসপিটি (এন) ভ্যালু প্রথম চার-পাঁচ মিটারের মধ্যে ১৫-র কম। এক্ষেত্রে সমস্যার প্রবণতা থাকে।’

দ্বিতীয় বিষয় সম্পর্কে কিংশুকবাবু বলেন, রিইনফোর্স সয়েল রিটেইনিং ওয়াল সাধারণ দেওয়ালের থেকে অনেক বেশি মজবুত, তৈরির খরচও কম। এগুলি মূলত পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস প্রতিরোধে কার্যকর। এমন দেওয়াল মাটি, ধাতব পদার্থ ও জিও সিন্থেটিক দিয়ে তৈরি।

এসব ভূমিকম্প সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম। সভা শেষে পড়ুয়াদের শংসাপত্র দেওয়া হয়।

ঠিকাদারদের কাজে বাধা

পলাশবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : মহাসড়কের কারণে উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছেন শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ীরা। তবে প্রশাসনের তরফে এখনও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। তাই রবিবারের মতো মঙ্গলবারও ঠিকাদার সংস্থার লোকজন পলাশবাড়ি এলাকায় রাস্তার কাজ করতে এলে আপত্তি জানান ব্যবসায়ীরা। এদিন সন্ধ্যায় একটি আর্থমুভারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর এদিনই ডুয়ার্সকন্যায় গিয়ে জেলা শাসককে এব্যাপারে আলোচনায় বসার আবেদন জানায় শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, ‘জেলা শাসক মিটিংয়ে ব্যস্ত থাকায় দেখা হয়নি। তবে আমাদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি নিয়ে জেলা প্রশাসন যাতে আলোচনায় বসে সেজন্য এদিন লিখিত আবেদন করা হয়। আলোচনা না হওয়া পর্যন্ত পলাশবাড়িতে মহাসড়কের কাজও করতে দেওয়া হবে না।’

পথ দুর্ঘটনা

চ্যাংরাবান্ধা, ৩ ডিসেম্বর : বাইক দুর্ঘটনায় দুজন আহত হলেন। চ্যাংরাবান্ধা রেলওয়েস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার রাতে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা লক্ষ্মী রায়কে দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিনি ও মোটর বাইকচালক দুজনেই আহত হন। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ডুয়ার্সের চামুর্চির কাছে রেতি-সুকৃতি নদীতে জমছে বালি-নুড়ির স্তর।

১২-১৩ ডিসেম্বর ডুয়ার্সের চালসায়

বন্যা, ধস রোধে বৈঠকে উদ্যোগী ভারত-ভুটান

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : ভুটান সরকারের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেখানে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার অনুপ আগরওয়াল। উত্তরবঙ্গে তিন জেলার ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোর বন্যা, মাইনিং, ধস, আইনশৃঙ্খলা সহ বাণিজ্যিক প্রসারের ইস্যু নিয়ে আলোচনা চলবে।

দুই দেশের বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটির ওই বৈঠকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কালিম্পং জেলার পুলিশ প্রশাসন এবং ভুটানের পার্শ্ববর্তী জেলাগুলির পুলিশ প্রশাসন অংশ নেবে। চলতি মাসের ১২ এবং ১৩ তারিখ ডুয়ার্সের চালসার এক বেসরকারি রিসর্টে বৈঠকটির আয়োজন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, ‘জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার রাজ্যের এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেবেন। বিভিন্ন ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। তারপর এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যার সমাধান বের করা হবে।’

কালিম্পংয়ের ঝালং, তোদে, তাংতা ও বিন্দুর কাছে ভুটান সীমান্ত। অন্যদিকে জলপাইগুড়ির বানারহাট এবং নাগরাকাটা ব্লকের একটা বড় অংশ ভুটান সীমান্তবর্তী এলাকায়। আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া, মাদারিহাট, কালচিনি, ফালাকাটা এবং কুমারগ্রাম ব্লকের কয়েকটি এলাকা ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন।

ভুটান সীমান্তে পাহাড়ি এলাকায় মাইনিংয়ের পর আবর্জনা অবৈজ্ঞানিকভাবে পাহাড়ি ঢালে রাখা হয়। এতে পাহাড় থেকে নেমে আসা জল বাধা পেয়ে সমতলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। সম্প্রতি ধূপগুড়ি মহকুমা প্রশাসন সামসী ভুটান প্রশাসনের সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে রেতি, সুকৃতি নদীবক্ষে গিয়ে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করেছে। বানারহাট ও বীরপাড়া, মাদারিহাট, কালচিনি ব্লকে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা ডলোমাইট মিশ্রিত ঘোলা জল সমতলের নদীতে মিশে নদীগর্ভ ভরাট করে প্রতিবছর বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করছে।

আলোচনার বিষয়

- ভুটান থেকে নেমে আসা ডলোমাইট মিশ্রিত জল
- সেই জলে ডুয়ার্সের চা গাছ নষ্ট
- সেই জলে সমতলে বন্যা পরিস্থিতি
- দুই দেশের মাঝের হাতির করিডরের পরিস্থিতি

ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বললেন, ‘ভুটান পাহাড়ের ডলোমাইট মিশ্রিত জল ডুয়ার্সের দুই জেলার চা বাগানে ঢুকে প্রচুর চা গাছকেও নষ্ট করে দিচ্ছে। জেলা প্রশাসন এবং রাজ্যকে একাধিকবার এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। আশা করছি, এই বিষয়গুলি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।’

আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির ভুটান সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণে ভুটানের মদ, ভুটানের পেট্রোল, কেরোসিন পাচারের ছক কষা হয়। এদেশের পুলিশ এবং আবগারি দপ্তর সেসব বাজেয়াপ্ত করেছে। কাফ সিরাপ পাচার হয়ে আসার ঘটনাও নতুন নয়। সম্প্রতি ডুয়ার্সের বানারহাট থেকে সামসী ভুটান পর্যন্ত রেলপথ বসানোর কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে এই রেলপথের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। বানারহাটে একাধিক চা বাগানের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। দুই দেশের মধ্যে এই রেল সম্প্রসারণ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে সড়ক যোগাযোগ, ডুয়ার্স থেকে ভুটানে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনা নিয়েও আলোচনা হবে। ভুটানের সঙ্গে ডুয়ার্সের মধ্যে বৃহৎ হাতির করিডর রয়েছে। মাঝেমধ্যে হাতির পাল দুই দেশের মধ্যে চলাফেরা করে। করিডর বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে বা জঙ্গলের ওপর প্রভাব পড়ছে কি না, সেইসব খতিয়ে দেখা হবে।

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : একাধিক মহিলার নাম করে টাকা তুলেছিল অভিযুক্ত। তারপর সেই টাকা পরিশোধ করার সময় পেরিয়ে গেলেও টাকা ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ উঠল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেবি মাহাতোর নামে। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার থানায় বেবির নামে অভিযোগ দায়ের করেছেন পপি দাস, পূর্ণিয়া মাহাতো, সোমা দেবনাথ, প্রতিমা দাসরা। অভিযুক্ত বেবি অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতে শতাধিক মহিলা দল গঠন করে টাকা জমা রাখতেন। সেখান থেকে প্রয়োজনমতো ঋণ নেওয়ার সুবিধা ছিল। কয়েকমাস আগে বেবি ওই চার মহিলার কাছে আর্থিক সাহায্য চান। অভিযোগ, সকলে নিজেদের নাম করে কয়েকধাপে টাকা তুলে বেবিকে দেন। প্রায় দুই লক্ষ আশি হাজার টাকা ঋণ নেওয়ার অভিযোগ।

কী হয়েছে

- কয়েকমাস আগে বেবি দলের চার মহিলার কাছে আর্থিক সাহায্য চান
- অভিযোগ, সকলে নিজেদের নাম করে কয়েক ধাপে টাকা তুলে বেবিকে দেন
- সম্প্রতি টাকা পরিশোধের কথা উঠতে বেঁকে বসেন বেবি

সমস্যার সূত্রপাত এরপরেই। সম্প্রতি ঋণ পরিশোধ করার কথা উঠতেই অভিযুক্ত মহিলা বেঁকে বসে। পরিস্থিতি জটিল আকার নেয়। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ প্রতারিত মহিলারা আলিপুরদুয়ার থানায় বেবির নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। পপি বললেন, ‘আমাদের চারজনের নাম করে বেবিকে কয়েক ধাপে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে দেওয়া হয়। বেবি টাকা হাতে পাওয়ার পর এখন সেই টাকা পরিশোধ করছেন না। তিনি নাকি সেই টাকা আরেকজনকে ঋণ দিয়েছেন বলে জানান।’

বেবির দাবি, ‘আমাকে পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে।’ অভিযোগ পেয়ে সবদিক খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বেবি মাহাতোকে ওই মহিলারা চড়া সুদে ঋণ দিয়েছিলেন। আবার ওই চার মহিলা আরেকজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন। এখন সেই ব্যক্তি টাকা পরিশোধের জন্য ওই মহিলাদের চাপ দিতে তাঁরা বেবির নামে অভিযোগ দায়ের করেন।

লিসের উজানে দুটি প্রকৃতি পাঠ শিবির

ওদলাবাড়ি, ৩ ডিসেম্বর : এ বছরের শেষে লিস নদীর উজানে কালিম্পং জেলার মাকুম এবং চুনাভাটিতে ৩০০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে প্রকৃতির বুকে জমজমাট দু’দুটি প্রকৃতি পাঠ শিবিরের তাঁবু পড়তে চলেছে।

এই মুহূর্তে সফলভাবে শিবির দুটি আয়োজনের জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে ওদলাবাড়িতে। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমী সংস্থা নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটি (ন্যাস)-র ২৪তম প্রকৃতি পাঠ শিবির এবারও লিস নদীর উজানে কালিম্পং জেলার মাকুম বস্তিতে অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার বিকেলে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হলঘরে সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্প কোঅর্ডিনেটর ইরফান আলি বলেন, ‘স্বাভাবিক ও বিশেষভাবে সক্ষম মিলিয়ে মোট ১৩০ জন ছাত্রছাত্রী এবারের শিবিরে যোগদান করবে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে। শিবির চলাকালীন বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের ট্রেকিং, রক ক্লাইম্বিং, সোলো ক্যাম্পিং, পাখি, গাছপালা ও আকাশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।’

এছাড়াও ওদলাবাড়ির অন্য আরেকটি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন ফাউন্ডেশন (এইচইসিএফ)-এর অষ্টম বর্ষ প্রকৃতি পাঠ শিবিরও এবার লিস নদীর বুকে কালিম্পং জেলার চুনাভাটিতে বসবে। এইচইসিএফের সম্পাদক প্রদীপ বর্ধন বলেন, ‘ডিসেম্বরের ২৬ তারিখ থেকে শুরু হয়ে বছরের শেষ দিন পর্যন্ত শিবির চলবে।’ শিবির দুটিতে ডুয়ার্স-তরাইয়ের পাশাপাশি মালদা, উত্তর দিনাজপুর, অসম, কলকাতা থেকেও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে।

দেহ উদ্ধার

কালচিনি, ৩ ডিসেম্বর : অস্বাভাবিক মৃত্যু হল এক তরুণের। সোমবার সন্ধ্যায় নিমতিঝোরা চা বাগানের দলমন লাইনের বাসিন্দা অনুপ ওরাওঁকে (২৬) তাঁর বাড়ির কাছে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান বাসিন্দারা। তাঁরা কালচিনি থানায় খবর দিলে পুলিশ সেখানে গিয়ে তরুণের দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, অনুপ মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। মঙ্গলবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ওই তরুণ গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সচেতনতা

কুমারগ্রাম, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার কুমারগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যাশ্রী ক্লাবের মেয়েদের সচেতনতার পাঠ দিল চাইল্ড ইন নিড ইনস্টিটিউট (সিনি)। সংস্থার কুমারগ্রাম ব্লক শাখার পক্ষ থেকে কন্যাশ্রী কিট নিয়ে ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছাত্রীদের সচেতন করা হয়। কোঅর্ডিনেটর টুম্পা বণিক বলেন, কন্যাশ্রী প্রকল্প আসলে কী? তাতে কী কী সুবিধা পাওয়া যায়? কেন এই প্রকল্প জোর দেওয়া হচ্ছে? কন্যাশ্রী কিটে কী কী থাকে? কোন খাবারে কী ধরনের পুষ্টিগুণ আছে? কেন কম বয়সে বিয়ে করা উচিত নয়? সেসব সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে।

উদ্ধার পড়ুয়া

আলিপুরদুয়ার, ৩ ডিসেম্বর : তপসিখাতার নিখোঁজ স্কুল পড়ুয়াকে মঙ্গলবার উদ্ধার করল পুলিশ। উত্তরপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করে ওই নাবালিকাকে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ এক মাস পর ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়েছে। এতে পরিবারের লোকজন খুশি। ওই নাবালিকার অভিভাবকরা জানান, প্রশাসন তৎপর হওয়ায় মেয়েকে উদ্ধার করা সহজ হয়েছে। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, ‘ওই নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর হোমে রাখা হয়েছে।’

সপ্তাহ শেষে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস উত্তরে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সাতসকালের ঠান্ডা উধাও হতে বেশি সময় লাগছে না। বরং বেলা কিছুটা বাড়তেই উষ্ণতার পরখ। ‘আর কবে জাঁকিয়ে শীত পড়বে’, ডিসেম্বরের শুরুতেও এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায়। হাওয়াবদলের পূর্বাভাস অবশেষে মিলছে। সপ্তাহের শেষে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাতে পাহাড় তো বটে, সমতলেও বাড়তে চলেছে শীতের প্রকোপ। এমনকি সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহবিদদের দাবি, একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পরিস্থিতির বদল ঘটাবে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার কথায়, ‘এই অঞ্চলে এসময় মূলত বৃষ্টি আর ঠান্ডার প্রকোপ বাড়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে। তবে অনেকদিন ধরে দার্জিলিং সংলগ্ন এলাকায় ঝঞ্ঝা অনুপস্থিত। পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরের আকাশ।’

বৃষ্টির জলে উত্তরের মাটি ভিজেছিল ৩১ অক্টোবর। তারপর পাহাড়ে এক-দু’পশলা বৃষ্টি হলেও শুষ্ক থেকেছে সমতল। সকাল-রাতে ঠান্ডা অনুভূত হলেও দুপুরের চড়া রোদের সৌজন্যে উধাও হচ্ছে শীতের আমেজ। শুষ্ক আবহাওয়ায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশের বর্তমান যা মতিগতি, তাতে শুক্রবার থেকে হাওয়াবদলের প্রবল সম্ভাবনা। উত্তরের আকাশে সেদিন থেকে মেঘের আনাগোনা বাড়তে পারে। জলীয় বাষ্পের কারণে শনি এবং রবিবার পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে পাহাড় সংলগ্ন সমতলের কয়েকটি এলাকায়। দার্জিলিং শহরে তুষারকণা আছড়ে পড়বে কি না, এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুট সহ বেশ কিছু জায়গায় সেই সম্ভাবনা যথেষ্ট। যা আশা জাগাচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মনে। তাঁদের বিশ্বাস, তুষারপাত চাক্ষুষ করতে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন শৈলরানিতে। ২১ অক্টোবর সান্দাকফুতে মরশুমের প্রথম তুষারপাতের পর থেকে যেমন পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাধারণত ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যের তেজে পারদ কিছুতেই নামছে না। মঙ্গলবার একমাত্র আলিপুরদুয়ারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিলিগুড়িতে তা ছিল ২৬.৮, মালদায় ২৭.৪, কোচবিহারে ২৮.৮ এবং জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

মঙ্গলবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা

কোচবিহার-	১০.৯
দার্জিলিং-	৫.৮
রায়গঞ্জ-	১৪.০
কালিম্পং-	৯.৫
জলপাইগুড়ি-	১২.৫
বালুরঘাট-	১৮.৫
মালদা-	১৭.৯
শিলিগুড়ি-	১৫.৩

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর

শনিবারের পর থেকে অবশ্য প্রতিটি এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। শুধু তাপমাত্রার পতন নয়, কয়েকটি এলাকা কুয়াশার চাদরে মুড়বে বলেও পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবার থেকে আগামী দু’দিন দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু এলাকায় কুয়াশার প্রকোপ বাড়বে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার কুয়াশা থাকবে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। আপাতত শীত-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় উত্তর।

পরিকল্পিত গণহত্যা, তোপ হাসিনার

প্রথম পাতার পর

হাসিনার বক্তব্য, ‘যখন নির্বিচারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমার চলে যাওয়া উচিত। আমাকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমার নিরাপত্তারক্ষীরা তা ঠেকাতে গুলি চালাতেন তবে গণভবনে বহু মানুষের মৃত্যু হত। আমি তা চাইনি।’ ভারতের আশ্রয়ে থেকে এই ভাষণে দু’দেশের সম্পর্কে আরও তিক্ততা ডেকে আনবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আরও এক মাস জেলবন্দি সন্ন্যাসী

প্রথম পাতার পর

শেখ হাসিনার আমলের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত। ভারতের তরফে ভুয়ো খবর ছড়ানো হচ্ছে।’

ত্রিপুরার আগরতলায় সোমবার বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনে হিন্দুত্ববাদীদের হামলার জেরে মঙ্গলবার ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেদেশের বিদেশসচিব এম রিয়াজ হামিদুল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। বেরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক সম্পর্কের পক্ষে সওয়াল করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত।

আগরতলায় ডেপুটি হাইকমিশন ইতিমধ্যে বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউনূস সরকার। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কনসুলেটে হামলা চালানো হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল মঙ্গলবার হুমকির সুরে বলেন, ভারত যেন না ভাবে যে, এখনও হাসিনার বাংলাদেশ আছে। যদিও আগরতলার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবারই দুঃখ প্রকাশ করেছিল নয়াদিল্লি। ভাঙচুরে জড়িত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে ৩ পুলিশকর্মীকে।

তবে জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন মুহাম্মদ ইউনূস। মঙ্গলবার ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। বুধবার বিভিন্ন দল ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে।

খেলায় আজ

২০০৯ : প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে তিন নম্বর ত্রিশতরানের সুযোগ হাতছাড়া বীরেন্দ্র শেহবাগের। মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৫৪ বলে ২৯৩ রান করে তিনি আউট হয়ে যান।

সেরা অফবিট খবর

চিনুন সিন্ধুর হবু বরকে

২২ ডিসেম্বর উদয়পুরে হায়দরাবাদের ভেঙ্কট দত্ত সাইকে বিয়ে করতে চলেছেন পিভি সিন্ধু। তাঁর হবু বর ২০১৯ সালে সাওয়ার অ্যাপল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। এখন তিনি পসিডেক্স টেকনোলজিস নামের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় ডিরেক্টরের দায়িত্বে। বেশ কয়েক বছর ভেঙ্কট আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম মালিক জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর পরামর্শদাতার কাজ করেছেন। তাঁর প্রোফাইলে লেখা রয়েছে, 'আইপিএল দল পরিচালনায় যে দক্ষতা লাগে তার সামনে আমার বিবিএ ডিগ্রি ফিকে।'

ভাইরাল

অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতের মজা

গোলাপি বলের টেস্টের জন্য অ্যাডিলেডে প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় দল। ভারতের নেট প্র্যাকটিস দেখতে মঙ্গলবার রীতিমতো ভিড় জমে যায়। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনের সময় এই উৎসাহী দর্শকদের দেখা যায়নি। যা দেখে মাঠের বাইরের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের অ্যাডভান্টেজ দেখছেন অনেকে।

ইনস্টা সেরা

ভারতীয় দলের ক্যানবেরা থেকে অ্যাডিলেডের বিমান ধরার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছে বিসিসিআই। সেখানেই দেখা গিয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল বিমানবন্দরে ভুল দিকে গিয়ে কাচের ঘেরাটোপে আটকা পড়েন। যা দেখে ফেলেছিলেন রোহিত শর্মা-শুভমান গিলরা। পরে ভারতীয় ক্রিকেটাররাই যশস্বীকে সেখান থেকে বের করে আনেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার তৃষাণ দেবনাথ (বাঁয়ে) ৭৫ রান করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৯৪ রানে হারিয়েছে বান্ধব সংঘকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিশপ শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মহম্মদ সিরাজ, ২. দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেট।

সঠিক উত্তরদাতারা

আবু রাইহান, লাবণ্য কুণ্ডু, তথাগত দেবনাথ, রাজু সরকার।

একান্ত সাক্ষাৎকারে ভরত অরুণ

'বুমরাহ-সিরাজেই ফের সিরিজ জয়'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট।

চার বছর আগে এই অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জায় ঢেকে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ছিলেন ভরত অরুণ। তাঁর হাত ধরেই জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথ চলার শুরু। এহেন সিরাজদের প্রিয় ভরত স্যর এখন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকলেও বুমরাহদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুমরাহ-সিরাজ জুটিকে পারথ টেস্টে দেখে ভরতের মনে হয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার দুই জোরে বোলারই স্যর ডনের দেশে ফের টিম ইন্ডিয়াকে সিরিজ জিতিয়ে দেবেন। এমন ভাবনা নিয়েই আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন ভরত অরুণ।

ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা এখন ইতিহাস। পারথ টেস্টেই ভারতীয় দল প্রমাণ করেছে, অতীত ভুলে ওরা সামনে তাকাতে জানে। অপটাস স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত টেস্ট জয়ের জন্য পুরো দলকেই অভিনন্দন। অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ছাড়াই এসেছে এই জয়। শুভমান গিলও ছিল না চোটের কারণে। মূল ফারাকটা গড়ে দিয়েছে বুমরাহ।

অ্যাডিলেডে কী হবে

চার বছর আগে ৩৬ রানে অল আউটের লজ্জা ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেককে তো বটেই, আমাকেও আজও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে ভালো করবে রোহিতরা। ৩৬-এর বিপর্যয় আর হবে না ভারতীয় ক্রিকেটে। বুমরাহ-সিরাজ যে ছন্দে শুরু করেছে, আমি নিশ্চিত ওরাই সিরিজ জিতিয়ে দেবে ভারতকে।

অধিনায়ক বুমরাহ

জসপ্রীতকে বহু বছর ধরে চিনি। ওর শেখার ইচ্ছা যেমন সাংঘাতিক, তেমনই সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে ও। রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথে বুমরাহ প্রমাণ করেছে, নেতৃত্বের দায়িত্ব ওর জন্য বোঝা নয়। আগামীদিনে বুমরাহকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। অন্তত টেস্টের জন্য তো বটেই।

বিরাটের পয়া অ্যাডিলেড

হ্যাঁ, বিরাট অ্যাডিলেডে খেলতে বরাবরই পছন্দ করে। এই মাঠে সাফল্যের বহু স্মৃতিও রয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টেও বিরাট সফল হবে। পারথে শতরান পাওয়ার পর ও এখন আরও তাজা।

অনুশীলনের মাঝে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে খোশগল্পে জসপ্রীত বুমরাহ।

হ্যাজেলউডের না থাকা

জোশ হ্যাজেলউড খুব ভালো বোলার। শুনেছি ওর চোট রয়েছে। চার বছর আগে অ্যাডিলেডে ও একাই শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না হ্যাজেলউড না থাকলেও প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্করা রয়েছে। স্কট বোল্যান্ডও বেশ ভালো বোলার অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশে।

সিরিজের ফলের পূর্বাভাস

আমি জ্যোতিষী নই (হাসি)। তবে পারথ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে নিশ্চিত থাকুন টিম ইন্ডিয়া এই সিরিজ জিতবে। বুমরাহ-সিরাজরাই ফের সিরিজ জেতাবে।

হাঁটুতে স্ট্র্যাপ থাকলেও অনুশীলনে খামতি ছিল না বিরাট কোহলির।

বিরাটের হাঁটুর স্ট্র্যাপে জল্পনা

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শুক্রবার অ্যাডিলেড ওভালে শুরু হয়ে যাবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে নিশ্চিতভাবেই এভারেস্ট সমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া।

সঙ্গে থাকবে দলের শক্তি বৃদ্ধির ঘটনাও। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যক্তিগত কারণে পারথ টেস্টে ছিলেন না। তিনি অ্যাডিলেডে দলকে নেতৃত্ব দিতে নামবেন। চোটের কারণে শুভমান গিল পারথ টেস্টে খেলেননি। বড় অঘটন না হলে শুভমানই অ্যাডিলেডে তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। এখন তিনি ফিট।

এমন অবস্থায় আজ বিকেলের অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। যার নির্যাস হিসেবে সামনে এসেছে দুটি দিক। এক, সব ঠিকমতো চললে পারথের মতো অ্যাডিলেডেও যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল ইনিংস ওপেন করবেন। আর অধিনায়ক রোহিত 'মিডল অর্ডার' থেকে দলকে ভরসা দেবেন ব্যাট হাতে। দুই, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে বিরাট কোহলিকে নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। সতীর্থদের সঙ্গে ফুটভলি খেলার সময় কোহলির ডান পায়ের হাঁটুতে ছিল স্ট্র্যাপ। সেই জল্পনা অবশ্য দ্রুত মিলিয়ে যায়। কারণ, টিম ইন্ডিয়ার নেট সেশন শুরু হতেই জসপ্রীত বুমরাহ বনাম কোহলির ভিন্ন লড়াই দেখল দুনিয়া।

'মিডল অর্ডার' থেকেই নেতৃত্ব দেবেন হিটম্যান

অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে সকালে অনুশীলন ছিল অস্ট্রেলিয়ার। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ভারতের। দুই দলের অনুশীলনের সময়ই সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল অ্যাডিলেড ওভাল। ফলে দুই দলের অনুশীলন দেখার জন্যই বহু ক্রিকেটপ্রেমী হাজির হয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আসরে সমর্থকদের উৎসাহ ছিল নজরে পড়ার মতো। আর তার মধ্যেই নেটে বুমরাহ বনাম কোহলির গোলাপি যুদ্ধ ক্রিকেটপ্রেমীদের মন কেড়ে নিয়েছে। প্রয়াত কিংবদন্তি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকে ছোঁয়ার বিরল নজিরের সামনে কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট ধরলে বিরাটের মোট শতরানের সংখ্যা এখন দশ। অ্যাডিলেডে আর একটি শতরান করতে পারলে সংখ্যাটা হবে ১১। কোহলি স্পর্শ করবেন স্যর ডনকে। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁর মোট ১১ শতরানের নজির রয়েছে। 'পয়া' অ্যাডিলেডেই সেই নজিরে ভাগ বসাতে পারেন বিরাট।

এদিকে, বিরাটের নজির নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, তখন তাঁর হাঁটুর চোট নিয়েও তৈরি হয়েছিল উদ্বেগ। যদিও রাতের দিকে ভারতীয় দলের তরফে জানানো হয়েছে, বিরাটের হাঁটুতে কোনও চোট নেই। তাঁকে নিয়ে উদ্বেগেরও কিছু নেই। ঠিক যেমন ভারত অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও আপাতত সমস্যা নেই। দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তিনি অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে নিজেকে মিডল অর্ডারে নামিয়ে আনতে মানসিকভাবে তৈরি। ২০১৮-'১৯ সালে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় শেষবার টেস্টের মিডল অর্ডারে ব্যাট করেছিলেন রোহিত। ফের তাঁকে সেই ভূমিকায় দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে। গোলাপি বল বরাবরই বেশি নড়ে। আজ কোহলি বনাম বুমরাহর যুদ্ধের সময়ও তাই দেখা গিয়েছে।

গোলাপি বলের বাড়তি সুইও বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আজ অ্যাডিলেড ওভালের নেটে রোহিত-বিরাটদের পাশে যশস্বী, রাহুলদেরও একটু এগিয়ে স্টান্স নিতে দেখা গিয়েছে। আর সেটা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের পরামর্শেই। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেড টেস্ট শুরু হলে তখনও ভারতীয় ব্যাটাররা একই স্টান্স বজায় রাখবেন কি না, সময় বলবে।

তার আগে গোলাপি যুদ্ধের প্রস্তুতিটা দারুণভাবেই চলছে।

গোলাপি বলে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের মাঝে রোহিত শর্মা। ২০১৮-'১৯ সালে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে শেষবার তাঁকে মিডল অর্ডারে দেখা গিয়েছিল।

জসপ্রীতকে জবাব দিতে প্রস্তুত ক্যারি

স্মিথকে নিয়ে আতঙ্কে অজিরা

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বর : জোশ হ্যাজেলউডের পর কি স্টিভেন স্মিথও?

মঙ্গলবারের নেট সেশনে স্মিথের আঙুলে চোটে আশঙ্কায় অজি শিবির। শুক্রবার অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্ট। জোরকদমে যার প্রস্তুতি চলছিল। সতীর্থ মার্নাস লাবুশেনের থেকে থ্রো ডাউন নিচ্ছিলেন। তখনই একটা বল হঠাৎ করে লাফিয়ে স্মিথের আঙুলে লাগে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে স্মিথের মুখ। দৌড়ে আসেন ফিজিও। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর মাঠ ছাড়েন। আর ব্যাটিং করেননি এদিন। চোট কতটা গুরুতর তা খোলসা করা হয়নি অজি দলের তরফে। তবে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের চোখ-মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

সাইড স্ট্রেনের কারণে অ্যাডিলেড টেস্ট থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন জোশ হ্যাজেলউড। বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত তারকা পেসার। মিচেল মার্শ এখনও বোলিং করার মতো অবস্থায় নেই। সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই হয়তো খেলবেন। চিন্তা বাড়িয়েছে স্মিথের আঙুল।

পারথে হারের পর প্রবল চাপে প্যাট কামিন্সরা। যশস্বী জয়সওয়ালের আগ্রাসী ব্যাটিং থামানো, রানে ফেরা বিরাট কোহলিকে সামলানোর পাশাপাশি অজি ব্যাটারদের ফর্ম-চাপ বাড়াচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ 'মিসাইল' থেকে রেহাই পাওয়া। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির বিশ্বাস, আসন্ন টেস্টে পালটা জবাব দিতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ক্যারির দাবি, 'নিঃসন্দেহে ও দারুণ বোলার। তবে আমাদের ব্যাটাররাও বিশ্বমানের। চলতি পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার রাস্তাটা ঠিক খুঁজে নেবে। ওর (বুমরাহ) দিকে অবশ্যই বাড়তি নজর থাকছে। আশাবাদী, ওর প্রথম, দ্বিতীয় স্পেলটা ঠিকঠাক কাটিয়ে দিতে সক্ষম হব। তারপর পুরোনো বল কাজে লাগানো।'

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোনো বলে বুমরাহর বিরুদ্ধে পালটা মারের রাস্তায় হাঁটতে দেখা গিয়েছিল ট্রাভিস হেডকে। ক্যারির বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে বাকিরাও হেডকে অনুসরণ করবেন বুমরাহ-ম্যাজিককে ভোঁতা করতে। শুধু বুমরাহ নন, ক্যারির মতে, দুই অভিষেককারী হর্ষিত রানা, নীতীশ কুমার রেড্ডি ভালো বল করছেন। যাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

লাবুশেন এদিন ব্যস্ত থাকলেন হারানো ছন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায়। বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিও আদাজল খেয়ে পড়ে থাকলেন লাবুশেনকে নিয়ে। পেসের পাশাপাশি স্পিনারদের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ব্যাটিং-অনুশীলন সারেন লাবুশেন। বিশেষত বাউন্সি বলে টানা ব্যাটিং। কিছু কিছু বলে অস্বস্তি পরিষ্কার। গায়েও খেলেন একবার। প্রশ্ন, গোলাপি বলের চ্যালেঞ্জে অস্বস্তি কাটবে তো লাবুশেনের?

কামিন্স থেকে ট্রাভিস হেড-প্রত্যেকেই একবাক্যে মানছেন, দিনরাতের টেস্টে গোলাপি বল সামলানো ব্যাটারদের জন্য অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে। অ্যালেক্স ক্যারি যতই গত দিনরাতের টেস্টে ভারতকে অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে গুটিয়ে দেওয়ার অতীত থেকে অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টা করুক, ভারতীয়দের পাশাপাশি কড়া পরীক্ষার মুখে অজিরাও।

অধিনায়ক কামিন্সের মতে, ক্রিকেটে বেসিকে রদবদলের প্রয়োজন নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে বল কিছুটা পুরোনো হওয়া পর্যন্ত। পুরোনো, নরম হয়ে আসা বলে পরিস্থিতি বদলাবে।

আঙুলে চোট লাগার পর মাঠের ধারে বসে রয়েছেন স্টিভেন স্মিথ।

'সাহসী' ভারতের প্রশংসায় কুক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সবুজ পিচ। বাউন্সি উইকেট। নিজেদের অপ্রতিরোধ্য দুর্গ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সফরের প্রথম ম্যাচেই ভারতকে 'স্বাগত' জানানোর সব মশালা প্রস্তুত রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ভারতের সাহসী ক্রিকেটে তা বুমেরাং। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে ক্রিকেটে মজে অ্যালিস্টার কুক।

শুক্রবার অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্ট। যদিও ইংল্যান্ডের প্রথম দশ হাজার টেস্ট রানের মালিকের মুখে পারথে ভারতীয় দলের দুরন্ত ক্রিকেটের কথা। কুকের মতে, পারথে অত্যন্ত সাহসী মানসিকতা দেখিয়েছে ভারত। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে কঠিন উইকেটে। প্রথম দিন ১৫০-এ আউট হয়েও গুটিয়ে যায়নি। বরং পালটা দিয়েছে। অজি ব্যাটারদের জন্যও সহজ হবে না এই পিচ, সেই মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে।

প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, 'বেশিরভাগ অধিনায়কই টসে জিতে বোলিং নিত এবং যার শেষটা হত খারাপ। অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণত যা হয়ে থাকে। ভারত কিন্তু চ্যালেঞ্জটা দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এককথায় দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্স।' কুকের যুক্তি, ১৫০ রানে গুটিয়ে গিয়েও ভারত ব্যাকফুটে চলে যায়নি। কারণ জসপ্রীত বুমরাহর মতো একজন ছিল। নতুন বল হাতে পিচকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। হাতে বল মানে বুমরাহ বরাবরই দুর্দান্ত। পারথে সেটাই ঘটেছে।

মাঠে ঢুকেই বিরাট কোহলির সঙ্গে আলোচনায় গৌতম গম্ভীর।

৫০০ টেস্ট উইকেটের মালিক রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোও সাহসী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। কুকের কথায়, অশ্বীন দুর্দান্ত অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ হলেও ভারতীয় দলের ভাবনার প্রশংসা করতেই হয়। ফলাফল চোখের সামনে।

যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও সমান উচ্ছ্বসিত। কুকের মতে, দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, যশস্বীর গুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। শুধু ব্যাট হাতে নয়, মিচেল স্টার্ককে যেভাবে স্লেজিং করেছে, রীতিমতো অবাক।

> বেশিরভাগ অধিনায়কই টসে জিতে বোলিং নিত এবং যার শেষটা হত খারাপ। অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণত যা হয়ে থাকে। ভারত কিন্তু চ্যালেঞ্জটা দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এককথায় দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্স।
>
> অ্যালিস্টার কুক

কুকের কথায়, 'মিচেল স্টার্ককে স্লেজিং! তখনও শতরান হয়নি। অথচ, প্রতিপক্ষ স্টার্ককেই কিনা বলছে, তুমি আস্তে বল করছ! আমি স্টার্ককে খেলেছি। ও কখনও আস্তে বল করে না। অথচ তাকেই কিনা! ২২ বছরের (যশস্বীর) তরুণ ওপেনারের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করতেই হয়।'

যশস্বীকে বর্তমান বিশ্ব ক্রিকেটে সেরার তরুণ প্রতিভা বলেও আখ্যা দিলেন। মাইকেল ভনের কথায়, রক্ষণ এবং আক্রমণের মধ্যে দুর্দান্ত ভারসাম্য রয়েছে ওর ব্যাটিংয়ে। নিঃসন্দেহে উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা। তবে অস্ট্রেলিয়া যশস্বীকে না সামলাতে পারা অবাক করেছে ভনকে। ভনের দাবি, ক্রিজে নামার পর চাপ তৈরি করা উচিত ছিল যশস্বীর ওপর। দরকার ছিল ঘাড়ের ওপর একঝাঁক ফিল্ডার রাখা। যদিও কামিন্সরা সে পথে হাঁটেনি।

টি২০-তে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৪০ বলের কমে দুইটি শতরানের নজির গড়ে উর্ভিল প্যাটেল।

ঝোড়ো শতরানে নজির নিলামে ব্রাত্য উর্ভিলের

ইন্দোর, ৩ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহের মধ্যে জোড়া শতরান। দিন ছয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ ট্রফিতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছিলেন গুজরাটের উর্ভিল প্যাটেল। ঋষভ পন্থের রেকর্ড ভেঙে ভারতের দ্রুততম শতরানকারীর তকমা আদায় করে নেন। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে আরও একটা শতরান করলেন উর্ভিল। গড়লেন টি২০-তে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৪০ বলের কমে দুইটি শতরানের নজির।

গত আইপিএলে ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উর্ভিলকে দলে নিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। যদিও সেভাবে সুযোগ পাননি। এবারের মেগা নিলামে তাঁর বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। তবে তাঁকে নেওয়ার আগ্রহই দেখায়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই উর্ভিলই ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন মুস্তাক আলি ট্রফির মঞ্চে। তবে এমন ইনিংস আর কয়েকদিন আগে খেলার সুযোগ পেলে আইপিএলে হয়তো তাঁকে ব্রাত্য থাকতে হত না।

এদিন উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে উর্ভিল ৪১ বলে ১১৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন গুজরাটকে। ১১টি ছক্কা ও ৮টি চার দিয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। উর্ভিলের তাণ্ডবে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতল গুজরাট।

এক স্পিনারে পূজারার আস্থা সুন্দরেই

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় টেস্টেও কি রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা রিজার্ভ বেঞ্চে? একমাত্র স্পিনারের পরিকল্পনায় আবারও কি প্রথম একাদশে অগ্রাধিকার পাবেন ওয়াশিংটন সুন্দর?

চলতি যে বিতর্কে তরুণ স্পিনারেই আস্থা রাখছেন চেতেশ্বর পূজারা। গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মাদের প্রতি পূজারার পরামর্শ, পারথের উইনিং বোলিং কম্বিনেশনই ধরে রাখুক ভারত।

গত দুই অজি সফরের অন্যতম নায়ক পূজারার যুক্তি, পারথ টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, সুন্দরকে নিয়ে গড়া বোলিং ব্রিগেড সাফল্য এনে দিয়েছে। তাই অহেতুক বদলের পথে হাঁটা উচিত নয়।

সুন্দরকে নিয়ে পূজারা বলেছেন, 'প্রথম স্পেলের শুরুটা প্রত্যাশিত হয়নি ওর। তবে পরে মানিয়ে নিয়েছে। দুই উইকেটও পেয়েছে। বলের গতিকে যেভাবে হেরফের করেছে, তা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি ওর ব্যাটিং দক্ষতা আমাদের ব্যাটিং লাইনআপের গভীরতা বাড়াবে। শুরুতে কয়েকটা উইকেট হারালে লোয়ার অর্ডারে প্রতিরোধে সুন্দর কিন্তু কার্যকর।'

পেস ব্রিগেডকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত পূজারার কথায়, 'বুমরাহ দুর্দান্ত। লাইন-লেংথে দারুণ সিরাজ। নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছে। অভিষেক টেস্টে প্রভাবিত করেছে হর্ষিতও। বোলিংয়ে শৃঙ্খলা চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ায় যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারাক্ষণ অফস্টাম্প অ্যাটাক করেছে। যা সহজ নয়। আমার মতে দলের উচিত হর্ষিতেও আস্থা রাখা।'

পাকিস্তানকে তোপ হরভজনের

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিতর্কে হরভজন সিংয়ের তোপের মুখে পাকিস্তান। হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পালটা শর্ত দিয়েছে। দাবি করেছে, পরবর্তী সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্যও হাইব্রিড মডেলের সুবিধা দিতে হবে।

পাকিস্তানের যে দাবি প্রসঙ্গে হরভজনের তোপ, 'পাকিস্তান যদি ভারতে খেলতে না আসে, আসবে না। আমাদের এতে কিছু যায় আসে না। পিসিবির উচিত ইগো সরিয়ে হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়া। ভারতের কাছে নিরাপত্তা সবসময় বড় ইস্যু। তবে সাম্প্রতিক-অতীতে খুববেশি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার সুযোগ মেলে না। সেক্ষেত্রে আবু ধাবি কিংবা দুবাইয়ে ম্যাচটা হতেই পারে।'

পাকিস্তানের ক্রিকেট সমর্থকদের প্রতি অবশ্য সমব্যথী হরভজন। বলেছেন, 'পাক সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগে। বিরাট কোহলি সহ ভারতীয় তারকাদের খেলা ঘরের মাঠে বসে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত যে সম্ভাবনা নেই।'

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর আগেই নতুন টুপি কিনে ফেললেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

ক্রিকেট না ছাড়লে বিয়ে হবে না

‘পাত্রপক্ষের’ থেকে শুনতে হয়েছিল মিতালিকে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : ‘ছেড়ে যাওয়ার যুগে তুমি না হয় থেকে যেও’- সামাজিক মাধ্যমে এই লাইন দিয়ে মন ভালো করে দেওয়া রিলসের অভাব নেই। কিন্তু বাড়ির ঠিক করে দেওয়া ‘পাত্র’রা মিতালি রাজকে দেখতে এসে তাঁকে তাঁর প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকেই ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এহেন ‘পাত্র’দের থেকে বেশ কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন পেয়েছিলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। দেশকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে মহিলাদের ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের মালিকও মিতালি। কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকার সময়ই মিতালির পরিবার চেয়েছিল, মেয়ে যেন এবার সংসারে মনোযোগী হয়। যেমনটা আর পাঁচটা পরিবার চায়। সেইমতো মিতালিও বেশ কিছু পাত্রের সঙ্গে দেখা করেন। সেই অভিজ্ঞতাই বিখ্যাত ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়ার শোয়ে তুলে ধরেছেন ৪২ বছরের মিতালি।

> মনে আছে, আমার এক ক্রিকেটার বন্ধু বলেছিল জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে। না হলে নাকি জীবনসঙ্গী পাব না। আমি তাঁকে বেশি কিছু বলিনি। কিন্তু ঠিক করে নিয়েছিলাম, যারা মনে করে বিয়ের পর ক্রিকেটকে ত্যাগ করতে হবে তাদের জন্য নিজেকে বদলাব না।
>
> **মিতালি রাজ**

মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ মিতালি বলেছেন, ‘সম্বন্ধগুলি মূলত মাসিরাই আনত। তাই আমি কথা বলতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মনে হত না যে, ওরা টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক মিতালি রাজের সঙ্গে কথা বলছে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর ওরা সরাসরি বিয়ে-পরবর্তী জীবন নিয়ে আলোচনা শুরু করত। জানতে চাইত, কয়টা সন্তান চাই। তাদের নিয়ে কী পরিকল্পনা রয়েছে। সত্যি বলতে, প্রশ্নগুলি শুনে চমকে গিয়েছিলাম। কারণ এসব নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। কারোর সঙ্গে আলোচনাও করিনি। আমি শুধু ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে ভেবেছি। তাই বিয়ের পর কয়টা সন্তান চাই- এরকম প্রশ্ন শুনে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলাম।’

বিয়ের জন্য ক্রিকেট ছেড়ে দিতে হবে- এহেন কথাও শুনতে হয়েছিল মিতালিকে। বলেছেন, ‘আমি তখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। বাড়ির ঠিক করা একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর নাম মনে নেই আমার। কিন্তু সে আমাকে বলেছিল, বিয়ের পর তো আমাদের সন্তান হবে, তাদের দেখভাল করার ব্যাপার আছে। তাই তোমাকে ক্রিকেট ছাড়তে হবে। কথাটা হজম করতে সময় লেগেছিল আমার। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ধরো তোমার মায়ের কিছু হল। তখন তুমি মায়ের পাশে থাকার বদলে কি খেলতে চলে যাবে? আমার মনে হয়েছিল, এসব আবার কেমন প্রশ্ন! আমি তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম, সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সত্যিই এরকম আজব প্রশ্ন আশা করিনি।’

মিতালির কিছু বন্ধুর পরামর্শ ছিল, ক্রিকেটের প্রতি ধ্যানজ্ঞান থাকলে যোগ্য জীবনসঙ্গী পাওয়া মুশকিল হবে। এই প্রসঙ্গে মিতালি বলেছেন, ‘মনে আছে, আমার এক ক্রিকেটার বন্ধু বলেছিল জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে। না হলে নাকি জীবনসঙ্গী পাব না। আমি তাঁকে বেশি কিছু বলিনি। কিন্তু ঠিক করে নিয়েছিলাম, যারা মনে করে বিয়ের পর ক্রিকেটকে ত্যাগ করতে হবে তাদের জন্য নিজেকে বদলাব না।’

বছর দুয়েক হল ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি। এবার তিনি মনের মতো জীবনসঙ্গী পান কি না সেটাই দেখার।

কোণঠাসা করেও ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে সপ্তম রাউন্ডে জয় পেলেন না ডোম্মারাজু গুকেশ। মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে।

৫ ঘণ্টা লড়াই করেও এগোতে ব্যর্থ গুকেশ

সিঙ্গাপুর, ৩ ডিসেম্বর : ৭২ চাল ও ৫ ঘণ্টার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ড্র হল দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচ। অর্ধেক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরও ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন দুইজনেই একই পয়েন্টে (৩.৫) দাঁড়িয়ে।

আক্রমণাত্মক প্রথম চালেই গুকেশ সবাইকে অবাক করে দেন। লিরেনও হতবাক হয়ে বসে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। গোটা ম্যাচজুড়েই বেশ কয়েকটি ভালো চালে গুকেশ চাপে ফেলে দেন লিরেনকে। তবে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ঠান্ডা মাথায় লিরেন পরিস্থিতি সামাল দেন। সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও ভুল করায় গুকেশ ম্যাচ জিততে পারেননি। ড্র করে তিনি বলেছেন, ‘এত কাছ থেকে জয় হাতছাড়া করাটা মোটেই সুখকর নয়। তবে আমি খুশি যে ম্যাচের শুরুতে সহজেই বিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলাম।’ অন্যদিকে, ম্যাচ বাঁচানোটা ‘প্রায় অলৌকিক ঘটনা’ স্বীকার করে লিরেনের মন্তব্য, ‘গুকেশ কেইওয়ান চাল দেওয়ার পর আমি ম্যাচের হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।’

> **ম্যাচ বাঁচানোর ঘটনা অলৌকিক, মানলেন লিরেন**

দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম স্পনসর গুগলের তরফে এদিন একটি মজাদার তথ্য প্রকাশ করা হয়। সপ্তম রাউন্ডে ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার গুকেশ ৩১.১% সময় চোখ বন্ধ করে কাটিয়েছেন। এর আগে গুকেশ জানিয়েছিলেন, চোখ বন্ধ রেখে গেমপ্ল্যান সাজাতে তাঁর সুবিধা হয়। গুগলের দেওয়া তথ্য দেখে এদিন ব্রিটিশ গ্র্যান্ড মাস্টার ও ধারাভাষ্যকার ডেভিড হাওয়েল মজার ছলে বলেছেন, ‘আমি সত্যিই জানতে চাই গুকেশ চোখ বন্ধ করে কীভাবে এতক্ষণ জেগে থাকে?’

লিগের অবশিষ্ট ম্যাচ সন্তোষ ট্রফির পরই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্বের পরেই হবে কলকাতা ফুটবল লিগের অবশিষ্ট ম্যাচ। জানালেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ম্যাচ বাকি ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার এফসি ও ভবানীপুর এফসি-র। এর মধ্যে ভবানীপুর জানিয়েছে, তারা লিগের বাকি ম্যাচ খেলবে না। এদিকে গত সপ্তাহে বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান জানায় তারা যে কোনও সময় খেলতে রাজি। তবে বেঁকে বসে ডায়মন্ড হারবার। জানায় সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা দল নামাতে অপারগ।

তারপর আবার আলোচনায় বসেছিল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে লিগের বাকি ম্যাচ সন্তোষের পরই আয়োজন করা হবে। এই ব্যাপারে আইএফএ সচিব অনির্বাণ বলেছেন, ‘বাংলা দলের ফুটবলাররাও ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, ডায়মন্ড হারবারের স্কোয়াডে রয়েছে। তাদের ছাড়লে আমাদেরও প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সন্তোষ ট্রফির পরই লিগ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ডায়মন্ড হারবারের সচিব মানস ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘আমরা আইএফএকে জানিয়ে দিয়েছি সন্তোষ ট্রফির পর দল নামাতে কোনও সমস্যা নেই। আমরাও চাই সবাই পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামুক।’ ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানও জানিয়ে দিয়েছে তারা যে কোনও সময়ে দল নামাতে প্রস্তুত।

করণের ব্যাটে জয় বাংলার

বিহার-১৪৭/৬ বাংলা-১৫০/১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বল হাতে দুরন্ত মহম্মদ সামি (১৮/১)। ব্যাট হাতে অসাধারণ ইনিংস করণ লালের (৪৭ বলে অপরাজিত ৯৪)। করণ-সামির দাপটে বিহারের বিরুদ্ধে ৩৬ বল বাকি থাকতে নয় উইকেটে বড় জয় পেল বাংলা। আজ সকালে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪৭/৬ স্কোরে থমকে যায় বিহারের ইনিংস। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অভিষেক পোড়েলের (১০ বলে ১৯) উইকেট হারিয়েও সমস্যায় পড়েনি বাংলা। ম্যাচের সেরা করণ একাই দলকে টেনে নিয়ে যান নিশ্চিত জয়ের পথে।

> সামি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন থেকেই আমি ওর জন্য গলা ফাটিয়ে আসছি। আজ আবার সামি প্রমাণ করল, ও কত বড় চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বিহার ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে করণ লাল। রাজকোটে মঙ্গলবার।

বিহারের বিরুদ্ধে অনায়াস, দাপুটে জয়ের পরও সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয় বাংলার। পরশু শেষ ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিততেই হবে সুদীপ ঘরামিদের (২৭ বলে অপরাজিত ৩২)। আজ বিহারের দখল নেওয়ার পর ৬ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ২০। সমসংখ্যক ম্যাচে রাজস্থানেরও পয়েন্ট ২০। ফলে পরশু বাংলা বনাম রাজস্থান ম্যাচ কার্যত নকআউট বাংলার জন্য। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘শেষ ম্যাচটা আমাদের জন্য কার্যত ফাইনাল। মরণ-বাঁচনের ম্যাচ। আজ যেভাবে ছেলেরা মাঠে সেরাটা দিয়েছে, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে আমাদের নকআউট পর্বে যেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।’ বাংলা মুস্তাক আলির নকআউট পর্বে যেতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম বাংলার জন্য করণের ধারাবাহিক ছন্দ যদি স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করে থাকে, তাহলে সামির দুরন্ত ফর্মও ভরসা হিসেবে হাজির।

তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছে। বল হাতে অতীতের মতো ছন্দে দেখা যাচ্ছে না- সামিকে নিয়ে এমন নানা কথা শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যেই আজ বল হাতে সামি প্রমাণ করেছেন, ফিটনেসের দিক থেকে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। বরং তিনি অন্তত পাঁচ কিলো ওজন কমিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট ও তাজা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন থেকেই আমি ওর জন্য গলা ফাটিয়ে আসছি। আজ আবার সামি প্রমাণ করল, ও কত বড় চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার।’

অ্যাডিলেড টেস্টেও খেলার সুযোগ কমছে। তারপরও ফুরফুরে জাদেজা।

রোনাল্ডোহীন নাসেরের হার

রিয়াধ, ৩ ডিসেম্বর : ৩৯-এও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিয়মিত গোল করে জেতাচ্ছেন দলকে। তাই তিনি মাঠে থাকলে ছবিটা অন্যরকম হলেও হতে পারত। অন্তত আল নাসের সমর্থকরা তেমনটাই মনে করছেন।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার সিআর সেভেনকে বিশ্রাম দেয় নাসের। অগত্যা গ্যালারিতে বসে দলের হারই দেখতে হল পর্তুগিজ মহাতারকাকে। ঘরের মাঠে আল সাদের কাছে ২-১ গোলে হারল নাসের। সবদিক থেকেই এগিয়ে থাকলেও ৯০ মিনিটে একটা বলও জালে ঠেলতে পারলেন না সাদিও মানেরা। নাসেরের গোলটি আত্মঘাতী।

আল নাসেরের হারে হতাশ কোচ স্টেফানো পিওলি।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। তবে শুরুর দিকে আল নাসের ডিফেন্ডার আইমেরিক লাপোর্তের মারাত্মক ভুলে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান আল শাদের এক স্ট্রাইকার। যদিও তাঁর শট গোলরক্ষকের হাতে প্রতিহত হয়। ৫৩ মিনিটে আক্রম আফিফের গোলে এগিয়ে যায় আল সাদ। ৮০ মিনিটে নাসেরের ওয়েসলে গোসাভার ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন রোমান সাইস। এদিকে, ম্যাচের সংযুক্তি সময়েরও শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে আল শাদের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন অ্যাডাম ওউনাস।

গুয়ার্দিওলাকে কটাক্ষ নেভিলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ ডিসেম্বর : এমনও দিন দেখতে হবে! মরশুমের শুরুতে কি ভাবতে পেরেছিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা? সোমবার রাতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হারের পরই লিভারপুল সমর্থকদের কটাক্ষের মুখে পড়েন সিটি কোচ। তবে বিষয়টা সেখানেই থেমে থাকল না। এবার সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি প্রাক্তন ইংলিশ ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিলের কটাক্ষের মুখে পড়লেন তিনি।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ড্র। যেখানে সিটির প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটি এফসি। তবে নীল ম্যাঞ্চেস্টার এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তাতে তাদের লড়াই যে সহজ হবে তা একেবারেই জোর দিয়ে বলা যায় না। সেই প্রসঙ্গ টেনে কাটা ঘায়ে কার্যত নুনের ছিটে দিলেন নেভিল। সলফোর্ড সিটিকে ট্যাগ করে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সকালে ছাঁটাই হচ্ছেন তিনি।’ লিভারপুল সমর্থকদের সুর ধরে প্রাক্তন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রাক্তন ডিফেন্ডার যে গুয়ার্দিওলাকেই বিঁধেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেস্টার সিটির দায়িত্ব নিয়েছেন রুড ভ্যান নিস্টেলরয়। যদিও তাঁর মন পড়ে রয়েছে ইউনাইটেডেই। সম্প্রতি ডাচ কোচকে বলতে শোনা গেল, ‘যেভাবে লাল ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়তে হয়েছে তাতে আমি দুঃখিত, হতাশ। আমি সহকারী হিসাবে কাজ করার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ ক্লাব এবং সমর্থকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। শেষটা এভাবে না হলেও পারত।’ এমনকি এব্যাপারে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিমের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলেও জানান তিনি।

মাঝপথে অনুশীলন ছাড়লেন সাউল

কয়েকজনের খেলায় অসন্তুষ্ট চেরনিশভ

চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : পরের পর হারের ধাক্কায় কার্যত বিপর্যস্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩ গোল হজম করতে হয়েছে সাদা-কালো শিবিরকে। দলের কয়েকজনের খেলায় রীতিমতো অসন্তুষ্ট কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, ‘ম্যাচের ফলাফল নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই। তবে দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্সে অসন্তুষ্ট। তাদের কাছ থেকে যে পারফরমেন্স চাই, সেটা তারা করতে পারছে না। তাদের আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে হবে।’

আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে তিনি দলে বড়সড়ো পরিবর্তন চাইছেন। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের পরেই এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবে টিম ম্যানেজমেন্ট। তাদের পরবর্তী ম্যাচ শুক্রবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে। পাঞ্জাব ম্যাচে অবশ্য দলে ফিরছেন দলের দুই বিদেশি তারকা অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাশিমভ। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ নিয়ে কোচ চেরনিশভ বলেছেন, ‘হারলেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম করে যেতে হবে। এই ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণে বসব আমরা। তারপর পাঞ্জাব ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হবে।’

এদিকে, জামশেদপুরের বিরুদ্ধে মাথায় চোট গৌরব বোরাকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ক্লাব। তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কলকাতায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে এই ভারতীয় ডিফেন্ডারের চিকিৎসা করানো হবে। গৌরব ছাড়া দলের বাকি ফুটবলারদের নিয়ে বুধবার দিল্লি রওনা দিচ্ছে মহমেডান।

মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করেছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন শুরুতে অনুশীলন করলেও পরের দিকে মাঠ ছেড়ে উঠে যান স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। কাফ মাসলে হালকা চোট থাকায় আর ঝুঁকি নেননি তিনি। তবে বুধবার থেকে সাউল পুরোদমে অনুশীলন করবেন বলেই জানা গিয়েছে। এদিন অনুশীলনে মূলত আক্রমণভাগের দিকেই বাড়তি নজর ছিল লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

নর্থইস্ট ম্যাচের প্রস্তুতিতে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : অনুশীলন শেষে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলোয়াড়দের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন বেশ কিছু সমর্থক। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন খুদে সমর্থক ছিল। জেসন কামিংসকে দেখেই খুদে সমর্থকদের চিৎকার। হতাশ করেননি অজি বিশ্বকাপারও। বেশ হাসিমুখে সেলফি তুললেন। বোঝাই যাচ্ছে আগের ম্যাচে গোল পেয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন এই স্ট্রাইকার।

মঙ্গলবার থেকে ফের মোহনবাগানের অনুশীলন শুরু হয়েছে। এদিন দীপক টাংরি অনুশীলনে আসেননি। তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। বাকিদের নিয়ে মূলত বেশিরভাগ সময় রিকভারি সেশন করালেন বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। পরের দিকে বল নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলালেন তিনি। ডিফেন্ডার আশিস রাই প্রথমে রিকভারি সেশনে থাকলেও পরের দিকে তাঁকে বিশ্রাম দেন বাগান কোচ।

কার্ড সমস্যার জন্য দলের দুই ডিফেন্ডার অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রডরিগেজকে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে পাচ্ছে না মোহনবাগান। ফলে রক্ষণ নিয়ে হোসে মোলিনার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তবে শুভাশিসের বিকল্প হিসেব আশিক কুরুনিয়ান ও আমনদীপ সিংকে তৈরি রাখছেন এই স্প্যানিশ কোচ।

এদিন ক্লাবে এসেছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পারফরমেন্সের প্রসঙ্গ উঠতে সুব্রত বলেছেন, ‘কোনও নাম নয়, ক্লাবের সাফল্য আসল কথা।’

দ্বিতীয় জয় ডেম্পোর

লুধিয়ানা ও কোঝিকোড়, ৩ ডিসেম্বর : আই লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জয় ডেম্পো এসসির। মঙ্গলবার নামধারি এফসি-কে ১-০ গোলে হারাল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ডেম্পোর হয়ে একমাত্র গোলটি মাতিজা বাবোভিচের। অন্যদিকে গোকুলাম কেরালা এফসি-আইজল এফসি ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল।

প্রয়াত টেনিস কিংবদন্তি ফ্রেসার

ক্যানবেরা, ৩ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান টেনিস কিংবদন্তি নিল ফ্রেসার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। পাঁচ ও ছয়ের দশকে টেনিস বিশ্বে দাপিয়ে খেলেছিলেন ফ্রেসার। কেরিয়ারে মোট ১৯টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন তিনি। এর মধ্যে তিনটি সিঙ্গলস খেতাব। পুরুষদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে আরও ১৬টি খেতাব রয়েছে

তাঁর ঝুলিতে। এর মধ্যে ১৯৫৯ সালে ইউএস ওপেনের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস তিনটি বিভাগেই খেতাব জেতার বিরল কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। পাঁচের দশকের শেষদিকে টেনিস র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে ছিলেন এই তারকা। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ডেভিস কাপও জিতেছেন। ফ্রেসারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে টেনিস কিংবদন্তি রড লেভার বলেছেন, ‘ফ্রেসার অস্ট্রেলিয়ান টেনিসের সোনালি সময়ের একজন কিংবদন্তি ছিলেন। ও দুইটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমাকে হারিয়েছিল। ওই পরাজয় আমাকে পরবর্তী সময়ে ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করেছিল।’

সুফিয়ানের দাপটে সিরিজ পাকিস্তানের

বুলাওয়াও, ৩ ডিসেম্বর : বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শা আফ্রিদিদের ছাড়াই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিল পাকিস্তান। নেপথ্যে বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার সুফিয়ান মুকিম। দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে তাঁর ২.৪-০-৩-৫ বোলিং পরিসংখ্যানে জিম্বাবোয়ে ১২.৪ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে তাদের সর্বনিম্ন রান। দুই ওপেনার ব্রায়ান বেনেট (২১) ও তাদিওয়ানাশে মারুমানি (১৬) জুটিতে ৩৭ রান তোলার পরই ধস নামে জিম্বাবোয়ে ব্যাটিংয়ে। এরপর তাদের আর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান তো দূরের কথা একটি বাউন্ডারিও মারতে পারেননি। জবাবে পাকিস্তান ৫.৩ ওভারে বিনা উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। সাইম আয়ুব ৩৬ ও ওমেইর ইউসুফ ২২ রানে অপরাজিত থাকেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন ঝাড়গ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়গ্রাম - এর একজন বাসিন্দা গণেশ সাবার - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 28747 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে আমাকে নতুন একটি জীবন উপহার দিয়েছে। কোটিপতি হওয়ার লক্ষ্য সবার থাকে যা পূরন হওয়া শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির দ্বারা সম্ভপর। এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।